এপ্রিল ২০২৫ ❑ চৈত্র ১৪৩১-বৈশাখ ১৪৩২

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে

## তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

## এসো দেশ বদলাই
## পৃথিবী বদলাই

"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই"
নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে
বাঙলার তারুণ্যের উৎসব-২০২৫
বর্ণাঢ্য র‍্যালি
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.
স্থান: সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা।
আয়োজনে: সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা


তারুণ্যের উৎসব ২০২৫
তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
গ্রিন স্কুল ক্যাম্পেইন
"Change the Country
Change the World"

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২৫ ❑ চৈত্র ১৪৩১-বৈশাখ ১৪৩২

*মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৬শে মার্চ ২০২৫ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন– পিআইডি*

**প্রধান সম্পাদক**
খালেদা বেগম

**সিনিয়র সম্পাদক**
রিফাত জাফরীন

**সম্পাদক**
ফাহমিদা শারমীন হক

**শিল্প নির্দেশক**
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

**স্টাফ রাইটার**
মো. জামাল উদ্দিন

**সহসম্পাদক**
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

**সম্পাদনা সহযোগী**
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

**অলংকরণ**
নাহরীন সুলতানা

**আলোকচিত্রী**
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

**যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা**
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

**গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ**
**সহকারী পরিচালক** (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ভবন**
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

**মূল্য: পঁচিশ টাকা**

**গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা**

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

# সম্পাদকীয়

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যা তরুণ প্রজন্মকে কেন্দ্রে রেখে জাতীয় ঐক্য, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয়েছে। তারুণ্যের উৎসবের প্রতিপাদ্য – 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হলো তরুণদের উদ্যোগ ও উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের ভেতর সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে উদ্‌যাপন করা।

দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের ইতিহাসে তরুণরাই প্রতিবার পরিবর্তনের পথপ্রদর্শক। ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ সালে এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা। জাতি যখনই কোনো গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে, সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে ছাত্ররা। তাদের সঙ্গে তখনই সাধারণ জনগণও জেগে উঠেছে। প্রশ্নহীনভাবে পথে নেমে সংকট থকে জাতিকে উদ্ধার করেছে তারা প্রতিবার। ২০২৪-এর জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর ইতিহাসের নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। জনগণের সামনে আবারও এসেছে গণতান্ত্রিক, স্বাধীন ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অনন্য সুযোগ। জুলাইয়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, এ গণজাগরণের মধ্য দিয়ে তরুণরা যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছে, তাকে জাগরূক রাখতে হবে। স্মরণে, উদ্‌যাপনে তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশকে যেন নতুন অভিযাত্রায় নিয়ে যেতে পারে, সে লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সকলের দেশ গড়ার কাজ করে যেতে হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে 'তারুণ্যের উৎসবে' পরিণত করতে হবে।

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'- শুধু একটি উৎসব নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সুযোগ। এটি তাদের মেধা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি গড়ে তোলার প্রথম ধাপ। তারুণ্যের অপরিসীম শক্তি সকলের মধ্যে দেশ গড়তে এগিয়ে আসার প্রেরণা জোগাবে নিশ্চয়ই।

*সচিত্র বাংলাদেশ* এপ্রিল ২০২৫ সংখ্যাটি 'তারুণ্যের উৎসব' নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

# সূচিপত্র

## ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/অভিভাষণ/ফিচার


মহান স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্বোধনী খামে প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর ১১

তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারলেই আসবে সাফল্য: নাহিদ ইসলাম ১২

তরুণদের মেধা-মনন এবং সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে দেশ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে: মো. আসিফ মাহমুদ ১৫

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণেরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জায়গা করে নিয়েছে: মো. মাহফুজ আলম ১৬

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫: দেশ আর পৃথিবী বদলের আহ্বান ১৭
মো. আবুবকর সিদ্দীক

তরুণের সাধনা ১৯
কাজী নজরুল ইসলাম

তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার, এগিয়ে যাবার অলংকার ২৬
মাহবুবুর রহমান তুহিন

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ ৩০
মো. নুর আলম

এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই ৩২
ইমদাদ ইসলাম

সৃজনশীল তারুণ্য বদলে দেবে বাংলাদেশ ৩৫
আশফাকুজ্জামান

দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহে উদ্‌যাপিত তারুণ্যের উৎসব ৩৯

তরুণ সমাজের অংশগ্রহণে আরও এগিয়ে যাবে দেশ: উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া তারুণ্যের উৎসবের সমাপনী ৪৫

বিপিএলের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব গতি পেয়েছে ৪৬

নারীদের রেকর্ড অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্দা নামলো যুব উৎসবের ৪৭

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে জেলায় জেলায় মেলা ৪৯

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে কর্মশালা/আলোচনাসভা/সমাবেশ ৫৩

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি ৫৭

তারুণ্যের উৎসবে সারাদেশে ক্রীড়ানুষ্ঠান ৬০

জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে বর্ণিল আয়োজনে 'তারুণ্যের উৎসব' উদ্‌যাপন ৬৮

উজবেকিস্তানে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন ৬৯

গ্রিসে বাংলাদেশ দূতাবাসে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন ৭০

ইয়াঙ্গুনে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন ৭১


### গল্প:


অনাদৃতের দ্যুতি ৭৪
মোহাম্মাদ জালাল উদ্দিন


### কবিতাগুচ্ছ: ৪২-৪৩, ৭২-৭৩, ৭৯


কাজী নজরুল ইসলাম, হেলাল হাফিজ, ফরিদুল ইসলাম, অবিরুদ্ধ মাহমুদ, জাকির আবু জাফর, আবুল হোসেন আজাদ, গোলাম নবী পান্না, অরিত্র কুণ্ডু, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, আসাদুজ্জামান খান মুকুল


### শ্রদ্ধাঞ্জলি


চলে গেলেন সাবেক বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবদুর রউফ ৮০


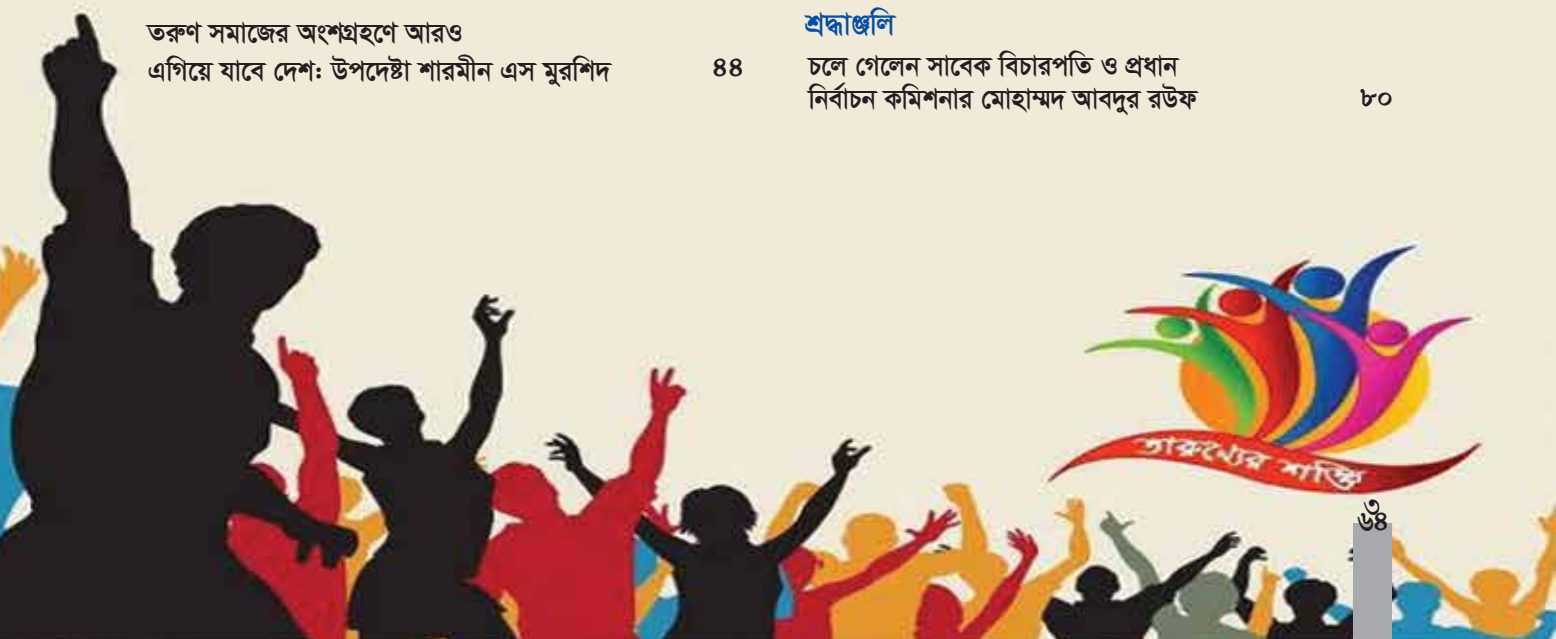

*প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৫শে মার্চ ২০২৫ জাতির উদ্দেশ্যে মহান স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুলফিতর উপলক্ষে ভাষণ দেন– পিআইডি*

# মহান স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

**ঢাকা, ২৫শে মার্চ ২০২৫**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।**
**প্রিয় দেশবাসী,**

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাইকে জানাই আমার সালাম।

**আসসালামু আলাইকুম।**

আজ ২৫শে মার্চ, মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কিত এক হত্যাযজ্ঞের দিন। ১৯৭১ সালের আজকের রাতে পাক হানাদার বাহিনী নিরপরাধ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে হাজারো মানুষকে হত্যা করেছে। ২৫শে মার্চ থেকেই এ দেশের মানুষ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ৯ মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের; যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহিদ ও দুই লাখ নির্যাতিত নারীর আত্মত্যাগ পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের এই বীরদের প্রতি আমার সালাম ।

সেইসঙ্গে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত হাজারো শহিদ ও আহত, যারা বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের প্রতি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদেরকে যে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ এনে দিয়েছে, সে সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে চাই।

**প্রিয় দেশবাসী,**

পবিত্র মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে, সকলকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। এবারের ঈদ স্মরণীয়ভাবে আনন্দদায়ক হোক এই কামনা করছি।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জোর ব্যবস্থা নিয়েছে। রমজান ও ঈদে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল জিনিসপত্রের দামের লাগাম টেনে ধরা, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ রমজানে যাতে কোনো পণ্যের দাম বেড়ে না যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ যেন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

রমজান মাসজুড়ে সরবরাহ চেইনের প্রতিবন্ধকতা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। দেশের সকল জায়গা থেকে খবর এসেছে যে, এই রমজানে দ্রব্যমূল্য আগের

তুলনায় কমেছে; জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণে এই প্রচেষ্টা চলমান থাকবে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা যে ভয়াবহ লুটপাট কায়েম করেছিল; আপনারা সেটার ভুক্তভোগী ছিলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে তারা পালিয়ে যাবার সময় এক লন্ডভন্ড অর্থনীতি রেখে গেছে। এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নেবার পর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরেছে, ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির অপরাপর সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করছে। এ সরকারের সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি। ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ৯.৩২ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে, যা ২২ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগামী জুন মাসের মধ্যে এটি ৮ শতাংশের নীচে নেমে আসবে বলে আশা করছি।

দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে স্বস্তি এনে দিয়েছে আমাদের প্রবাসী ভাই-বোনেরা। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রেমিট্যান্স ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড গড়েছে, প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আড়াই বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। রেমিট্যান্স যোদ্ধারা আমাদের দেশের অর্থনীতি গড়ার বীর সৈনিক। তাদের জন্য প্রক্রিয়াগত যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো সহজ করে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। তারা যেন ভোগান্তির শিকার না হন, দূতাবাস যেন ঠিকমতো কাজ করে, এটি নিশ্চিত করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আগামী নির্বাচনে যেন তাদের ভোটাধিকার দিতে পারি সেজন্য কাজ করছি।

পলাতক সরকারের আমলে চর দখলের মতো দেশের ব্যাংকগুলো দখল করে নেওয়া হয়েছিল। আমানতকারীর টাকাকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত টাকায় রূপান্তরিত করে ফেলেছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম কাজ ছিল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, হিসাবপত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করা।

ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেছে। এর ফলে অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জনগুলোর মধ্যে এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গত সরকারের লুটপাটের মহোৎসবে গত ১৫ বছরে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে– এটা আমরা জানি। কত রকমভাবে পাচার হয়েছে তাও জানার বিষয়। অভিনব একেকটা পদ্ধতি ছিল। পাচারের একটা পদ্ধতি সবাইকে হতভম্ব করে দিয়েছে। এই পাচার হয়েছে– বিদেশে অধ্যয়নরত সন্তানের কাছে টাকা পাঠানোর নামে। তিনি সন্তানের লেখাপড়ার জন্য এক সেমিস্টারের অর্থাৎ তিন মাসের খরচ বাবদ অফিসিয়াল ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠিয়েছেন তিন কোটি ৩৩ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। পাচারের এর চাইতে বেশি তাক লাগানো পন্থা আর কী আছে তার কোনো সীমা আছে বলে আমার মনে হয় না। আইন, নিয়ম, নীতির জায়গায় যখন হরিলুট প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এমন সবকিছুই সম্ভব। এই অর্থ পাচারকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

অন্তর্বর্তী সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় বিনিয়োগের বিষয়ে খুবই আগ্রহী। আশা করছি, দ্রুততম সময়ে দেশে নতুন নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আপনারা দেখতে পাবেন।

সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশে রপ্তানি ১৩ শতাংশ বেড়েছে। জানুয়ারিতে ৭ শতাংশ কনটেইনার হ্যান্ডেলিং বেড়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে লাইসেন্সিং রিকোয়ারমেন্টস, প্রত্যাবাসন আইনসহ বিনিয়োগকারীদের যে সাধারণ সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধানে কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আগামী মাসে ঢাকায় চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন করছে, বিশ্বখ্যাত অনেক বিনিয়োগকারী এতে অংশ নেবেন।

ইতোমধ্যেই ডিপি ওয়ার্ল্ড, সিঙ্গাপুর পিএসএ, এপি মোলার মারস্ক কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীর সকল সরকার আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এটা শুরু হয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বার্ষিক বৈঠকে। আপনাদের মনে আছে বিশ্বের সরকার প্রধানরা কীভাবে আমাদের সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে দেখা করতে এগিয়ে এসেছে। তারপর থেকে যে-কোনো সম্মেলনে গিয়েছি, দেখেছি আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের আগ্রহ কীভাবে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে গিয়েছিলাম। এই সম্মেলনে ৪৭টি পৃথক ইভেন্টে আমার অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, বিশ্ব বাণিজ্যের নায়করা, জাতিসংঘের মহাসচিব, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তারা আমাদের পাশে থাকার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গিয়েছিলাম। তারা বিগত সরকারের সময় আমাদের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা সে দেশের ভিসার দরজা খোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন তাদের দিক থেকে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ভিসার দরজা উন্মুক্ত করবেন। আমি আশা করছি সেটা দ্রুতই উন্মুক্ত হবে।

আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতকে আমাদের দেশে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য একটি শিল্পাঞ্চল করার প্রস্তাব দিয়েছি। তারা

এই বিষয়ে আগ্রহ জানিয়েছে। শিল্প অঞ্চলে দুটি কাজ দিয়ে তারা শুরু করবে। এজন্য কথাবার্তা শুরু হয়েছে।

প্রথমে মুসলিম বিশ্বে সরবরাহের জন্য একটি হালাল গোশত প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা করবে। এরপর মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কারখানা স্থাপন করবে। তারা আমাদের নতুন সামুদ্রিক বন্দর পরিচালনা করার জন্যও আগ্রহ জানিয়েছে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আমরা আসিয়ানের সদস্য হিসেবে যোগদান করার বিষয়ে আগ্রহের কথা জানিয়েছি। এ বছরের শুরু থেকে মালয়েশিয়া আসিয়ানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। তিনি আমাদের আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, আমাকে মালয়েশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।

মালয়েশিয়া রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছে। আমাদের দেশ থেকে শ্রমিক নিয়ে যাবার ব্যাপারে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সবগুলো সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে তারা কাজ করছে।

আগামীকাল চারদিনের সফরে আমি চীন যাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আমার বৈঠক হবে। চীনের বড়ো বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সিইওদের সঙ্গেও বৈঠক করব।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ চাইনিজ সোলার প্যানেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লংজি বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনের আগ্রহ জানিয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে কাজ করছি।

এছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা, মেডিকেল সহায়তা, স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হবে। তারা আমাদের দেশ থেকে আম, কাঁঠাল ও পেয়ারা আমদানি করতে চায়। এটা খুব দ্রুতই শুরু হবে। এই সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের দুদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি বরাবরই বলে এসেছি, আমরা মহা সৌভাগ্যবান এক জাতি, পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদের অবস্থানের কারণে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান– দক্ষিণ এশিয়ার এই চারটি দেশ মিলে একটি যৌথ অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারলে চার দেশই লাভবান হবে। নেপাল ও ভুটান আমাদের জলবিদ্যুৎ দিতে অত্যন্ত আগ্রহী, আমরাও নিতে আগ্রহী। বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে এর কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের রয়েছে এক বিস্তীর্ণ মহাসাগর। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদের সামনে বিরাট অর্থনৈতিক সুযোগ এনে দিয়েছে। কুমিরা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ উপকূল ভূমি। এই দীর্ঘ উপকূলজুড়ে বিরামহীনভাবে অনেকগুলো আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্রবন্দর, শিল্পকারখানা, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা স্থাপন করা গেলে পুরো অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভবিষ্যৎ দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব।

নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আনতে পারলে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমবে। বর্তমানে বিশ্ববাসী পরিবেশ রক্ষায় সচেতন। তারা এটাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব বিকল্প পাওয়া গেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ যথাসময়ে শেষ করার বিষয়ে আমরা জোর দিয়েছি। রোসাটমের মহাপরিচালক আমাকে বলেছেন, শিগ্‌গির বিদ্যুৎকেন্দ্রটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে।

আমাদের পণ্য, পৃথিবীর পণ্য। এই পণ্য নেপালে যাবে, ভুটানে যাবে, ভারতের সেভেন সিস্টার্সে যাবে। প্রতিবেশীদের পণ্য আমাদের এখানে আসবে, সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে যাবে, এভাবেই এটি একটি লাভজনক অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। আর এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সবচাইতে বড়ো সমস্যা সীমাহীন দুর্নীতি। স্বৈরাচারী সরকার এই দুর্নীতিকে বিশ্বের শীর্ষ স্থানে নিয়ে গেছে। দুর্নীতির ফলে শুধু যে সবকিছুতে অবিশ্বাস্য রকম ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই না, এর ফলে সরকার ও জনগণের সকল আয়োজন বিকৃত হয়ে যায়। সরকারের লক্ষ্য, নীতিমালা, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, সরকারি কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব যা কিছু কাগজে লেখা থাকে তার সবকিছু অর্থহীন হয়ে যায়। দেশ চলে অলিখিত আয়োজনে। সরকারকে চলতে হয়, ব্যবসায়ীকে চলতে হয়, শিল্পপতিকে চলতে হয়, বিনিয়োগকারীকে চলতে হয়, দেশের সকল নাগরিককে এই অলিখিত নিয়মে চলতে হয়।

নাগরিককে এই অদৃশ্য জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করে টিকে থাকার বিদ্যায় পারদর্শী হবার সাধনা করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে টিকে থাকা এবং সাফল্য অর্জনের জন্য একটা নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। চারদিকে কী শব্দ বলা হচ্ছে, কাগজে কী লেখা হচ্ছে– তা মনে মনে দ্রুত অনুবাদ করে তার মর্মার্থ বুঝে নিতে হয়, তা না হলে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হলো এর কোনো অভিধান নেই। কারণ ব্যক্তি বিশেষে, স্থান বিশেষে, পরিস্থিতি বিশেষে এর অর্থ ক্রমাগতভাবে পাল্টে যায়।

পুরো বিশ্ব বুঝে গেছে, আমরা জাতি হিসেবে সততার পরিচয় বহন করি না। এটা শুধু জাতীয় কলঙ্কের বিষয় নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এটা আত্মঘাতী বিষয়। দেশবাসীর মতো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও চায় আমরা দুর্নীতিমুক্ত হই, কারণ তারা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে চায়। দুর্নীতিমুক্ত হতে না পারলে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই চলবে না। দুর্নীতি থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের কোনো গতি নেই।

অন্তর্বর্তী সরকার সকল কাজ দুর্নীতিমুক্ত করতে সর্বোচ্চ

অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছে। এই সরকারের মেয়াদকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার চেষ্টার পাশাপাশি আগামী দিনেও দেশের নাগরিককে যেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পুষ্ট দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দুর্নীতি ও হয়রানি রোধে আমরা একটা বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। সরকারের সঙ্গে দৈনন্দিন, মাসিক বা বার্ষিক রুটিন কাজের জন্য যেন কোনো নাগরিককে সশরীরে কোনো সরকারি অফিসে উপস্থিত হতে না হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে সরকারি সব অফিসে ই-ফাইলিং চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু হলে দুর্নীতি কমে আসবে। এতে করে কোন অফিসের কোন ডেস্কে কোন ফাইল আটকে আছে তা সহজেই জানা যাবে ।

সরকারি যতগুলো কার্যক্রমে অনলাইন সেবা চালু করা সম্ভব সবখানেই এসেবা চালুর বিষয়ে সরকার কাজ করছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা পেতে অসহায় নাগরিকের টুটি চেপে ধরে অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। টাকার লেনদেন ও ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় সেটা থেকে নাগরিকদের বাঁচানোর জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

অনলাইনে সেবা পাবার পদ্ধতিটি আরও কীভাবে সহজ করা যায় এ ব্যাপারে আমাদের কাছে পরামর্শ জানিয়ে লিখুন, ই-মেইল করুন। আপনি বা আপনার পরিবারের যে কেউ এই সেবা বাণিজ্যিকভাবে দিতে চাইলে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পৃথিবীর যে-কোনো স্থান থেকে এই সেবা দিতে পারবেন।

বিগত সরকারের আমলে ভিন্নমতকে দমন করার জন্য মিথ্যা মামলাকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাই করে আমরা এসব হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছি। গত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় দায়ের করা রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলোর মধ্যে সারাদেশে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ২৯৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যান্য সকল হয়রানিমূলক মামলাও ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

এছাড়া এ পর্যন্ত সাইবার সিকিউরিটি আইনের অধীনে বিচারাধীন স্পিচ অফেন্স সংক্রান্ত ৪১৩টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই আইনটি অবিলম্বে বাতিল করে নাগরিক বান্ধব সাইবার সুরক্ষা আইন করা হচ্ছে।

মানুষের ভোগান্তি রোধেও আমরা আইনগত পদক্ষেপ নিচ্ছি। জিডি করার সময় স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য এখন আর থানায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা অনলাইনেই করা যাবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালায় সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হয়রানি লাঘব করা হয়েছে। সংশোধিত বিধিমালার আলোকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট না থাকলেও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তির পাসপোর্টে No Visa Required স্টিকার থাকলে কিংবা জন্মসনদ বা জাতীয় পরিচয় পত্র থাকলেই তিনি বিদেশ থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করতে পারবেন।

সরকারি সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পর বিমানের টিকেট কেনার পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে নিয়ে যাওয়ায় ফলে বিমানের টিকিটের দাম শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ কমে গেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচের প্রবাসী ভাইবোনেরা এতে করে স্বস্তি পাচ্ছেন। এছাড়া অন্যান্য এয়ারলাইনে টিকিটের দামও কমে গেছে।

নাগরিকদের হয়রানিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের জন্য সরকার ভূমিসেবা ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় অনলাইনে ঘরে বসেই জমির খাজনা প্রদান, নামজারি, জমাখারিজ, খতিয়ান বা পরচা সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ বা নকশা প্রদানের কার্যক্রম চালু করেছে।

এই পদ্ধতিতে ভোগান্তি, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অবসান হবে। বর্তমানে সারাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম চালু হয়েছে। এগুলোকে ক্রমান্বয়ে আরও জনবান্ধব করে স্থায়ী রূপ দেওয়া হবে।

এর লক্ষ্য হবে ক্রমাগতভাবে এ সকল দায়িত্ব সরকারের হাত থেকে নিয়ে সেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে ছেড়ে দেওয়া। গ্রামের স্কুল-কলেজ পাস করা ছেলে-মেয়েরা, গৃহিণীরা ঘরে বসে সারাদেশে এই সেবা দান করবে এবং অনেকে তাদের কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে পড়বে। তারা সারাদেশের গ্রাহকদের সেবা নিজের গ্রাম থেকেই প্রদান করবে।

রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জায়গায় দুটি পৃথক বিভাগ করা হচ্ছে। একটি হলো নীতি প্রণয়ন বিভাগ বা জাতীয় রাজস্ব নীতি বোর্ড, অন্যটি বাস্তবায়ন বিভাগ বা জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগ।

এর ফলে সরকারের পছন্দের ব্যক্তিরা হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার আর সুযোগ পাবে না। আমি আশা করি পরবর্তীতে যারা সরকারে আসবেন তারাও এই নীতি বহাল রাখবেন।

এখনকার যুগ হলো প্রযুক্তির যুগ। সৃজনশীলতার যুগ। আমাদের দেশে ১৭ কোটি নারী-পুরুষ, তার মধ্যে তরুণরা হলো বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশ মানবসম্পদের দিক থেকে অষ্টম বৃহত্তম দেশ। একযোগে এ তরুণরা সৃজনশীলতার প্রকাশের সুযোগ পেলে বন্যার স্রোতের মতো আমাদের দেশ দ্রুতবেগে পৃথিবীর বাজারের মধ্যস্থানে চলে যাবে। এই বিপুল তরুণগোষ্ঠীর সামনে থেকে পথের বাধা সরিয়ে দেওয়াই হলো আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। প্রযুক্তি আমাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে। আমরা দ্রুতবেগে এ সুযোগ গ্রহণ করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছি। এমনভাবে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজে নিয়োজিত হয়েছি যাতে নাগরিকের আঙ্গুলের ইশারায় সরকার তার সেবা নাগরিকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে হাজির করে। তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সে-সেবা দিতে চাই প্রযুক্তির মাধ্যমে, সরকারি অফিসের মাধ্যমে নয়।

ইতোমধ্যে পাসপোর্ট পেতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের নিয়ম আমরা বাতিল করে দিয়েছি। এর ফলে বর্তমানে নাগরিকরা আগের চেয়ে সহজভাবে পাসপোর্ট সেবা পাচ্ছেন। পুলিশ রিপোর্ট প্রাপ্তির নিয়ম বাতিল করার পর এ পর্যন্ত ৭০ হাজার নতুন পাসপোর্ট, যা বহুকাল ধরে পুলিশ রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় আটকে ছিল, তা দ্রুত আবেদনকারীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ।

পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজ করার জন্য আমরা পুরানো পদ্ধতি বাতিল করে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট প্রচলন শুরু করেছি। এর ফলে দ্রুত পাসপোর্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

দেশের অভ্যন্তরে ই-পাসপোর্ট হোম ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আগামীতে সকলেই ঘরে বসে পাসপোর্ট পাবেন এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। পাসপোর্ট দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে দ্রুত এসব পরিবর্তন আনার ব্যাপারে এগিয়ে আসছেন দেখে মনটা আনন্দে ভরে যায়।

**প্রিয় দেশবাসী,**

হজ মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গভীর আধ্যাত্মিক সফরগুলোর মধ্যে প্রধান। সারাজীবন এর জন্য তারা অপেক্ষা করেন। পবিত্র হজ পালনে বাংলাদেশের হাজিরা প্রায়ই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন– ভাষাগত বাধা, স্বাস্থ্যঝুঁকি, অতিরিক্ত ভিড়, প্রশাসনিক জটিলতা এবং লজিস্টিক সমস্যাসহ নানা অসুবিধা। হজের অভিজ্ঞতাকে মসৃণ ও নিরাপদ করতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে, যা সম্মানিত হাজিদের যাত্রার আগে, যাত্রা চলাকালীন সময়ে এবং ফিরে আসার পরেও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এই অ্যাপটি বাংলা ভাষায় রিয়েল-টাইম নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবে, সরকার-সমর্থিত বিশেষ ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে বিদেশের স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করবে, লাগেজ যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য লাগেজ ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা থাকবে।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হজযাত্রীরা প্রত্যেক দিন ওই দিনের করণীয় ও যাতায়াতের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন, যেদিন যে দোয়া পড়তে হবে সেটা স্মরণ করিয়ে দেবে, যেসব পবিত্র স্থানে যাবেন সেসবের ছবিসহ ইতিহাস বর্ণনা করবে। হাজিদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে কল সেন্টারে ফোন করে সে প্রশ্নের উত্তর পাবেন। শরীর খারাপ লাগলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। সম্মানিত হাজিদের কোনো পরামর্শ থাকলে সেটা পরামর্শ পৃষ্ঠায় লিখে দিতে পারবেন।

ভ্রমণের দৈনন্দিন ঝামেলা যেন হজের মূল লক্ষ্যকে পরাজিত করতে না পারে তার জন্য সকল ব্যবস্থা এতে রাখা থাকবে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

আপনারা শুনেছেন আমি স্টারলিংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের স্পেস এক্স ও টেসলার মালিক ইলন মাস্কের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে বাংলাদেশে স্টারলিংকের কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানিয়েছি। সে অনুসারে, কোম্পানির প্রতিনিধিরা এখন বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরুর আয়োজন করছে। তাদের সঙ্গে তিন মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজ চলছে।

স্টারলিংকের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট বাংলাদেশের ডিজিটাল জগতে একটি বিপ্লব আনবে। স্টারলিংক সেবা চালু হলে দেশের প্রতিটি গ্রাম, দ্বীপাঞ্চল, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল অতি উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবার আওতায় চলে আসবে। স্টারলিংক চালু হলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে মানুষকে আর তথ্যবন্দি করার কোনো সুযোগ পাবে না। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিশ্বমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম দেশের যে-কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলেই থাকুক না কেন তারা বিশ্ব নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

সরকার 'যুব উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫' প্রণয়ন করেছে। এর লক্ষ্য হবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অগ্রগতির মূল চালক হিসেবে তরুণ ও তরুণীদের ক্ষমতায়ন করা। এ নীতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায় হিসেবে সফল উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তরুণ উদ্যোক্তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে গিয়েছি। ক্যাম্পে অবস্থানরত ১ লাখ রোহিঙ্গা শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষ সবার সঙ্গে একসঙ্গে ইফতার করেছি।

আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি পৃথক অধিবেশ আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মালয়েশিয়া ও ফিনল্যান্ড যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজক হতে এগিয়ে এসেছে। এর পাশাপাশি, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী জুলি বিশপকে এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মুখ্য ভূমিকা পালনের জন্য আমি আহ্বান জানিয়েছি। তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব বাংলাদেশ সফরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও তরুণদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সবাই জাতিসংঘের মহাসচিবকে 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন।

আপনারা জানেন, পতিত স্বৈরাচারের নিপীড়নের বর্ণনা উঠে এসেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের রিপোর্টে। গত জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ওপর শেখ হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লীগ যে দমন-নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তারা।

এই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, শেখ হাসিনা নিজেই নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন

বিক্ষোভকারীদের হত্যা করতে। বিগত সরকার, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের সহযোগী গোষ্ঠী ও সংগঠন একত্রিত হয়ে পরিকল্পিতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল। মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ শিশু। বিক্ষোভের সম্মুখসারিতে থাকার কারণে, আমাদের জুলাই-কন্যারা নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

জাতিসংঘের রিপোর্ট পড়ে সবার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কী ভয়াবহতা! কীভাবে একজন প্রধানমন্ত্রী নিজ দেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার পর লাশ লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে পারে! ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল নিষ্ঠুরতা ছাড়িয়ে গেছেন– এটাই জাতিসংঘের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার কার্যালয়ের এই রিপোর্টকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। প্রতিবেদনে যে সুপারিশ করা হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার সে সুপারিশগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে।

আপনাদেরকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, যারা গণহত্যায় জড়িত ছিল, যারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে, যারা ইতোমধ্যে হত্যাকারী হিসেবে বিশ্বের কাছে স্বীকৃত তাদের বিচার এদেশের মাটিতে হবেই।

**প্রিয় দেশবাসী,**

আপনারা জানেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজবের যেন এক মহোৎসব চলছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য একের পর এক মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। অভিনব সব প্রক্রিয়ায় গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এক ছবির সঙ্গে অন্য ছবি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘটনা একটা ছবি আরেকটা এরকম ফটোকার্ড বানিয়ে, অন্য দেশের ঘটনাকে এ দেশের ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় করে ফেলছে। যতই নির্বাচন কাছে আসবে এর রূপ আরও ভয়ংকর হতে থাকবে। কারা এর পেছনে আছে, কেন আছে তা আপনাদের সবারই জানা আছে।

আমরা এই গুজব ও মিথ্যা তথ্যের প্রচারণা রোধ করতে জাতিসংঘের সহযোগিতা চেয়েছি। জাতিসংঘ মহাসচিব এর মোকাবিলায় আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

দেশবাসীকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পর্বের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় আছি। 'গুজব' হলো এই জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির মস্ত বড়ো হাতিয়ার। গুজব দেখলেই গুজবের সূত্রের সন্ধান করতে থাকবেন। গুজবকে অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমর বিশারদ এই গুজবের পেছনে দিনরাত কাজ করছে, সীমাহীন অর্থ এর পেছনে নিয়োজিত আছে। এর মূল লক্ষ্য জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা তাকে ব্যর্থ হতে দিবো না।

আমাদের সামগ্রিক ঐক্য পলাতক শক্তির গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তারা এই ঐক্য ভাঙতে চায়। তাদের অভিনব কৌশল আপনি টেরই পাবেন না। আপনি বুঝতেই পারছেন না কখন তাদের খেলায় আপনি পুতুল হয়ে গেছেন।

আমাদের সচেতনতা এবং সামগ্রিক ঐক্য দিয়েই এই গুজবকে রুখতে হবে। পলাতক অপশক্তির ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

**প্রিয় দেশবাসী,**

আপনারা জানেন ইতোমধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন তাদের কাজ শুরু করেছে। ৬টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ ৩৮টি রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো খুবই ইতিবাচকভাবে সংস্কারকাজে সাড়া দিয়েছে, তাদের মতামত তুলে ধরছেন। কোন রাজনৈতিক দল কোন কোন সংস্কার প্রস্তাবে একমত হয়েছে, কোনটিতে দ্বিমত হয়েছে– সেসব তারা জানাচ্ছেন। এটা আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত সুখকর বিষয় যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দল সংস্কারের পক্ষে মত দিচ্ছেন।

ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়ার কাজ এখন চলমান আছে। কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে যে সকল বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হবে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা। যে সকল দল এতে একমত হয়েছে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া। এই তালিকাটিই হবে জুলাই চার্টার বা জুলাই সনদ।

আমাদের দায়িত্ব, জাতির সামনে পুরো প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা এবং প্রক্রিয়া শেষে নির্বাচনের আয়োজন করা।

নির্বাচনের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এ বছর ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে।

আমরা চাই, আগামী নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচাইতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। এজন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনায় নির্বাচনের জন্য তৈরি হতে শুরু করবে বলে আশা করছি।

**প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,**

আমাদের দেশের নারীরা দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে বহু বছর ধরে অনেক বাধা পেরিয়ে একটু একটু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও এ দেশের নারীরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যত আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে তার মধ্যে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল

সবচাইতে বেশি। গণ-অভ্যুত্থানে নারীরা দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছে। পুরোনোকে দূরে ঠেলে দিয়ে নতুনের ভিত্তি স্থাপনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। তারা ব্যাপক সংস্কারের কথা বলেছে। সর্বত্র নারীদের ভূমিকা আরও জোরালো করার কথা বলেছে।

আমি মনে করি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বদলে দিয়েছে। জুলাইয়ের পর নারীদের অবস্থান ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন হবে সেটাই আমরা চাই। আমরা বাংলাদেশ নিয়ে নতুন করে ভাবতে চাই। আর এই নতুন ভাবনায় নারীদের অবস্থান উচ্চতম পর্যায়ে অগ্রাধিকার পাক সেটাই আমরা চাই।

পরিবারের সকল সদস্য, পাড়া-প্রতিবেশী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল– আপনারা আপনাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর মধ্যে যেন কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করুন। আসুন, নতুন বাংলাদেশে সবাই মিলে শিশুদের জন্য সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশে বিরাজমান বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বৈষম্য নিরসনে আমাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা, নারীকে খাটো করে রাখার প্রবৃত্তি যারা ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি সকল প্রকার বাধা ভেঙে দেওয়ার মহাশক্তি আমাদেরকে দিয়েছে। সে বাধা যত শক্তই হোক, যত উঁচুই হোক। সকল দূরত্ব ঘোচানোর জন্য প্রযুক্তিকে অবশ্যই যেন আমরা ব্যবহার করতে আরম্ভ করি।

নারীদের সুরক্ষায় পুলিশ হটলাইন নম্বর চালু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে শর্ট-কোড চালু করা হচ্ছে। কল-টেকার হিসেবে শতভাগ নারী কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে; যেন নির্দ্বিধায় কথা বলা যায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন হয়েছে। এসব মামলার তদন্ত ও বিচারের সময় কমিয়ে আনা হয়েছে, বিচার বিলম্বে বাধা দূর করা হচ্ছে। ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ডিএনএ ল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। খুব দ্রুতই বিশেষ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নতুন অনেক বিচারক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ভিকটিম শিশুরা যাতে দ্রুত বিচার পায় সেজন্য আলাদাভাবে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের বিধান রাখা হচ্ছে।

দেশের সবার মতো আমিও অত্যন্ত আনন্দিত যে এবার নারী ফুটবল টিম দক্ষিণ এশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশজুড়ে আয়োজিত 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'-এ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার মেয়েরা প্রায় তিন হাজার খেলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছে। উৎসবে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চল, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ২১টি নৃগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীসহ সকলের সার্বজনীন অংশগ্রহণ ছিল।

এ উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তরুণদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, সহযোগিতার নীতি প্রচার এবং তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা যাতে করে তারা আত্মনির্ভর হতে পারে, দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমরা তারুণ্যের এই উৎসব সারা বছর জুড়ে উদ্‌যাপন করার ঘোষণা দিয়েছি। এ উৎসবে আমরা গ্রাম-উপজেলা-শহর-বন্দর সকল এলাকার আবালবৃদ্ধবণিতাকে এবং স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সবাইকে নানা প্রকারের সৃজনশীল কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রতিটি এলাকায় এই উৎসবে যোগদান করতে মেয়েদের যেন বিশেষভাবে উৎসাহিত করা যায় সেজন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। কোথায় এটা কীভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে সে ব্যাপারে জানার জন্য আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করলাম। বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের সেরা গ্রাম, সেরা উপজেলা, সেরা শহর, সেরা প্রতিষ্ঠান, সেরা ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব।

নারী অধিকারের পাশাপাশি একইরকম গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখতে হবে সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার। সমতল ও পাহাড়ের জাতিগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার। কারো কোনো নাগরিক অধিকারকে অবহেলা করলেই এ জাতির জন্য মহাসংকট সৃষ্টি করবে। নাগরিক হিসেবে আমরা কেউ যেন অন্য নাগরিকের অধিকার হরণের দায়ে অভিযুক্ত হতে না পারি সে ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে। তাহলেই সত্যিকার নতুন বাংলাদেশ জন্মলাভ করবে।

সবাইকে আবারও আমার সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আসসালামু আলাইকুম।

সবাইকে আবারও স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পবিত্র মাহে রমজানে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি আমাদের ওপর বর্ষিত হোক। এবারের শবে কদরের পবিত্র রজনীতে মহান আল্লাহ যেন তাঁর সকল বান্দার মোনাজাত কবুল করেন তা প্রার্থনা করছি।

একইসঙ্গে পবিত্র ঈদে সকলকে জানাই ঈদ মোবারক। ঈদে পরিবার পরিজন নিয়ে নির্বিঘ্নে ও আনন্দ সহকারে নিজ নিজ বাড়ি যাবেন। আত্মীয়স্বজনের কবর জিয়ারত করবেন। গরিব পরিবারের খোঁজ-খবর নিবেন, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন, আপনার সন্তানদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন– এই কামনা করছি। ঈদের জামাতে দলমত নির্বিশেষে সবাই যেন পরাজিত শক্তির সকল প্ররোচনা সত্ত্বেও সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকেন সেজন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করবেন এই আহ্বান জানাচ্ছি।

সকলের জীবন সার্থক হোক, আনন্দময় হোক।
মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।
আল্লাহ হাফেজ।

*প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে স্মারক সিল, ডাকটিকিট ও খাম উদ্বোধন করেন– পিআইডি*

# 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্বোধনী খামে প্রধান উপদেষ্টার স্বাক্ষর

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– স্লোগানকে সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'-এর উদ্বোধনী খামে স্বাক্ষর করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে তারুণ্যের উৎসবের কর্মসূচি শুরু হয়। এ কর্মসূচি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত চলমান থাকে।

তারুণ্যের উৎসব বিপিএল ২০২৫-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে খেলাধুলার প্রসারে কাজ করবে বলে জানানো হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা তরুণদের জন্য স্থানীয় ক্রীড়া টুর্নামেন্ট এবং কমিউনিটি ক্রিকেট ক্লিনিক, যা তাদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন ফ্যান জোনে ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টলও ছিল। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক রান্নার পরিচিতি ও স্থানীয় ব্যবসার প্রচার-প্রচারণা হয়, যা দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। এছাড়া ফ্যান জোনগুলোতে দেশি শিল্পীদের সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের জন্য শিল্প প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। যার কারণে এটি অনেক শিল্পীকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক শিল্পের উদ্‌যাপন করা হয়।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে বক্তৃতা করেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম– পিআইডি*

# তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারলেই আসবে সাফল্য: নাহিদ ইসলাম

সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে যারা ধারণ করতে পারবে, তারাই সফলতা লাভ করবে। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। সভা সঞ্চালনা করেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব নিগার সুলতানা।

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম– পিআইডি*

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে সভাপতির বক্তৃতা করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা– পিআইডি*

উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে তরুণদের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যেই তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। তাদের উজ্জীবিত করতে এবং ট্রমা থেকে বের করে আনাও এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তবে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না। কারণ এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আন্দোলন সফল হয়েছে। তাই আরও এমন অনেক উৎসবের আয়োজন করতে হবে।

তিনি বলেন, তরুণরা পরিবর্তনের জন্য লড়াই করেছে, দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। কারণ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ধ্বংস করেছে, মানুষের স্বাধীনতা ধ্বংস করেছে।

উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, দেশের পরিবর্তন ও সংস্কার যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, তরুণরা তত দ্রুত ট্রমা কাটিয়ে উজ্জীবিত হবে। দেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। এই অভ্যুত্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছে। অভ্যুত্থানকে দেশের জন্য ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই দেশ উপকৃত হবে।

তিনি বলেন, দেশের তরুণরা দীর্ঘদিন নানা ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ব্যর্থতার জন্য ছাত্র, তরুণ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে। গঠনমূলক কাজে তরুণদের শক্তি ব্যবহার করতে হবে। আগামী দু'দশক তরুণরা দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে।

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যানের অংশ হিসেবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম– পিআইডি*

উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে পক্ষের দোষ থাকে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে দেশে পেশিশক্তি নির্ভর রাজনীতির অবসান ঘটানো যায়। তাহলেই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে আমরা তুলে ধরতে পারব।

গত ১৬ বছর দেশের নানা অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের দোসররা নানা স্থানে থেকেই যাচ্ছে। কারণ ফ্যাসিবাদের পেছনে অনেক শক্তি রয়েছে। পুলিশ আন্দোলন দমন করেছে বলে তারা দৃশ্যমান হয়েছে। তেমনি আন্দোলনে সামনে থেকে তরুণরা নেতৃত্ব দিয়েছে, তাই তাদের দেখা গেছে। কিন্তু তরুণদের গণ-অভ্যুত্থান সফলের পেছনেও শক্তি রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে চালানো হত্যাকাণ্ডের বিচার চলছে। যারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিচার এই বছরের মধ্যেই দৃশ্যমান হবে।

যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, দেশে যখন অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতন, সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তখন তরুণরা মাঠে নেমে এসেছে। প্রতিবাদ করেছে, ফ্যাসিবাদী শক্তির পতন ঘটিয়েছে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে সেটাই দেখা গেছে। তিনি আরও বলেন, তরুণদের ও শহিদ পরিবারের সদস্য এবং আহতদের ট্রমা থেকে বের করে আনতে এবং উজ্জীবিত করে তরুণদের ইতিবাচক ধারায় রাখতেই তারুণ্যের উৎসবের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ফ্যাসিবাদী সরকারের অধীনে ছিলাম। এ সময় মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, কেউ স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারত না। আমাদের সন্তানরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির পতন ঘটিয়েছে এবং বাক্‌স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছে ও সকল অন্যায় অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছে।

পরে আলোকচিত্র ও ড্রোন ভিডিওয়ের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। আলোকচিত্রে পেশাদার এবং অপেশাদার দুই ক্যাটাগরিতে তিন জন করে মোট ৬ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পেশাদার ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেন মো. আহসান উল্লাহ রিফাত, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মোহাম্মদ তাসাওয়ার ইসলাম এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন মামুনুর রশিদ। অপেশাদার ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন যথাক্রমে রায়হান আহমেদ, শাহরিয়ার আমিন ফাহিম ও এস এম আরিফুল আমিন।

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম– পিআইডি*

ড্রোন ভিডিওতে প্রথম স্থান লাভ করেন এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মোহাম্মদ রকিবুল হাসান এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন আল মাহমুদ বিন সামসুদ্দিন।

প্রথম স্থান বিজয়ীকে ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বিজয়ী সকলকে একইসঙ্গে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শহিদ এবং আহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর ড্রোন ভিডিও চিত্র ও শ্রাবণ বিদ্রোহ ডকুমেন্টারি চিত্র প্রদর্শন এবং প্রতিবাদী সংগীত পরিবেশন করা হয়।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

*যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন– পিআইডি*

# তরুণদের মেধা-মনন এবং সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে দেশ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে: মো. আসিফ মাহমুদ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, তরুণদের মেধা-মনন এবং সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে দেশ গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সারাদেশে প্রায় দুই মাসব্যাপী তারুণ্যের উৎসব পালিত হয়েছে যার আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ দিন। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে প্রায় ১৪০০০-এর অধিক ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে সারাদেশে প্রতিটি বিভাগ, জেলা-উপজেলার স্কুল, কলেজগুলোতে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

*যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছবির প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন– পিআইডি*

উপদেষ্টা বলেন, তারুণ্যের উৎসব মূলত তরুণদের শক্তির ইতিবাচক ও সৃজনশীল প্রদর্শনী। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি দেশের জন্য তরুণরা নির্দ্বিধায় জীবন দিতে পারে। তারুণ্যের উৎসবের মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি তরুণরা দেশ পুনর্গঠনে তাদের সৃজনশীলতা, মেধা ও যোগ্যতার মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে চায় উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংস্কার কার্যগুলোতে যদি তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে তাহলে বাংলাদেশ দীর্ঘসময় এর সুফল ভোগ করবে।

*[তথ্যসূত্র: পিআইডি]*

*তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পিআইবিতে 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম— পিআইডি*

# জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণেরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জায়গা করে নিয়েছে: মো. মাহফুজ আলম

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণেরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জায়গা করে নিয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে (পিআইবি) অনুষ্ঠিত তারুণ্যের উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম এ কথা বলেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা আখ্যা দিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তরুণ সমাজ ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারকে হটিয়ে দিয়েছে। এটি একটি বৈশ্বিক ঘটনা।

তারুণ্যের উৎসব প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা উদ্দীপ্ত হবে। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ, রাগ ও শোককে ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত করতে হবে। তরুণদের ইতিবাচক শক্তিকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।

বিগত সরকারের সমালোচনা করে মাহফুজ আলম বলেন, এক দল, এক দেশ ও এক নেতা, এই নীতিতে শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা করেছেন। তিনি প্রশাসনকে নিজের দলের অধীন করেছেন। শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের টাকা খরচ করে প্রশাসন, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে আদর্শিক গুণ্ডা লালনপালন করেছেন। এই আদর্শিক গুণ্ডারা বাংলাদেশের হাজারো মানুষকে গুম, খুন ও নির্যাতন করেছে। শেখ হাসিনার শাসনকে ফ্যাসিবাদী শাসন উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, শেখ হাসিনা শুধু প্রশাসনযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেননি, তিনি বাংলাদেশের জনগণকেও দূষিত করেছেন। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী চেতনার দূষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করতে হবে। এ জন্য নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল তরুণেরা। তাদের আবার জাগিয়ে তোলাই হলো তারুণ্যের উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তারুণ্যের উৎসবে তরুণেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে তরুণ সমাজ নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে। উজ্জীবিত তরুণেরা নতুন করে বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেন, বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণেরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই তরুণ সমাজকে জেগে উঠানোর জন্য তারুণ্যের উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী তরুণ নির্মাতাদের ধারণকৃত ও নির্মাণকৃত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তথ্য সচিব সম্ভাবনাময় তরুণদের উদ্দীপ্ত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শহিদ শাকিলের মা বিবি আয়েশা তার ছেলে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করেন। ছেলে হত্যার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আলোচনা পর্ব শেষে উপদেষ্টা 'চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এরপর অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী শেষে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম পিআইবি চত্বরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার স্টল পরিদর্শন করেন।

*[তথ্যসূত্র: পিআইডি]*

# তারুণ্যের উৎসব ২০২৫: দেশ আর পৃথিবী বদলের আহ্বান

**মো. আবুবকর সিদ্দীক**

সৃষ্টির আদি থেকেই নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে পৃথিবী। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই পৃথিবী আজকের রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্বাপদসংকুল পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। মন্থর পৃথিবী বেগবান হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা গতিশীল হয়েছে। মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে মানুষের বেঁচে থাকা, বিকাশ ও সুরক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সম্পদ অন্বেষণ, আহরণ ও সৃজনের মাধ্যমে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি এসেছে, ভূমণ্ডল চাকচিক্যময় হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির পরিবর্তন বা উদ্ভাবন সারা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। পৃথিবী আজ গ্লোবাল ভিলেজের যে নতুন অভিধা পেয়েছে সেটা মূলত সামগ্রিক পরিবর্তনেরই এক মাইলফলক।

কোনো পরিবর্তনই চূড়ান্ত কিংবা স্থিতিশীল নয়। এটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি পরিবর্তন নতুন আরেকটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের দ্বার উন্মোচন করে। নতুন আঙ্গিকে আরেকটি পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সূত্রপাত ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, একটি পরিবর্তন আরেকটি পরিবর্তনের প্রসূতি। পরিবর্তনের মাধ্যমেই সবকিছু উত্তরোত্তর পরিশীলিত ও শানিত হয়ে থাকে, উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পণ্য ও সেবার গুণগত মান উন্নত হয়, সেবা প্রক্রিয়া সহজতর হয়। মানুষের সময় ও অর্থ সাশ্রয়ী হয় এবং ভ্রমণের ঝঞ্ঝাট কমে যায়।

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে ক্রিয়াশীল রাখে। মানুষ নিজে বদলে যাওয়া কিংবা কোনো কিছু বদলে দেওয়ার মানসেই নিরন্তর ছুটে চলে, প্রাণান্ত চেষ্টা করে। পরিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে উপস্থাপন করতে চায়, পৃথিবীতে পদচিহ্ন রেখে যেতে চায়। মানুষ স্বপ্ন আঁকে, অন্যকেও স্বপ্ন দেখায়। এই স্বপ্ন আঁকা কিংবা স্বপ্ন দেখানোর নেপথ্যে মূলত পরিবর্তনের আকুতিই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আবহমানকাল থেকে পৃথিবী তাদেরকেই স্মরণে রেখেছে যারা পৃথিবীতে কোনো না কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে মানুষের কল্যাণে যারা ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছেন তারাই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। আগামীতেও পৃথিবী তাদেরকেই স্মরণে রাখবে যারা ইতিবাচক পরিবর্তন সারথি হবে।

পৃথিবীর ইতিহাস মূলত পরিবর্তনেরই স্মৃতিকথা। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৈষম্যমুক্ত, ন্যায়ানুগ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বিনির্মাণের জনআকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছে। এ জনআকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রয়োজন ঐক্য। জাতির যে-কোনো বৃহত্তর স্বার্থে সকলে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত জাতীয় কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তবে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে সর্বজনীন স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্যের সার্বজনীনতা ব্যতিরেকে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেবল সমানুপাতিক প্রাপ্তি কিংবা সমানুভূতির প্রত্যাশাই সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধতে পারে। ঐক্যের ক্ষেত্রে সকলকে সমান গুরুত্ব দেওয়া বা সমানভাবে মূল্যায়ন করাটাও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অধিকন্তু পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বোঝাপড়া না থাকলে ঐক্য গড়ে ওঠে না।

ঐক্য তৈরিতে নেতৃত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সুযোগ্য, সুদক্ষ ও ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব ব্যতিরেকে একটি জাতিকে কোনো ইস্যুতে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। নানা সদগুণের সমাহারে নেতৃত্ব হবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নেতা হবে সৎ, প্রত্যয়ী, দূরদর্শী ও দৃঢ়চেতা। সন্দেহাতীত দেশপ্রেম ও মানবিক গুণাবলিতে নেতা হবে অনন্য। তার মধ্যে থাকবে বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও পরমতসহিষ্ণুতা। সকল মত ও পথের মানুষের প্রতি নেতা হবে উদার। কথা ও কাজের সম্মিলনে তাকে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে নেতা থাকবে অটুট ও অবিচল। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতাকে হতে হবে কুশলী। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেতা হবে আপোশহীন। নেতার থাকবে সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য চয়ন, ভাবগাম্ভীর্যতা, মোহনীয় আচরণ এবং আন্তরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নেতা হবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। একজন নেতা ব্যক্তিগতভাবে হবে নির্মোহ, নির্লোভ ও নিরহংকারী। অদম্য সাহস, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সুকঠিন মনোবলের মাধ্যমে লক্ষ্যভেদে নেতা হবে সুনিপুণ।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ২০২৫-কে উপলক্ষ করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়ে তারুণ্যের উৎসব

*বিসিবি'র সভাপতি ফারুক আহমেদ ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকায় মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএল ২০২৫-এর উদ্বোধন করেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী উপস্থিত ছিলেন— পিআইডি*

আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবের স্লোগান হলো– 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'। বিপিএল উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তারুণ্যের এই উৎসবের অন্যতম অভিলক্ষ্য হলো দেশ ও জাতির ইতিবাচক পরিবর্তন।

কোনো দেশ বা জাতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমী, সৎ ও আদর্শবান নাগরিক। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ছাড়া এরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জীবনদক্ষতা নির্ভর, কর্মমুখী, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমেই এ ধরনের নাগরিক গড়ে উঠে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এ সমস্ত বিষয়গুলো বরাবরই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। একটি দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের চেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাইভেট পড়াতেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাহলে সেই দেশে সৎ ও আদর্শবান নাগরিক গড়ে ওঠার পথ রুদ্ধ হতে বাধ্য। এরূপে লব্ধ জ্ঞানে কোনো ব্যক্তি সরকারি-বেসরকারি কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পেলে তিনিও বিকল্প পথে রোজগারটা বাড়াতে প্রবৃত্ত হবেন। একটি পরিশীলিত, শুদ্ধ ও জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া জাতির পরিত্রাণ সম্ভব নয় ।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের সামগ্রিক অধঃপতনের মূলে দুর্নীতি। দুর্নীতি গ্রাস করেছে আমাদের সকল মানদণ্ড ও মূল্যবোধকে। আমরা বিসর্জন দিয়েছি আমাদের সততা, বিবেক, ইনসাফ, ব্যক্তিত্ব—সবকিছু। এই অবস্থান থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে যদিও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে— এরূপ প্রশ্ন অবান্তর নয়। তারপরও আশাহত হলে চলবে না। সমস্যা যত প্রকটই হোক, সকল সমস্যাই সমাধানযোগ্য। আর দুর্নীতির ক্ষেত্রে আপনি বিদ্রোহী হলেই দুর্নীতি পিছু হটতে বাধ্য। প্রতিটি মানুষই একেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। আমি আমার দায়িত্ব নিই আর আপনি শুধু আপনার দায়িত্বটুকু নেন। কেবল এটুকু করলেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া আমাদের সমাজের অন্যান্য সামাজিক সমস্যা নিরসনেও আমরা একই পথে সমাধান খুঁজতে পারি।

সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ। দেশ ও জাতির স্বার্থকে সর্বদা সমুন্নত রাখতে হবে। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ও লোভ-লালসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ ও জাতির হিতৈষণা নিশ্চিত করতে হবে। প্রশ্ন যখন ব্যক্তি অথবা দেশের স্বার্থ তখন দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে। প্রশ্ন যখন দল অথবা জাতির স্বার্থ তখন জাতির স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশ ও জাতির স্বার্থে সবসময় আপোশহীন থাকতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব, পতাকা কিংবা সংবিধানের মর্যাদার প্রশ্নে কোনোরূপ আপোশকামিতা গ্রহণযোগ্য নয়।

যে-কোনো অভিলক্ষ্য পূরণে দলগত স্পৃহা অন্যতম হাতিয়ার। একটি দলের প্রত্যেকটি সদস্য যখন তার দায়িত্বটুকু সফলভাবে পালন করতে পারে, তখন সেই দলের বিজয় সুনিশ্চিত। একক সত্তা হিসেবে আমি-আপনি দুর্বল হলেও সমষ্টিগতভাবে আমরা শক্তিশালী, আমরা অপ্রতিরোধ্য। জাতি হিসেবে আমাদের বীরত্বগাথার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা একাট্টা হলেই যে-কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি। প্রয়োজন শুধু দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তারুণ্যের উৎসব হোক জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি সফল প্রয়াস। এ উৎসবের স্লোগানে উদ্বেলিত হোক বাংলার তরুণ, যুবা, আবালবৃদ্ধবনিতা। এই উৎসব হোক সৃজনশীলতা ও উদ্যমের সম্মিলনে টেকসই জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ার এক মাইলফলক।

---

*মো. আবুবকর সিদ্দীক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পিআইডি ফিচার*

# তরুণের সাধনা

## কাজী নজরুল ইসলাম

[১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে কবি নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।]

**আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!**

আপনারা কী ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তি-মজ্জা-প্রাণস্বরূপ তরুণদের যাত্রাপথের দিশারি হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনোদিন ছিল না, আজো নাই। আমি দেশকর্মী—দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোনো স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ-স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়তো আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব। তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গলচিন্তা কোনোদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনোদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন—ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাঁহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির-ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে, যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজো আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়তো তাহার শক্তির সম্বন্ধে আজো লা-ওয়াকিফ।

আমি বক্তাও নহি। আমি কম-বক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী-বখতিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুত বেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের-কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ঝর্নাধারার মতো। ছন্দের দু-কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সংগীতগুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা-ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের-তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে-যৌবনকে-আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবনসূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়-আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জ আসিয়া সর্বপ্রথম অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা-বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশানবরদার মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন

শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাংলার শিরাজ, বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহারা অনল-প্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, 'অনল প্রবাহের' সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্যকাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি-ফিঙে বায়স বাজপাখির ভয়ে ভিরু পাখির মতো কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়-এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি-ওর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা: 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশি হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহসুধা-সিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মতো দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানসনেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিবিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাংলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশপ্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্জ করিতে আসিয়া কাবা-শরিফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ মোবারক হয়তো আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়তো আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা, তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতিনিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাক্‌হীন শ্রদ্ধা-প্রীতি-সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যা না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

**বার্ধক্য ও যৌবন**

আমি সর্বপ্রথমে বলতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয়-বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না; পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল-সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোকপিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার—বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি—যাঁহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য,

অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াত-লেলিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে—যাহারা বৈমানিক-রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক-রূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবনগতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়নমণি নিভিয়া যায়—যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি—শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রুগীর শয্যাপার্শ্বে যখন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া, ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশার বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের-তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা-মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি: ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোকে সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

### গোঁড়ামি ও কুসংস্কার

আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যেসব মওলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষতদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন-বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অস্ত্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মওলানা মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু

কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের, জাতির ধর্মের কী অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মতো জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 'মনে মনে শাহ ফরিদ, বগল-মে ইট।' ইহাদের নীতি 'মুর্দা দোজখ-মে যায় য়্যা বেহেশত-মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সে কাম।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'—নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই শত গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে তো সে তরুণ! ইহাদের হাতের 'আশা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া

তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া-যুদ্ধ—ভাইয়ের সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই—সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহারা বলেন, 'দিন তো চলিয়া যাইতেছে, পথ তো চলিতেছি', তাহাদের বলি ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই এবং কুফরি ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

*ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হন রংপুরের তরুণ শিক্ষার্থী আবু সাইদ, ১৬ই জুলাই ২০২৪*

**অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা**

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামি সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না—সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে—নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের—তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধারসাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখিকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোনো জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ

আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মতো হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে এক তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার; এইসব লঙ্ঘন করিয়া, অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের—তাহারা তরুণ।

**সঙ্ঘ-একনিষ্ঠতা**

ইহাদের জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা, বাংলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি—কী অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের ঊর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে-কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহুবন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীরসন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজো আমরা দিনের আলোতে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মতো প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্ঠি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুণ ধরিতে দেয় নাই।... আমাদের মতো ইহাদের স্কন্ধে চাকুরির দৈত্য সিন্দাবাদের মতো চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন—যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই তো মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতি আজো টিকিয়া আছে। দীপশলাকার মতো ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণপ্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টে'র মতো আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মতো হা করিয়া চাহিয়া আছি। বিএ, এমএ, পাস করিয়া কিছু যদি না হই—অন্তত সাবরেজিস্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি—তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহিদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

কোথায় আছে সেই শহিদদের দল? বাহির হইয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সঙ্ঘের—তরুণ সঙ্ঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে—এ সাধনা তাহারই, এ শহিদি দরজা শুধু তাহারই।

*ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বিপ্লবীদের পানি সরবরাহ করতে গিয়ে শহিদ হন তরুণ শিক্ষার্থী ও ফ্রিল্যান্সার মীর মুগ্ধ, ১৮ই জুলাই ২০২৪*

## সংগীত শিল্প

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কালবৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্র করুক; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী, যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্পপাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে; উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপনকুমারীকে—রূপকুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে—আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নবপ্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদকারি আর যাহারা করে করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজো যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী—কী কণ্ঠসংগীতে, কী যন্ত্রসংগীতে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলবি মওলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলবি সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াও জানি। সংগীতশিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সংগীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কী আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কী, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে ততো সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়—শ্রেষ্ঠ।

## হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডী বা প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ধর্মে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব, মহত্ত্ব। নদী পর্বতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপাশেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমির করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর-অভিযানে যাইবে না? যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল, ডোবা কিম্বা খুব জোর ঝর্না। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়েরা কলহ করে করুক, আমরা যেন এই কুৎসিত কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে-ফসলে, এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট হিন্দু-মুসলমানে যে কদর্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সভ্যজগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র।

যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয় কাউন্সিল-এসেমব্লি প্রভৃতির বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্য মূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি সকাবাব কারণ—সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদের আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়াছেন—যিনি স হ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গলচিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা মৌলবি পণ্ডিত পুরুত যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য

ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানের তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে—তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়—এই কুৎসিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু ঊর্ধ্বে, আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতা-মুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মূল নীতি সহনশীলতা, passive resistance, ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত-সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদার্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান—হোক সে যে-কোনো জাতি, যে-কোনো ধর্ম, যে-কোনো সম্প্রদায়ের—দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।

**শেষ কথা**

আমার অভিভাষণ হয়তো অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা—আমরা যৌবনের পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব-নবীনের মিশানবরদার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মতো আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙিয়া পড়িবেই। দুর্যোগরাতের নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি! সকল বাধা-নিষেধের শিখরদেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সংকীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি আমরা অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

---

*তথ্যসূত্র: কাজী নজরুল ইসালাম, তরুণের সাধনা, নজরুল সমগ্র (অভিভাষণ ও পত্রাবলি) ষোড়শ খণ্ড, সম্পাদনা, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসালাম, প্রকাশক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল, আষাঢ় ১৪২৫/জুন ২০১৮, পৃ. ৬-১৭*

# তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকার, এগিয়ে যাবার অলংকার

**মাহবুবুর রহমান তুহিন**

'পেছনে পুলিশ, সামনে স্বাধীনতা'। জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের অগ্নিকন্যা সানজিদা চৌধুরীর এ প্রদীপ্ত উচ্চারণ ছিল আন্দোলনের শক্তি-সাহস ও প্রেরণা জোগানো এক স্ফুলিঙ্গ। এ উচ্চারণের দ্যুতি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়েছিল ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতিটি জনপদে। এরকম অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের ছড়ানো দাবানল স্বৈরাচারী শাসন উৎখাতের জীবন্ত ও জলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। পুলিশের নির্মম নির্যাতন, সন্ত্রাসীদের উদ্ধত মারণাস্ত্রগুলো যখন উদ্ধত হয়ে আছে, সেই মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়েও আমাদের ছাত্ররা দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠেছে, 'আমরা তো লড়ছি সমতার মন্ত্রে, থামবো না কিছুতেই শত ষড়যন্ত্রে'। ফ্যাসিবাদী আর কোনো শক্তি যাতে এই মাটি রক্তাক্ত করতে না পারে, সে ব্যাপারেও তারা সজাগ। এরা অদম্য। অকুতোভয়। দুর্বার। দুর্দান্ত। এ জন্যই এরা বলতে পেরেছে– 'বুক পেতেছি গুলি কর, বুকের ভেতর দারুণ ঝড়'।

প্রশ্ন জাগে মনে, দীর্ঘদিন জাতির স্কন্ধে চেপে বসা স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিমূল উপড়ে ফেলার শক্তি কোথায় পেলো ছাত্র-জনতা? এর উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে। এই গাঙ্গেয় অববাহিকার উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ এ বদ্বীপ কখনও পরাভব মানে না। ইতিহাস আমাদের তাই সাক্ষ্য দেয়। এ প্রসঙ্গে কবির ভাষায় আমারও বলতে ইচ্ছে করে–

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের–
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি– এই হ'লো ইতিহাস।

এই তাড়নার যাতনা ও প্রেরণাই সৃষ্টি করেছে ২০২৪-এর বিপ্লব। জীবনের জন্য জীবন বিনিময় করেছে আমাদের সন্তানেরা, তারা উচ্চারণ করেছে– 'জীবন যেখানে দ্রোহের প্রতিশব্দ, মৃত্যুই শেষ কথা নয়'। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা জীবনকে ভালোবেসে প্রিয় স্বদেশের জন্য মৃত্যুকে বরণ করার পথিকৃৎ আমাদের ছাত্রসমাজ। পূর্ব বাংলার কৃষিভিত্তিক একটি সমাজের মানস গঠন ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের অগ্রপথিক আমাদের এই ছাত্রসমাজ। তাই 'Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan'– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই উক্তির সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছিল যাঁরা তাঁরাই এদেশের ছাত্রসমাজ। যারা একটি শোষণমুক্ত সমাজ সৃষ্টির স্বপ্নে উদ্বেল থেকেছে, মারণাস্ত্রের মুখে নিজেকে দ্বিধাহীন সঁপে দিয়েছে। যারা অমানিশার আঁধার পেরিয়ে একটি নতুন প্রভাতের জন্য বুক পেতে দিয়েছে, যারা রক্তস্নাত এই

পলল ভূমিতে মুক্তির বীজ বপন করেছে, যারা শির উন্নত করেছে ঘোষণা করেছে, 'বাংলাদেশ তুমি আমার, আমি তোমাকেই ভালোবাসি'– তারাই এ দেশের ছাত্রসমাজ। জাতির সুস্থ বিবেকের প্রতিনিধি, শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে আনার হাতিয়ার ছাত্রসমাজ। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-এর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই জাতিকে তাড়িত, চালিত, উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আপোশহীন সংগ্রামের দিশা দেখিয়েছে। সাফল্যের মন্ত্র শিখিয়েছে। এ দেশের ছাত্রসমাজের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের ধারাকে আর একবার ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোয় আনার দুর্বার শপথে ২০২৪-এ এসে আবারও জাতির স্কন্ধে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা স্বৈরাচারের শোষণের শেকড়কে সমূলে উৎপাটনের মাধ্যমে জাতিকে পরম কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ এনে দেওয়া বীরসেনানী আমাদের ছাত্রসমাজ।

স্কুলে যাবার পথে ছিল পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস আমরা যাকে ওয়াপদা বলে চিনতাম। আসা-যাওয়ার পথে সেই ওয়াপদার দেয়ালে লেখা ছিল:

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

দেখতে দেখতে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল ক'টি লাইন। আমরা তখন আঠারোর দিকে ধাবমান। উচ্ছ্বাস-উল্লাস, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরপুর আমাদের প্রাণ। এ লাইনগুলো আমাদের আরও প্রাণবন্ত, উড়ন্ত, ও জলন্ত করে তুলতো। তখন জানতাম না কে লিখেছে এত সুন্দর লাইনগুলো। পরে জেনেছি এটি বাংলা সাহিত্যের কিশোর কবি সুকান্তের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

আমরা নবম শ্রেণিতে কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ পড়েছি 'যৌবনের গান'। সেখানে তিনি তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকারে আগামীর পাথেয় আয়োজন করতে চেয়েছেন। এখনও এ প্রবন্ধ আমাদের আলোড়িত, আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করে, আমাদের ভাবায়, পোড়ায়, শিহরণ তোলে চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়। প্রবন্ধে নজরুল বলেছেন, 'তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।'

আমাদের জাতিসত্ত্বার জাগরণ ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি সোপানে তরুণরাই মন্ত্রণা জুগিয়েছে, ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় ভেঙে মুক্তির মিছিলে নিজেদের বিজয়কেতন ওড়াবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আমাদের তরুণরা স্বাধীনতার তাড়নায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হবার কিছুদিন পরই স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় আমরা নিমজ্জিত হয়েছি। বঞ্চনার আঘাতে জর্জরিত হয়েছি। এই অঞ্চলের তরুণরা যারা এক সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিল। তারা উচ্চারণ করেছিল– 'হাতমে বিড়ি, মুখমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। সেই মোহ ভেঙে যাবার পর আমাদের তরুণরাই স্লোগান দিয়েছে– 'জিন্নাহর পাকিস্তান আজিমপুরে গোরস্থান'।

যখন আমাদের মায়ের ভাষার ওপর আঘাত এলো। আমাদের ওপর ভিনদেশি ভাষা চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হলো। আমাদের তারুণ্য তখনই প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়েছে। বর্ণমালাগুলো আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় আর অন্যায্য আচরণে মর্মাহত হয়েছে; তারই প্রতিফলন ঘটে গানে আর কবিতায়–

অপমানে তব জ্বলে উঠেছিলে সে দিন বর্ণমালা
সেই থেকে শুরু দিন বদলের পালা।

কিন্তু আমাদের তরুণ-ছাত্র-জনতা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে, অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে তারা যখন স্বপ্নের সৈকতে এসে দু-দণ্ড শান্তির অন্বেষায় পা ফেলেছে, ঠিক তখনই তাকে আবার স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় মুষড়ে পড়তে হয়েছে। বেদনার মহাসাগরে নিমজ্জিত হতে হয়েছে। হিসাবের খাতার হিসাব মেলানো গেল না। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে যোজন যোজন ব্যবধান। তাই কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অভিমানের 'ইশতেহার' লেখেন–

যে-তরুণ উনসত্তরের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে
যে-তরুণ অস্ত্র হাতে স্বাধীনতাযুদ্ধে গিয়েছে
যে-তরুণের বিশ্বাস, স্বপ্ন, সাধ,
স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভেঙে খান খান হয়েছে,
অন্তরে রক্তাক্ত যে-তরুণ নিরুপায় দেখেছে নৈরাজ্য,
প্রতারণা আর নির্মমতাকে ।
দুর্ভিক্ষ আর দুঃশাসন যার নির্ভৃত বাসনাগুলো
দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করেছে
যে-যুবক দেখেছে এক অদৃশ্য হাতের খেলা
দেখেছে অদৃশ্য এক কালোহাত...

জুলাই ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দেড় দশক ধরে জেঁকে বসা ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, হাজারো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই অভ্যুত্থান কেবল একটি সরকার পতন করে আরেকটি সরকার বসানোর জন্যই ঘটেনি। জনগণ বরং রাষ্ট্রের আষ্টেপৃষ্ঠে জেঁকে বসা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বিলোপের মাধ্যমে একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষা থেকে এই অভ্যুত্থানে সাড়া দিয়েছিল, যেন জনগণের অধিকারভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই লক্ষ্য নিয়েই নতুন আঙ্গিকে, নতুন উদ্দীপনায়, নতুন বৈশিষ্ট্যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের নবতর শপথে উজ্জীবিত হবার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। অনেক হারিয়ে আমরা যা পেয়েছি তা আর হারাতে চাই না। আমাদের এবারের স্লোগান হোক– বাধার প্রাচীর সব ভাঙবোই/ মুক্তির সূর্যটা আনবোই।

জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান সব ব্যারিকেড ভেঙে, সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে, সম্মিলিত প্রয়াসে সুদৃঢ় ঐক্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সুখী-সমৃদ্ধ স্বদেশ প্রতিষ্ঠার নতুন যাত্রার সূচনা করেছে। একটি গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ যেখানে সকল প্রকার নির্যাতন, নিবর্তন, নিপীড়নকে আমরা নিষেধাজ্ঞা দেবো। প্রতিটি বৈষম্য ও বঞ্চনার চির অবসান ঘটাবো। সাম্য-মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের অনুপম নিদর্শন ঘটাবো। যেখানে সম্পদের সুষম বন্টন হবে, মানবিকতা আর মহানুভবতর চমৎকার মেলবন্ধন হবে। মানুষ হবে মানুষের জন্য। দেশপ্রেম হবে ঈমানের অঙ্গ। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একসূত্রে গাঁথা। এর যে-কোনো একটি বিনষ্ট হলে অন্যটিও অক্ষত থাকতে পারে না। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, সম্প্রীতিকে আমরা লালন, পালন ও ধারণ করব। 'যত মত তত পথ, শতফুল ফুটতে দাও'– এটিই হবে আমাদের আরাধ্য। তাই ভেঙে পড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় গড়ে তোলা ও তাদের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কাঠামো ধরে রাখাই হবে আমাদের আন্তরিক অগ্রাধিকার। এর মধ্য দিয়েই কেবল আমরা একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে সক্ষম হব।

আমরা এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ চাই যেখানে সমাজে ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বিভেদের বদলে ঐক্য, প্রতিশোধের বদলে ন্যায়বিচার এবং অন্ধ অনুকরণের বদলে মেধা ও যোগ্যতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান হবে না।

আমরা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই যেখানে কোনো কোলাহল থাকবে না। থাকবে সুশীতল শান্তির পরম ছায়া। এখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, সবাই এগিয়ে যাবে। বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বলবে, সাবাস বাংলাদেশ! সকল ধরনের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের শক্তিশালী সুরক্ষাই হবে আমাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। আমরা রাষ্ট্রে বিদ্যমান জাতিগত, সামাজিক, লিঙ্গীয়, ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই। আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সকল নাগরিককে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে শক্তিশালী সুরক্ষা প্রদান করবে। এখানে মুক্তি বুদ্ধি আর মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটবে। 'জোরের যুক্ত নয়, যুক্তির জোরে একটি মত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের প্রিয় স্বদেশ– বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর কোনো অংশকেই অবহেলা বা অবজ্ঞা করা হবে না। বরং রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে সমান গুরুত্ব প্রদান ও সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। কণ্ঠ রোধের কানুন ভেঙে কণ্ঠ ছেড়ে যাতে মানুষ তার বলার কথা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় বলতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে

হবে। আমাদের মনে-মননে-বোধে সবসময় থাকতে হবে প্রখ্যাত দার্শনিক ভল্টেয়ারের সেই বাণী– 'আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি, কিন্তু আমার সাথে আপনার দ্বিমত পোষণ করার অধিকার থেকে যে আপনাকে বঞ্চিত করবে তার বিরুদ্ধে আমি আমৃত্যু লড়ব'।

অর্থনীতিতে, আমরা কৃষি-সেবা-উৎপাদন খাতের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন একটি জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হব যেটি হবে স্বনির্ভর, আয়-বৈষম্যহীন ও প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল। আমাদের অর্থনীতিতে সম্পদ একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হবে না, বরং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে আমাদের অর্থনীতির মূলমন্ত্র। বিনিয়োগ-বাণিজ্য-শিল্পায়ন আর কর্মসংস্থান হবে আমাদের অগ্রগতির চালিকা শক্তি। শক্তিশালী অর্থনীতির বুনিয়াদ রচনার মাধ্যমে এই অঞ্চলের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করব এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতে জোর দিয়ে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি টেকসই, আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলব।

আমরা হুল নয় ফুল ফোটাতে চাই। আমরা আলো চাই। চাই আলো ঝলমল সুন্দর আগামী। যেখানে মানুষগুলো আকাশকে স্পর্শ করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চাই, জুলাই ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান কেবল একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই বিজয় নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণেরও শপথ। চলুন আমরা একসঙ্গে, হাতে হাত রেখে, এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তুলি যেখানে প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হবে, যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মানুষের অধিকারের সংগ্রামই হবে রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য। যেখানে সাম্য ও মানবিক মর্যাদা হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। এখানে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে না, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়বে না, বারুদের বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠবে না আমাদের বিদ্যাপীঠগুলো। এখনই সময়– নতুন স্বপ্ন দেখার, নতুন পথচলার এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে চাই। আমরা জানি, জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। তাই মুক্তির মিছিলের ক্যানভাসে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ আঁকতে চাইলে শিক্ষাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। শিক্ষা চেতনাকে শাণিত করে, বুদ্ধিকে প্রখর করে, বিবেককে জাগ্রত করে। শিক্ষা আত্মিক মুক্তি অন্তরের সৌন্দর্যের দুয়ার খুলে দেয়। সেই দুয়ার আমাদের পৃথিবীর পথে প্রান্তরে পরিভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। তাই আমাদের স্লোগান হোক– 'দিন বদলের বইছে হাওয়া, শিক্ষা আমার প্রথম চাওয়া'।

তরুণরাই আমাদের আলোকিত আগামী নির্মাণের পথিকৃৎ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তারুণ্যের মধ্যেই সর্বদা লুকায়িত সব বাধা-বিপত্তি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার উজ্জীবিত শক্তি। বৃদ্ধের প্রজ্ঞা, পরামর্শ আর তারুণ্যের শক্তি একটি জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হয়ে থাকে। তাই বলা হয়, 'তারুণ্যেই শক্তি, তারুণ্যেই মুক্তি'। পৃথিবীর পথে পথে মুক্তির রথে যারা মানুষকে ভ্রমণ করিয়েছে তারাই তরুণ। 'যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো আশা, মৌন মলিন মুখে জাগালো ভাষা' তারাই তরুণ। মুক্তির উদ্যম হাওয়া যত প্রান্তর বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির পেছনে অসামান্য অবদান রয়েছে তরুণদের। আর এই তারুণ্যের শক্তির আশ্রয়ে পৃথিবীকে বদলে দিতে চাই তরুণদের সঠিক পথে চালিত করার দিকনির্দেশনা। তরুণদের শুভ শক্তির দ্যুতি ছড়িয়ে মহৎ এক পৃথিবীর জন্ম ঘটাতে তরুণদের চালিত করতে হবে আলোর পথে, মুক্তির পথে।

---

*মাহবুবুর রহমান তুহিন: সিনিয়র তথ্য অফিসার, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, mrtuhin78@gmail.com*

## পঞ্চগড়ে তারুণ্যের উৎসবে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প

পঞ্চগড় জেলায় মাসব্যাপী তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ কর্মসূচি হিসেবে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে জানুয়ারি মঙ্গলবার সকালে শহরের স্টেডিয়ামে বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী এই চক্ষু ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়। এ সময় বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়সহ প্রাথমিক ওষুধপত্রও দেওয়া হয়। চক্ষু ক্যাম্পে চিকিৎসা সহায়তা দেয় দিনাজপুরের গাউসুল আযম বিএনএসবি আই হাসপাতাল। এতে আন্ধেরী হিলফি বন নামের একটি জার্মান ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মাসব্যাপী তারুণ্যের উৎসবের ২৫ ইভেন্টের মধ্যে একটি বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প।

চিকিৎসা নিতে আসা গুরুতর রোগীদের দিনাজপুরের মূল হাসপাতালে বিনামূল্যে আবাসিক চিকিৎসা দেওয়া হবে বলে জানান আয়োজক কর্তৃপক্ষ। এছাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব পরিবহণে রোগীদের নিয়ে যাওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান মুনসী, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের মেজর মেহেদী হাসান, জেলা সিভিল সার্জন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক অনিরুদ্ধ কুমার রায়, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহিরুল ইসলাম কাচ্চু, জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমির ইকবাল হাসান, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক তৌহিদুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক ফজলে রাব্বী, স্বেচ্ছাসেবী ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক আহসান হাবিব প্রমুখ।

**প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান**

# নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

**মো. নুর আলম**

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যে অসাধ্য সাধন করতে পারে সেটা বাংলাদেশ সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করেছে। দারুণ সাহসী আর সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে উপেক্ষা করার আর সুযোগ নেই। তাদের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে আধুনিক বিশ্বের আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। তরুণ প্রজন্ম দুর্নীতি, বৈষম্য এবং দমনপীড়ন নীতির বিরোধিতা করে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ। দেশের মধ্যমা বয়স ২৭ অর্থাৎ অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স ২৭ বা এর চেয়ে কম। এতেই বুঝা যায় আমরা সীমাহীন মানব শক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগে ভরা এক দেশে পরিণত হচ্ছি– প্রযুক্তিকে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে এ দেশ বিশ্বমঞ্চে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। এ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫ উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উৎসব হবে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য। এই উৎসব সৃজনশীলতা ও উদ্যমের সম্মিলনে আগামীতে টেকসই জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম আমাদের ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ তাদের জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম যা তাদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং দক্ষতাকে উন্মোচিত করবে। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত, সম্পৃক্ত এবং তাদের সীমাহীন সম্ভাবনাকে উদ্‌যাপন করার একটি প্ল্যাটফর্ম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশই তরুণ। এই উৎসব তরুণদের প্রতিভা ও উদ্যোগকে কেবল উদ্‌যাপন করাই নয়, বরং তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করারও সুযোগ দেবে। শিল্পকলা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও দক্ষতাকে তুলে ধরতে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

তারুণ্যের এই উৎসব তরুণদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং স্বপ্নকে তুলে ধরবে। শিল্প, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার প্রদর্শনী হবে। এটি সরকারের তরুণদের ক্ষমতায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে তরুণদের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে এবং তাদের অবদান স্বীকৃত হবে।

বিপিএল বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মানচিত্রে শক্ত অবস্থানে নিয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের প্রতিভা ও বিসিবির সাংগঠনিক দক্ষতাকে তুলে ধরেছে। তরুণদের অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি বিপিএল ২০২৫ বাংলাদেশের জন্য জাতীয় গর্বের একটি প্রতীক। এটি শুধু একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়; এটি আমাদের ঐক্যের শক্তি এবং সাফল্যের নিদর্শন। ২০২৫ সালের বিপিএল আরও বড়ো, আরও আকর্ষণীয় এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর হবে। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি নতুন মান তৈরি করবে।

ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তরুণদের মনস্থির করার ও স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'আমি বিশেষ করে তরুণদের তাদের মনস্থির করতে, চিন্তা করতে ও স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করি। স্বপ্ন হলো পরিবর্তনের সূচনা। স্বপ্ন দেখলে পরিবর্তন হবে। আপনি যদি স্বপ্ন না দেখেন, তবে এটি কখনোই হবে না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি বিশ্বের জন্য কী করতে পারি? একবার আপনি কী করতে চান, তা বুঝতে পারলে আপনি তা করতে পারবেন, কারণ আপনার সেই ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম এখন সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম। তারা যথেষ্ট স্মার্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের হাতে প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে বলে। দেশের তরুণ-যুবকেরা একটি নতুন বাংলাদেশ দেখতে চায়। তরুণেরা রাজনীতিবিদ নয়। কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টাও তারা করছে না। তবে তারা নিজেদের জন্য একটি নতুন দেশ চায়।' (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩রা নভেম্বর ২০২৪)

তারুণ্য নির্ভর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বিস্তর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্য

*প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩রা নভেম্বর ২০২৪ তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। এ সময় তিনি তরুণদের উদ্দেশে তাদের মনস্থির করার ও স্বপ্ন দেখার আহ্বান করেন- পিআইডি*

রেখে বিপিএল ২০২৫-কে সাজানো হয়েছে তরুণদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের একটি সোপান হিসেবে। নতুন আঙ্গিকের এই বিপিএল-এর লক্ষ্য দেশের যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, ক্রিকেটের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এর মাধ্যমে গ্রাম, শহর, পুরো জাতি, সুবিধাপ্রাপ্ত-সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণির তরুণ-যুবদের মাঝে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচার করা। এই পৃথিবী এবং তার সন্তানদের রক্ষা করতে তরুণদের যে সুপ্ত ও অজানা সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে সচেতন করতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই টুর্নামেন্ট।

এবারের তারুণ্যের উৎসবের প্রতিপাদ্য– 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' (Change the Country, Change the World)। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর উদ্দেশ্য হলো ক্রিকেটের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। তরুণদের মাঝে সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচার করা। দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা। দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করা। যুবকদের আত্ম-উন্নয়ন ও চরিত্র গঠনের সুযোগ প্রদান করা এবং নেতৃত্বের গুণমান, পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহানুভূতি ধারণ করা।

তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সরকারি-বেসরকারি সম্মিলনে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ১) বর্জ্য-শূন্য ক্রিকেট ম্যাচ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশীয় খেলাধুলাকে উৎসাহ প্রদান; ২) আত্মকর্মী, যুবসংগঠন, যুব উদ্যোক্তা ও তরুণদের উদ্যোগে যুব সমাবেশ আয়োজন; ৩) যুব উদ্যোক্তাদের স্থানীয় শিল্প ও পণ্য প্রদর্শনী, উদ্যোক্তা সম্মেলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি; ৪) Youth Fest শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা উৎসব, দেশীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান; ৫) নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবদের ভাবনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা ও ফেস্টিভ্যাল আয়োজন; ৬) জনসচেতনতামূলক স্টেডিয়াম পরিচ্ছন্নতা এবং স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা এবং বর্জ্য-শূন্যতার প্রচার; ৭) জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের স্মৃতি রক্ষার্থে চিত্র-প্রদর্শন ও ডেটাবেইজ ও ওয়েবসাইট তৈরি; ৮) উদ্ভাবন ও জনমুখী বাংলাদেশ গঠনে প্রতিভা অন্বেষণে কুইজ, রচনা, বিতর্ক ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা; ৯) জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে যুব-জনতার সাহসী, উদ্ভাবনী ও জনমুখী উদ্যোগকে ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড প্রদান।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ হতে পারে যুবদের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলার অন্যতম প্রয়াস। উজ্জীবিত যুব হবে নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর। স্বপ্নপূরণের এ যাত্রায় রূপকার হবে যুবরাই। আর তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা দেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

---

*মো. নুর আলম: জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত, পিআইডি ফিচার*

*অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় ৮ই আগস্ট ২০২৪ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর সাংবাদিকদের সাথে সমসাময়িক বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি তরুণ সমাজের প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন– পিআইডি*

# এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই

## ইমদাদ ইসলাম

কবি ফরিদুল ইসলাম তাঁর 'তরুণের জয়গান' কবিতায় লিখেছেন 'আমরা অগ্নি আমরা ঝড় আমরা তরুণ দল, দেহে মোদের শক্তি আছে মনে প্রবল বল। আমি তরুণ তুমি তরুণ রক্ত মোদের তাজা, তেড়াবেড়া বক্রতাকে মোরাই করব সোজা।' কবি যথার্থই বলেছেন তারুণ্যের শক্তি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের বড়ো হাতিয়ার। এই তারুণ্য এমন একটি শক্তি যা ইচ্ছা করলেই অবদমিত করা যায় না, নষ্ট করে দেওয়া যায় না বা থামিয়েও দেওয়া যায় না। সব বাধাকে অতিক্রম করে জয় নিয়ে আসাই যেন এর অভ্যাস। আমরা তারুণ্য বলতে অসম্ভবকে সম্ভব করাই বুঝি।

তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবর্তনের, অর্থাৎ তারুণ্য এক জায়গায় স্থির থাকে না, পুরাতন কে নিয়ে পড়ে থাকে না। তাদের গতি সর্বদা চলমান; তাদের দৃষ্টি সর্বদা ঊর্ধ্বলোকে। অবদমিত দৃষ্টি দিতে তারা জানে না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'যৌবনের গান' এ তারুণ্যের জড়তাকে বার্ধক্যের সাথে তুলনা করেছেন– 'বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয় যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।' কবি হেলাল হাফিজের লেখা 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতায় কবি লিখলেন– 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার।' এ যুদ্ধ মানে কারো উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া নয়। এ যুদ্ধ অন্যায়, অসত্যের, অবিচার, অধিকার আদায়ের, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভের এবং সর্বোপরি ইতিবাচক পরিবর্তনের। কালজয়ী এ কবিতা প্রেরণা জুগিয়েছিল উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধীসহ প্রগতিশীল সব আন্দোলনে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গৌরবময় অর্জনের সার্থক রূপকার আমাদের তরুণ সমাজ। একাত্তর ও নব্বইয়ের পর আরও এক গণজোয়ার দেখল বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে হলো সরকার পতন। বর্তমানে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা সমস্যায় জর্জরিত রাষ্ট্রের কাঠামো ব্যবস্থা। এই সমস্যা সমাধানে তারুণ্যের চিন্তাভাবনাই তৈরি করতে পারে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা। দেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের

রাষ্ট্র মেরামতের আগ্রহ ও দেশপ্রেমের আকুতি চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ এ প্রত্যয় যেন শিশু-কিশোর-তরুণ থেকে শুরু করে সবার মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ। দেশের মধ্যমা বয়স ২৭ অর্থাৎ অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স ২৭ বা এর চেয়ে কম। এতেই বুঝা যায় আমরা সীমাহীন মানব শক্তি,

*যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ৮ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পল্টন ময়দানে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি*

সৃজনশীলতা ও উদ্যোগে ভরা এক দেশে পরিণত হচ্ছি– প্রযুক্তিকে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে এ দেশ বিশ্বমঞ্চে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। এ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। নাগরিকদের সমস্ত মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া, দেড় দশক ধরে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করা ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর পতনে নেতৃত্ব দিয়েছে এই তরুণরাই। তাদের ডাকে সাড়া দিয়েই পুরো জাতি ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবে যোগ দেয় এবং নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ৮ই আগস্ট দেশে ফিরে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন । তিনি বলেন, 'যে বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজকে নতুন বিজয় দিবস সৃষ্টি করল, সেটা সামনে রেখে এবং আরও মজবুত করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যারা এটা সম্ভব করেছে, যে তরুণ সমাজ, তাদের প্রতি আমি আমার সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা আমার পাশে আছে। এরা এ দেশকে রক্ষা করেছে। এ দেশকে নতুনভাবে পুনর্জন্ম দিয়েছে এবং এই পুনর্জন্মে যে বাংলাদেশ পেলাম, সেই বাংলাদেশ যেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে পারে, সেটাই হলো আমাদের শপথ, সেটাই আমরা রক্ষা করতে চাই, এগিয়ে নিতে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের দেখে সারা দুনিয়া শিখবে যে একটা দেশ কীভাবে তরুণ সমাজ নিগ্রহ করতে পারে, তাকে পাল্টে ফেলতে পারে। তাদের আমি এমনই উপদেশ দিই যে পুরাতনকে বাদ দাও, পুরোনো চিন্তা দিয়ে মুক্তি হবে না আমাদের। পুরো দুনিয়াতেই এটা। এটা শুধু বাংলাদেশের কথা না। তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে, যে সৃজনশীলতা আছে, সেই সৃজনশীলতাও কাজে লাগাতে হবে। এটা শুধু বই-খাতায় লেখার জিনিস না। এটা প্রকাশ করার জিনিস, স্থাপন করার জিনিস।' 'বাংলাদেশ একটা খুব সুন্দর দেশ হতে পারে। এটা খুবই সম্ভাবনাময় দেশ। এই সম্ভাবনাকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। এখন আবার সেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। আবার আমাদের জেগে উঠতে হবে। ছাত্ররা এই বীজতলা তৈরি করবে। তাদের হাত দিয়েই হবে এবং তাদের দিকেই আমরা তাকাবো।' তরুণদের দিকে ইঙ্গিত করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি বিশ্বের জন্য কী করতে পারি? একবার আপনি কী করতে চান, তা বুঝতে পারলে আপনি তা করতে পারবেন, কারণ আপনার সেই ক্ষমতা রয়েছে।' 'বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম এখন সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম। তারা যথেষ্ট স্মার্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের হাতে প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে বলে।'

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মানুষ আশাবাদী। আমাদের স্বপ্ন বড়ো করে দেখাটা জরুরি। বড়ো করে স্বপ্ন দেখলে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারব। সে জন্য আমাদের গড়ে তুলতে হবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিকভাবে উদার এবং সক্রিয় একটি সমাজ। তরুণ তথা যুবকের স্বপ্নে, চিন্তাভাবনায় এবং কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে দেশ, সমাজ ও আপামর জনগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। এসব তরুণই হবে জাতির মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজে অভিভাবক, সমাজ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সঠিক পরিচর্যা পেলে একদিন তারাই তাদের মহৎ স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে । তারুণ্যের চিন্তাভাবনাই তৈরি করতে পারে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা। সুশাসন, মানসম্মত শিক্ষা, ন্যায়বিচার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রত্যাশা আছে তরুণদের মাঝে। তরুণরা এমন বাংলাদেশ চায়, যেখানে সকল নাগরিক সমঅধিকারের পাশাপাশি পাবে একটি উন্নত জীবনযাত্রা।

*যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে ক্লিন ক্যাম্পেইন র‍্যালিতে অংশ নেন– পিআইডি*

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। আমাদের অতীত মহান ছিল। একটা সময় আমরা ছিলাম পৃথিবীর ষষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী দেশ। আমাদের ভবিষ্যৎও হবে মহান, দেশ নিয়ে

আমাদেরও আছে অনেক স্বপ্ন। তাই আমরা দেখতে চাই আগামীর বাংলাদেশ হবে দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ হিসেবে। যেখানে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং শিশুদের সুরক্ষা প্রাধান্য পাবে। শিশুশ্রম পুরোপুরিভাবে বন্ধ হবে। বিচারব্যবস্থা হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থান সবার জন্য নিশ্চিত থাকবে। আগামীর বাংলাদেশে মানুষের মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যেন মানুষ নির্ভয়ে তার চিন্তা, মতামত এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে, এমনকি তা সরকারি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গেলেও। আগামীর বাংলাদেশে মানুষকে মানুষ ভাবতে হবে। যে বাংলাদেশে মানুষ দুর্নীতি ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে মাথা উঁচু করে বলতে পারে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং সবার জন্য নিরাপদ দেশের নাগরিক। যুবসমাজ তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অর্জন করবে। এমন একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক লাল-সবুজের বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। যেখানে প্রতিটি নাগরিক গর্বিত বোধ করবে এবং জাতি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

*ইমদাদ ইসলাম: পিআইডি ফিচার*

## ফেনীতে গণ-অভ্যুত্থানে আহত ১৭ জনকে চিকিৎসা সহায়তা

ফেনী জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বিগত জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আহত ১৭ জনকে মোট দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। ২১শে জানুয়ারি ২০২৫ মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আহতদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন ফেনীর জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইসমাইল হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী গোলাম মো. বাতেন। এ সময় জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, জেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আন্দোলনে আহত ও চিকিৎসা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন সাহেদুল ইসলাম, আনোয়ারুল আজিম, মো. নাহিদুর রহমান প্রমুখ। জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম জানান, গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের পরিবারকে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও সহযোগিতা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলায় আহতদের তালিকায় ৩৩৬ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৭ জনকে চিকিৎসা সহায়তা হিসাবে মোট দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকার অনুদানের চেক দেওয়া হয়।

**প্রতিবেদন: অমিত কুমার**

# সৃজনশীল তারুণ্য বদলে দেবে বাংলাদেশ

**আশফাকুজ্জামান**

তারুণ্য একটি শক্তি। একে অবদমিত করা যায় না। নষ্ট করা যায় না। থামিয়ে দেওয়া যায় না। তারা দুর্বার। আলোর মশাল। তাদের সবার নেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে। কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সে নেতা। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তারুণ্যের হতে হয় সবার। ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে এ দেশের তারুণ্যের। উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিনোদন, রাজনীতি, অর্থনীতি– সবই আছে তাদের ভাবনায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে তারা অতুলনীয়। তারা বিশ্বমানের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা জয়ী। দেশে প্রায় ৬ কোটি তরুণ-তরুণী রয়েছে। যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। এই তারুণ্য এক অপার সম্পদ।

সমাজকে ঝাঁকুনি দেওয়ার জন্য তারুণ্যের বিকল্প নেই। অফুরন্ত মানবিক শক্তি নিয়ে সে শত্রুকে পরাজিত করে। জন্ম দেয় এক নতুন ভোরের। নতুন সময়ের। জন্ম দেয় সে নিজেকেই।

যে-কোনো সমাজ একটি নৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর টিকে থাকে। এখানে সবাই সফল হতে চায়। তবে কোনো অশুভ প্রতিযোগিতায় না। এগিয়ে যেত হয় একে-অন্যের সহযোগিতায়। দেশে দেশে কিছু নীতিহীন মানুষ থাকে। বছরের পর বছর তারা দুর্নীতি, লুটপাট, অন্যায় করে যায়। এরা ভুলে যায় যে একদিন কাঠগড়ায় উঠতে হবে। যুগে যুগে তারুণ্য এদের প্রতিরোধ, প্রতিহত করেছে। তাদের কঠিন শাস্তির মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। কোনো কালে কোনো দেশে খারাপ প্রজাতি টিকে থাকেনি। ধ্বংসই তাদের অনিবার্য নিয়তি।

মানুষের মর্যাদার স্বপক্ষে দাঁড়ালে অত্যাচারী ও বিবেকহীন মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। তাদের শাস্তি দিতে হয়। বিচারের মুখে আনতে হয়। তা না হলে সৎ মানুষ অসহায় বোধ করে। তাদের নৈতিক শক্তি ভেঙে পড়ে। সৎ মানুষেরা এসব ক্ষমা করে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করতে বাধ্য হয়। এখানেই তরুণেরা প্রতিশোধের অনির্বাণ শিখা নিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

প্রত্যেক প্রজন্মের কিছু ভালো মানুষ থাকে। তারুণ্যই হচ্ছে সেই মানুষ। যারা সবাইকে জড়ো করে নতুন একটি শুভ সূচনার জন্য। তাদের চরিত্রে থাকে সততা, দৃঢ়তা। তারা সাহসী নেতৃত্ব দেয়। কর্তব্যের ডাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তৈরি করে একটি মানবিক সমাজ। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় অপার সম্ভাবনা।

পরিস্থিতি এমন যে আমরা ভাবতে শিখেছি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্যায় চলতে থাকবে। অন্যায় সবসময় ওপর থেকে আসে। এসবের অবসান না হলে মুক্তি আসে না। কিছু খারাপ মানুষ দুর্নীতি, দখল, লুটপাট করে সম্পদের পাহাড় করবে। তাদের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে বিপর্যয় আসবে। এটা চলতে পরে না। আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। তারুণ্যের অজেয় শক্তি ও মূল্যবোধ দিয়ে এসব অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের চেতনা ও মূল্যবোধের অভাবে শত বছর ধরে পাঠান, তুর্কি, মুঘল, ইংরেজ শাসন করেছে। বিদেশিরা আমাদের মেধাশক্তি শোষণ করেছে। কারণ আমাদের মধ্যে গভীর জাতীয় মর্যাদা বোধ ছিল না। মানুষ যখন কেবল সুবিধার জন্য নীতি বিসর্জন দেয় তখন সে সুবিধা ও নীতি দুটোই হারায়।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দুটি লক্ষ্য ছিল। এক. স্বাধীনতা, দুই. মুক্তি। স্বাধীনতা পেয়েছি। জানি না কত দিনে মুক্তির লড়াই শেষ হবে। হয়ত আজীবন করতে হবে। তারপরও মুক্তি চাই।

প্রায় সবসময় আমরা অতীত সামনে আনি। আর বার বার মাশুল দিই। ইতিহাসের শিক্ষা হলো, ইতিহাস থেকে শিখি না। একজন বলল, 'কী শান্তি! কোথাও কোনো মারামারি-কাটাকাটি নেই। অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ নেই।' তার বন্ধু বলল, 'দুশ্চিন্তা করো না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো। এ বিদ্রুপ হলো মানুষের চরিত্রের খারাপ দিক। তারুণ্যেরা এটাকেই ভুল প্রমাণ করে।

আজ সমাজের নানা স্তরে অবক্ষয়, অনিয়ম, অনাচার। এর সবটাই রাজনৈতিক নয়। আবার অর্থনৈতিকও নয়। এটা হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের অধঃপতনের ফল। দীর্ঘদিনের অদূরদর্শী সমাধানই হচ্ছে আজকের সমস্যা।

আমরা ব্রিটিশদের দোষ দিই। ব্রিটিশের পূর্বেও এ জনপদ বিভক্ত ছিল। তা না হলে ব্রিটিশ এ উপমহাদেশ দখল করতে পারত না। খারাপ মানুষ আগেও ছিল, এখনও আছে। এদের দুর্বৃত্তায়ন, অত্যাচার, নির্যাতন ও অপশাসনের ফলেই ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন হই। এতকিছুর পরও কি সঠিক পথে থেকেছি! থাকিনি। কারণ দেওয়ালের লিখন দেখতে পাই না।

এক সময় মালয়েশিয়ার অবস্থা ছিল বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ। সেই মালয়েশিয়া একটা নয়, দুটো পদ্মা সেতু করে দিতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের কাছে বিধ্বস্ত দক্ষিণ কোরিয়াও উন্নয়নের শিখরে। কেবল বার বার পিছিয়ে পড়ি আমরাই।

আজ সময় এসেছে তরুণদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার। এটা কেবল মুখের কথা নয়। এটি তাদের মূল্যবোধের দায়। মানবতার দায়, গণতন্ত্রের দায়। আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় জীবনযাপনের জন্য একটি নৈতিক, মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ নির্মিত হয়নি।

একটি জাতি কেবল পাঁচ বছর করে সময় পার করতে পারে না। কিছু উঁচু ভবন, রাস্তাঘাট তৈরি হলেও দায়িত্ব শেষ হয় না। জীবনের জন্য একটি বাসযোগ্য নিরাপদ পরিসর গড়ে তুলতে হয়। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা। আর এই ভাবনা থেকে দেশের জন্য কাজ করতে হয়। তা না হলে নিয়তি হবে কেবলি পিছিয়ে পড়ার। পেছনে থেকে সামনের দৃশ্য দেখা যাবে। কিন্তু কখনো সামনে আসা হবে না।

মনে পড়ে ষাটের দশকের একটি অনবদ্য কবিতার কথা। 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং তার পরের সব আন্দোলন সভা-সমাবেশ, মিটিং-মিছিল ও দেয়াল লিখনে হেলাল হাফিজের বিখ্যাত কবিতার এ পঙ্‌ক্তি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। এ কবিতায় তারুণ্যের ক্ষমতা এক মহাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তরুণ্যের বাঁধভাঙা যৌবন। তারা সব করতে পারে। রুখে দাঁড়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে। দায়িত্ব নেয় দেশ নির্মাণের। গড়ে তুলতে পারে একটি দুর্নীতিমুক্ত, লুটপাটহীন মানবিক সমাজ। নির্মাণ করতে পারে অপার সম্ভাবনাময় আগামী।

স্বাধীনতার এত বছর পরও নানা সংকটে ডুবে আছে দেশ। রাজনীতি যেন ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। অনেকে রাজনীতিকে টাকা বানানোর উপায় মনে করেন। উপার্জনের অপার সম্ভাবনা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্বাচনে। একটি স্বাধীন দেশের পাঁচ দশকের বেশি সময় গেল। দূর হয়নি জমে থাকা সমস্যা। একের পর এক সংকট ক্ষতিগ্রস্ত করছে উন্নয়নকে। রাজনৈতিক দলগুলোর খামখেয়ালিতে মানুষ দিশেহারা। একাত্তরে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য রক্ত দিয়েছিল দেশের লাখো প্রাণ। স্বাধীনতা এসেছে। মুক্তি আসেনি। হয়ত আরেকটি লড়াই করতে হবে মুক্তির জন্য। সে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হবে তারুণ্যের।

বিভিন্ন সময় গণজাগরণ এর প্রমাণ। পৃথিবীর সব বড়ো অর্জন তাদের। পৃথিবীর বাইরে ভিনগ্রহে তারাই প্রথম পা রেখেছে। হিমালয়ের চূড়ায় প্রথম পদচিহ্ন তাদের। পৃথিবীর সব লেখক, কবি, সাহিত্যিক তারুণ্যের জয়গান করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় আছে– 'থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন– 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা...আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' কবিরা বিশ্বাস করতেন, তারুণ্যই শক্তি। তারাই গড়ে তুলবে সুন্দর পৃথিবীকে।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে জীবন দিয়েছে তরুণেরা, সাভারের রানা প্লাজা ভয়াবহ ভবন ধসের সময় এ দেশের তরুণেরা সাহস, শক্তি, মানবতা, সর্বোপরি নিজেকে উৎসর্গ করার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছে। একেবারে অচেনা মানুষটিকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সত্যিকার তারুণ্য অন্যের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করে। ভুলে গেলে চলবে না যে– এ দেশের তারুণ্য সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারের পতাকাবাহী। আর আসাদ-জোহা-মতিউরের রক্ত শপথে বলীয়ান।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় তারুণ্যকে নিষ্ঠুর হতে হয়। প্রচণ্ড আঘাত করতে হয়। অনেকে এটা সহ্য করতে পারে না। নিষ্ঠুরতা বলে দোষ দেয়। এটি একটি মানবিক অনুভূতি। কিন্তু নাগরিকের বৃহত্তর কল্যাণে কখনো কখনো এমন নিষ্ঠুর হতে হয়।

মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। এভাবে সে হয়ে ওঠে মহান। তারুণ্যের প্রধান কাজ হলো নিজেকে সমৃদ্ধ করা। পেছনের কোনো ঘটনায় দুঃখ না পেয়ে বর্তমানকে সুন্দর করা। আজকে যেটা সত্য, কালকে সেটা সত্য নাও হতে পারে। আজকের

পৃথিবীর সব বড়ো বড়ো অর্জনই তরুণদের। হিমালয়ের চূড়ায় প্রথম পদচিহ্ন তারুণ্যের। বাংলাদেশের মুসা ইব্রাহীম, ওয়াসফিয়ারা দেখিয়েছেন কতটা উঁচুতেও উঠা যায়। আমাদের তরুণেরা বিদেশের পার্লামেন্ট প্রতিনিধিত্ব করছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' তাই বিশ্বাস রাখতে হবে সৃজনশীল তারুণ্যে, যে শক্তি নির্মাণ করবে মানবিক বাংলাদেশ।

দেশের প্রতি ভালোবাসাকে পাওয়া-না পাওয়ার হিসেব থেকে মুক্তি দিতে হবে। সত্যিকার ভালোবাসা কোনো সুবিধা দেয় না।

সত্যটাই জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। বিশেষ কিছু করতে হলে বিশেষ হতে হবে, এ ধারণাও ঠিক নয়। তারুণ্য যে-কোনো জায়গা থেকে জীবন শুরু করতে পারে। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। পেছন ফিরে দেখার কিছু নেই।

এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারুণ্য সফল হচ্ছে। সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি– সবই তাদের দখলে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

অনেক ভালো মানুষ চুপ করে থাকলে কোনো অর্জন হয় না। তারুণ্যের চুপ করে থাকলে হবে না। জেগে উঠতে হবে শুভবাদের পক্ষে। স্বপ্ন দেখতে হবে সুন্দর কিছু সৃষ্টির। দাঁড়াতে হবে বিপন্ন মানুষের পাশে। তবে এতকিছুর পরও একটা মন খারাপের বিষয় হলো দেশের তরুণেরা নামকরা প্রকৌশলী, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, নাট্যকার, অভিনেতা, শিল্পীসহ অনেক কিছু হতে চায়। কিন্তু রাজনীতিক হতে চায় না। এই মেধাবী তরুণদেরই রাজনীতিতে আসতে হবে। তা না হলে দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে না।

আমাদের রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ জনপদের তারুণ্য ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিল। ইতিহাসের প্রতি বাঁকে তাদের ভূমিকা ছিল। ভাষা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত সব আন্দোলনে তারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও মনে পড়ে নব্বইয়ের দশকের স্বৈরাচারী আন্দোলনে নুর হোসেন, সেলিম, দিপালী, দেলোয়ার, তাজুল ও বসুনিয়াদের জীবন উৎসর্গের কথা। বিশেষ করে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে তাদের অকল্পনীয় ভূমিকা ছিল।

আবার মন ভালো করার বিষয় হলো তরুণেরা ধীরে ধীরে রাজনীতিতে ফিরছে। তাদের এই ফিরে আশা হয়ত বাংলাদেশের বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে। তারা যদি রাজনীতি বিমুখ না হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক রূপান্তর হবে। দেশ এক অনন্য উচ্চতায় যাবে বলে আশা করা যায়।

অনেক সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। ড. অমর্ত্য সেন বলেন, 'বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে।' নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন– এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত থেকে এগিয়ে। বাংলাদেশের কৃষক দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। পোশাকশিল্পের নারীরা বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিচ্ছেন।

আবার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এ দেশের নারী-পুরুষ। তাদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা প্রধান ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমে উন্নতি করছে।

তারুণ্য সমাজ বদলে দিতে পারে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তারা হবে আদর্শের, শক্তির, শান্তির ও ভালোবাসার প্রতীক। তারুণ্যের নীরবতার জন্য যেন অপার সম্ভাবনার মৃত্যু না হয়। তারুণ্যের বিপুল শক্তি নিয়ে জেগে ওঠার অপেক্ষায় বাংলাদেশ। তরুণদের শক্তিই বড়ো শক্তি। দেশব্যাপী তরুণদের জয় জয়কার অবস্থান। তারুণ্যের সম্মিলিত জাগরণে গড়ে উঠবে নতুন বাংলাদেশ। শেষ করি রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি দিয়ে– 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'।

---

*আশফাকুজ্জামান: লেখক, গবেষক, সংগঠক ও সাংবাদিক*

## দিনাজপুরে তারুণ্যের উৎসব
## জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার সমাপনী

দিনাজপুর জেলা শহরে একাডেমি স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' এবং 'জ্ঞান বিজ্ঞানে করবো জয়, সেরা হবো বিশ্বময়'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে তিন দিনব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার সমাপনী হয়। ৩১শে জানুয়ারি শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় তারুণ্যের উৎসব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এস. এম. হাবিবুল হাসান। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকায় ব্যাপক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তরুণদের এই অগ্রযাত্রাকে উৎসাহ দিতে এ ধরনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলার আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফয়সাল রায়হানের সভাপতিত্বে ও একাডেমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুন নাহারের উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মোছা. শাহীনা বেগম। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিরা স্কুল-কলেজ ও বিশেষ গ্রুপে ৩২টি স্টলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কার অংশ গ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কনসহ প্রভৃতি।

**প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন**

*ঢাকার মিরপুরে শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল) ২০২৫-এর চ্যাম্পিয়ন দল ফরচুন বরিশালের খেলোয়াড়রা ট্রফিসহ বিজয় উল্লাস করেন— পিআইডি*

# দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহে উদ্‌যাপিত তারুণ্যের উৎসব

দেশে তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আয়োজিত একমাস ২০ দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসব শেষ হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারি বুধবার। গত বছরের ৩০শে ডিসেম্বর শুরু হওয়া 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' -এর প্রতিপাদ্য ছিল– 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই।' এই প্রতিপাদ্যকে ঘিরে দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে এই উৎসব। তারুণ্যের উৎসবের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ ঘটানো, সহযোগিতার নীতি প্রচার করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্মী হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যাতে তারা দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে সে বিষয়ে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। একমাস ২০ দিনব্যাপী এই উৎসবে ৭১ লাখ ৬৬ হাজার ৪৭৩ জন তরুণ-যুবক অংশগ্রহণ করেন। এতে ২৭ লাখ ৪২ হাজার ১৭১ জন নারী এবং ৪৪ লাখ ২৪ হাজার ৩০২ জন পুরুষ সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এই উৎসবের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রাম থেকে শহর, সুবিধাবঞ্চিত থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত– সব তরুণ-তরুণীর অংশগ্রহণে দেশজুড়ে উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলা ক্রীড়া অফিস দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। মেয়েদের

*যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' -এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর অঙ্কিত চিত্রকর্ম পরিদর্শন করেন— পিআইডি*

৮৫৫টি ম্যাচের আয়োজন করা হয়, যাতে ২৫ হাজার ৬০০ জন মেয়ে অংশগ্রহণ করে। বিপিএল চলাকালে বিসিবি বিভিন্ন ভেন্যুতে শূন্য বর্জ্য ক্যাম্পেইন চালায়, যা তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন চা শ্রমিক ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীদের অংশগ্রহণে সিলেটে দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা, কক্সবাজারে বিচ ফুটবল, ৬৪ জেলায় অ-১৫ ফুটবল টুর্নামেন্ট, অ্যামপিউটি ফুটবল ফেস্টিভাল, তিন পার্বত্য জেলায় সুবিধাবঞ্চিত নারী ফুটবলারদের জন্য ৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ, সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে ফুটবল ফেস্টিভাল এবং ঢাকায় বিভিন্ন দূতাবাসের ইয়াং ডিপ্লোমেটদের নিয়ে প্রীতি ফুটবল ম্যাচসহ বিভিন্ন আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আয়োজনে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ, ৩টি ভেন্যুতে বিপিএল মিউজিক ফেস্ট, ৩৫০টি স্কুলের অংশগ্রহণে জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশন ৬টি জেলায় এবং জাতীয় পর্যায়ে ঢাকার পল্টন ময়দানে ওপেন আরচ্যারি প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশ তায়কোয়ান্দো ফেডারেশন ৪০০ জন পুরুষ-মহিলা অংশগ্রহণে ঢাকায় তায়কোয়ান্দো প্রতিযোগিতা এবং ঢাকা ও কক্সবাজারে তায়কোয়ান্দো ডিসপ্লে, শিশু-কিশোর তায়কোয়ান্দো প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নকআউট ভিত্তিতে যুব কাবাডি (অ-১৮ বালক ও বালিকা) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। দেশে সক্রিয় ৫৬টি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন এই উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন আয়োজন করে।

এছাড়াও দেশব্যাপী উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দেশীয় ও গ্রামীণ খেলা যেমন– কাবাডি, দাড়িয়াবান্ধা, বউচি, গোল্লাছুট, ঘুড়ি উড়ানো উৎসব, রোলার স্কেটিং, সাইক্লিং, সিক্সারস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, মিনি ম্যারাথন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন,

*তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৮ই জানুয়ারি কানাডার টরন্টোর আলবার্ট ক্যাম্পবেল পাবলিক লাইব্রেরিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্র ও তরুণ পেশাজীবীদের মাঝে হাইকমিশনার নাহিদা সোবহান– পিআইডি*

কারুপণ্য মেলা ও পিঠা উৎসব, নজরুল সংগীত সন্ধ্যা, জুলাই-৩৬ বিষয়ক গ্রাফিতি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শহিদদের গল্প বলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বই পড়া, আবৃত্তি, বানান প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান কুইজ, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, ডিজিটাল লিটারেসি ক্যাম্পেইন, শীত বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, জিরো ওয়েস্ট ব্রিগেড গঠন, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও জরায়ু মুখ ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতা ও কর্মশালা, যুব উদ্যোক্তা সমাবেশ এবং ফ্রি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

তারুণ্যের উৎসবকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও প্রাণবন্ত করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের এই উৎসবে সম্পৃক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে যুব উদ্যোক্তা মেলার আয়োজন, যুব সমাবেশ অনুষ্ঠান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিতর্ক, কেইস কম্পিটিশন, আন্তর্জাতিক পুষ্টি অলিম্পিয়াড, আলোচনা অনুষ্ঠান, পিঠা উৎসব, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও তারুণ্যের কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ও একই রকম কর্মসূচি হাতে নেয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় উৎসব চলাকালে বিভিন্ন ভেন্যুতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমাজের সবার অংশগ্রহণে সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগে এই উৎসবটি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, ক্রীড়া সংস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অংশগ্রহণে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ নতুন দিনের বার্তা প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য, তারুণ্যের উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১লা ডিসেম্বর ২০২৪ মিডিয়া লঞ্চিং ও লোগো উন্মোচনের মাধ্যমে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে সারাদেশে একযোগে তারুণ্যের উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু হয় যা ২৯শে ডিসেম্বর মধ্যরাতে শেষ হয়। তারুণ্যের উৎসবকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে ২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ২৩টি বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তর ও সংস্থা একযোগে কাজ করে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের ৮০টি মিশনেও তারুণ্যের উৎসব ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

*[তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা]*

## নীলফামারীতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ

নীলফামারী জেলায় 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষে ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাইসাইকেল, ক্রীড়া সামগ্রী, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ, সাংস্কৃতিক উপকরণ ও নলকূপ বিতরণ করা হয়। এডিবি ও ইউপিএফ খাত থেকে এসব সামগ্রী বিতরণ করে সদর উপজেলা পরিষদ। ২৮শে জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান এসব সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ অনুষ্ঠানে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল হক সভাপতিত্ব করেন এবং এ সময় সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল হক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী এবং দরিদ্রদের মধ্যে টিউবওয়েল, সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার, ক্রীড়া সামগ্রি, ফ্যান, স্কুল বেঞ্চ, ন্যাপকিন, সাংস্কৃতিক উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের সুফলভোগী রয়েছেন দুই হাজার পাঁচশো জন।

**প্রতিবেদন: আনিকা তাবাস্‌সুম**

# তরুণের গান

**কাজী নজরুল ইসলাম**

যে দুদিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

নব জীবনের ফোরাত-কুলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর
এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নমরুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী'॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরাজীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

নতুন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
'বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি॥,

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

# নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়

**হেলাল হাফিজ**

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।
মিছিলের সব হাত
কণ্ঠ
পা এক নয়।

সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,
কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।
শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে
অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,
কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে।
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়।

যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।

*১৬ই জানুয়ারি ২০২৫ শিশু একাডেমিতে পিঠা মেলার উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা এস শারমীন মুরশিদ- পিআইডি*

# তরুণ সমাজের অংশগ্রহণে আরও এগিয়ে যাবে দেশ: উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ

তরুণ সমাজের অংশগ্রহণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। ১৬ই জানুয়ারি ২০২৫ তিনি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মাঠে তিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিন দিনব্যাপী এ পিঠা মেলা চলে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেয়া খান এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক তানিয়া খান।

শারমীন এস মুরশিদ বলেন, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– স্লোগানকে সামনে রেখে তারুণ্যের যে উৎসব পালিত হচ্ছে তার লক্ষ্য হচ্ছে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশের বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যকে উদ্‌যাপন করা।

তিনি বলেন, সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে তিন দিনব্যাপী এই পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, তারুণ্যের উৎসবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরুণরা এবং বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে তারুণ্যের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। তাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। তরুণ সমাজের যে আগ্রহ, উৎসাহ এবং অংশগ্রহণ, এ অংশগ্রহণের জন্যই এই তারুণ্যের উৎসব।

তিনি আরও বলেন, তারুণ্য আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধে এবং ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে। দেশ গড়ার কাজে তরুণ সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এই অংশ গ্রহণের জন্য তিনি তরুণদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই তারুণ্যের উৎসবের জন্যই দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কার্যালয়গুলো সেখানে অংশগ্রহণ করছে।

উপদেষ্টা বলেন, এই তারুণ্যের উৎসব সার্বিকভাবে সারাদেশব্যাপী সফল হবে, তরুণ সমাজের অংশগ্রহণে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। পরে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এর আগে তিনি তারুণ্যের উৎসব পিঠা মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পিঠার স্টল ঘুরে দেখেন এবং তাদের তৈরিকৃত পিঠা খেয়ে ধন্যবাদ জানান।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া তারুণ্যের উৎসবের সমাপনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া 'তারুণ্যের উৎসব' শেষ হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এই উৎসব আয়োজন করে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গাজী মো. সাইফুজ্জামান। এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দিনব্যাপী এ তারুণ্যের উৎসবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্লিন ক্যাম্পেইন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কেস কম্পিটিশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জনপ্রিয় ব্যান্ড দলের অংশগ্রহণে মেগা কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান

উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান সফলভাবে উৎসব আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে তারুণ্যের উৎসবের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, তরুণ সমাজের শক্তি দিয়ে বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য আমরা দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন করছি। যুবসমাজকে সংগঠিত করা এবং আমাদের সক্ষমতা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং যুব উন্নয়ন

হলের বিতর্ক দল 'অ্যাসেম্বলি অব ডিবেটরস' চ্যাম্পিয়ন এবং মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব রানারআপ হয়।

কেস কম্পিটিশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'টিম হার্নেস জিরো' চ্যাম্পিয়ন এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দল 'টিম সি জিরো' রানারআপ হয়। এতে দ্বিতীয় রানারআপ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি দল 'টিম ট্রাইনোভিয়া'।

দাবা প্রতিযোগিতার পুরুষ ইভেন্টে নাজির জামান প্রথম স্থান, ইমরান আহমেদ দ্বিতীয় স্থান এবং মাহিম রেজা তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

নারী ইভেন্টে ফারিহা সুমনা প্রথম, সংগীতা ভৌমিক দ্বিতীয় ও মেহনাজ ইসলাম তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এছাড়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফরহাত আলী প্রথম স্থান, রাকিন নাওয়াড় দ্বিতীয় স্থান এবং প্রশান্ত মন্ডল তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

*[তথ্যসূত্র: প্রথম আলো]*

# বিপিএলের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব গতি পেয়েছে

ঢাকা, ৯ই জানুয়ারি, ২০২৫ (বাসস): 'এসো দেশ বদলাই, এসো পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তারুণ্য উৎসবের মাধ্যমে নতুনরূপে এবার শুরু হয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-টোয়েন্টি টোয়েন্টি ক্রিকেট। এমনটাই জানান, বিপিএল-এর সদস্য সচিব নাজমুল আবেদীন ফাহিম। তার মতে, বিপিএল উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের শোককে সারাদেশে শক্তিতে রূপান্তর করেছে।

ফাহিম বলেন, বিপিএলের প্রতিটি ম্যাচে দর্শকের উপস্থিতিই প্রমাণ করে কীভাবে এই টুর্নামেন্টে গতি পেয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রতিদিনই টিকেট বিক্রি বাড়ছে। বিপিএল দেখতে এবারই প্রথমবারের মতো ক্রিকেটপ্রেমিরা অনলাইনের মাধ্যমে টিকেট সংগ্রহ করেছে। এর আগে অনলাইন প্রক্রিয়া না থাকার কারণে টিকেট নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। তবে এবারের বিপিএলে এটি দেখা যায়নি।

ফাহিম বলেন, এভাবেই সবাই গড়তে চেয়েছিল বাংলাদেশ। একটি দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ। যা জুলাইয়ের গণ-জাগরণের মূল প্রতিপাদ্য ছিল। তিনি আরও বলেন, রাতারাতি কোনো কিছুই

*বিপিএল মাসকট ডানা-৩৬*

পরিবর্তন হবে না। তবে বড়ো লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এটি শুরু করতে হবে।

ফাহিম জানান, ক্রিকেটের উন্মাদনা বাড়াতে প্রাথমিকভাবে একটি কনসার্ট করা হয়েছে। যেন তরুণ সমাজের নজরে আসে। তিনি বলেন, অতীতেও বিপিএলের শুরুতে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এবার ছিল ভিন্ন মাত্রা। যুবসমাজকে সামনে রেখে আমরা একটি উন্মাদনা তৈরি করতে চেয়েছিলাম। আমরা বিপিএলকে নতুনভাবে আরও জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছি। তাই বিপিএলের তিন ভেন্যু– ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটেও কনসার্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্ট নিয়ে উন্মাদনা বাড়াতে এটি বড়ো অবদান রেখেছিল। কারণ আমরা টুর্নামেন্ট নিয়ে জনগণকে ভালো

*বিপিএল-এর সদস্য সচিব নাজমুল আবেদীন ফাহিম*

কিছু দিতে চেয়েছি, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

গত ১৬ই জুলাই ছাত্রদের গণ-আন্দোলনে রংপুরে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আবু সাঈদ। তার মৃত্যুতে আন্দোলন নতুন বেগ পায় এবং জুলাই-আগস্টের বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেন আবু সাঈদ। তার আত্মত্যাগের স্বীকৃতির জন্য বিপিএলের তিনটি ভেন্যুতেই আবু সাঈদ স্ট্যান্ড চালু করেছে বিসিবি। এছাড়াও মাঠে খেলা দেখতে আসা দর্শকদের বিনামূল্যে পানি বিতরণের জন্য মুগ্ধ কর্নারও রাখা হয়। আন্দোলন চলাকালীন গত ১৮ই জুলাই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পানি বিতরণের সময় নিহত হন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

ফাহিম জানান, পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পর সকল শহিদদের স্মরণে আরও উদ্যোগ নিবে বিসিবি। তিনি বলেন, আবু সাঈদ স্ট্যান্ড ও মুগ্ধ কর্নার জুলাই বিদ্রোহের প্রতীক। এই দু'টির মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে সকল শহিদদের স্মরণ করেছি। তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ আছে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে। আমরা তাদের সবাইকে মনে রাখার উদ্যোগ নিব। এটা হতে পারে বিসিবির কোনো জায়গায় বা অন্য কোনো জায়গায় তাদের নাম লেখা হবে।

স্টেডিয়ামের ভেতর দীর্ঘদিনের পানি সংকটের সমাধান করেছে মুগ্ধ কর্নার। অতীতে অস্বাভাবিক দাম দিয়ে পানি কিনতে হয়েছিল ক্রিকেটপ্রেমিদের। বিসিবির এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ভক্তরা। এটি নিয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেট কোচ এবং সংগঠক ফাহিম বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে দর্শকদের সমস্যা অনুভব করেছি। প্রচণ্ড গরমে খেলা দেখতে আসা দর্শকদের অস্বাভাবিক দাম দিয়ে পানি কিনতে হয়। সবাই এত বেশি দাম দিয়ে পানি কিনতে পারে না। মুগ্ধ কর্নার সমস্যার সমাধান করেছে। আরও একটি নতুনত্ব এবারের বিপিএলে দেখা গেছে। প্রতিটি ভেন্যুতে জিরো ওয়েস্ট জোন ও গ্রিন কর্নারও দর্শকদের মনে করিয়ে দেয় যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের পরিবেশের যত্ন নিতে হবে।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# নারীদের রেকর্ড অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্দা নামলো যুব উৎসবের

রেকর্ড সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণে 'আসুন দেশ বদলাই, আসুন পৃথিবী বদলাই'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া বাংলাদেশের যুব উৎসব ২০২৫ শেষ হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তরুণীদের এই বিশেষ পরিবর্তন ছিল চোখে পড়ার মতন। এই উৎসবে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এবং বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন ধরনের খেলায় নারীরা অংশগ্রহণ করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে কমপক্ষে ২ লাখ ৭৪ হাজার নারী ও তরুণী ২ হাজার ৯৩১টি ক্রীড়া ইভেন্ট এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ইভেন্টে সর্বমোট ম্যাচের মধ্যে কমপক্ষে ৮৫৫টি ছিল ফুটবল ম্যাচ এবং এগুলোর মধ্যে কিছু অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ পর্যন্ত এত বেশি নারী এর আগে কখনও এত বিপুল সংখ্যক ক্রীড়া ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেননি।

অন্তর্বর্তী সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেশের পাঁচশোর বেশি গ্রামীণ উপজেলা শহরে নারীদের ক্রীড়া ইভেন্টগুলো ব্যাপক উদ্দীপনার সাথে আয়োজন করে, যেখানে হাজার-হাজার দর্শক উৎসবমুখর পরিবেশে এই ম্যাচগুলো দেখেছেন। অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমুন্নত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– নারী ক্রীড়াবিদদের রেকর্ড অংশগ্রহণ এবং তাদের উৎসাহিত করতে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতি ২০২৫ সালে বাংলাদেশের সমাজে নারীর অধিকারের প্রতি সমর্থনেরই সাক্ষ্য বহন করে।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

## তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ঝালকাঠিতে পাঁচশো গাছের চারা বিতরণ

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২৭শে জানুয়ারি সোমবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঁচশো গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব) মো. রুহুল আমিন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. জহিরুল ইসলাম এবং জেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম। এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গাছের চারা রোপনের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক নিয়মে গাছ লাগালে শতভাগ গাছ টিকে থাকে।

**প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন**

# তরুণরাই গড়িয়া তুলিবে নূতন পৃথিবী

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মহামতি সক্রেটিস বলিয়াছিলেন—'যুবকেরা আমাদের আশা, তাহাদের মধ্যে নূতন চিন্তাধারা, নূতন শক্তি এবং নূতন উদ্যম রহিয়াছে।' পবিত্র কুরআন শরিফের সুরা আর-রুম, আয়াত ৫৪-এ বলা হইয়াছে যে, মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বলতা হইতে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। এখানে মহান আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম ক্ষমতার আরো একটি পরিপূর্ণতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাহা হইল, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর। দুর্বলতার অর্থ হইল, শিশু অবস্থা। আর শক্তির অর্থ হইল—যৌবনকাল, যাহাতে দৈহিক ও জ্ঞান-বুদ্ধির শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, শক্তির স্তরটি হইল তরুণদের। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তরুণদের নিকট শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রতিটি যুগে তরুণ প্রজন্মই নূতন চিন্তাধারা, নূতন আন্দোলন এবং নূতন পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে। বাংলাদেশেও তরুণদের উদ্যম, সৃজনশীলতা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সমাজকে নতুন রূপ দিয়াছে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনেও তরুণদের অবদান অপরিসীম। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন দায়িত্বশীল তরুণ নেতৃত্ব বলিয়াছেন যে, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ আগামী দুই দশক ধরিয়া বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে তরুণদের প্রভাব অব্যাহত থাকিবে।

আমরা মনে করি, তরুণদের কেবল 'প্রভাব' নহে, তরুণরাই তাহাদের চিন্তাভাবনা, ধারণা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজকে ব্যাপকভাবে পুনর্নির্মাণ করিবে। নেলসন ম্যান্ডেলা যেমন বলিয়াছেন, 'আমি শিখিয়াছি যে বীরত্ব হইল প্রতিদিন উঠিয়া দাঁড়ানো।' তরুণরাই প্রতিদিন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, আমাদের এই বীরত্ব শিখাইতে পারে। তরুণদের দৈনন্দিন জীবনে যেই সকল চ্যালেঞ্জ আসে, তাহা মোকাবিলা করিতে তাহারা পিছু হটে না। ইহা যুগে যুগে সমগ্র বিশ্বেরই চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার কপালকুণ্ডলার উপকূলে সর্গে লিখিয়াছেন যে, উপকূলে আশ্রয় নেওয়া সকল নৌকাযাত্রীর হিতার্থে নায়ক নবকুমার কাঠ আনিতে গিয়াছিল। এইদিকে জোয়ার চলিয়া আসায় দ্রুত নৌকা ছাড়িতে হইবে বিধায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া গেল—কখন নবকুমার আসিবে; কিন্তু নবকুমার সহসা আসে না। তখন বাকি সকলে মিলিয়া নিজেদের প্রবোধ দিল 'নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য?' তাহার নবকুমারকে সেইখানে একাকী রাখিয়াই নৌকা লইয়া চলিয়া গেল। আর এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাইলাম সেই বিখ্যাত উক্তি—'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' সবুজের অভিযানে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা', তেমনি নবীন আর তরুণরাই চিরকাল আমাদের হতাশার সলতেতে আশার আলো জ্বালাইয়া দেয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ইংল্যান্ডে ৮২ বৎসর বয়সি ব্রিটিশ নারীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া ২০ বৎসর বয়সীয় এক ব্রিটিশ মুসলিম তরুণ মারা গিয়াছেন। তিনি মারা গিয়াছেন বটে, তবে তাহার বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সকলের নিকট প্রশংসিত হইয়াছেন তিনি। সেই সময় বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জে বখাটেদের কবল হইতে এক দম্পতিকে রক্ষা করিতে গিয়া ছুরিকাঘাতে সানজিদ দেওয়ান নামে এক তরুণ নিহত হইয়াছেন। এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা বলিয়া দেয়, এক মানুষের প্রাণ রক্ষার্থেও তরুণরা নিজেদের বিপন্ন করিতে দ্বিধা করে না। অর্থাৎ তাহারা সাহসী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং ন্যায়ের পক্ষে।

বস্তুত, তরুণদের হাতেই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদেরকে উৎসাহিত করিতে হইবে, তাদেরকে সুযোগ দিতে হইবে। তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তোলাটাই উন্নত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। আমাদেরও সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করিতে হইবে। এই জন্য তরুণদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। সুতরাং তরুণদের কেবল প্রভাব নহে, তরুণরাই গড়িয়া তুলিবে নূতন পৃথিবী।

*সূত্র: ইত্তেফাক, ২৪শে জানুয়ারি ২০২৫*

# ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে জেলায় জেলায় মেলা

তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ ও উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি বিশেষ উদ্যোগ ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’– স্লোগান সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব শুধু- একটি উৎসব নয়, এটি ছিল সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বন্ধনের এক মহামিলন। এ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত মেলা, পিঠা মেলা ও অন্যান্য প্রদর্শনী, যা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। আয়োজিত পিঠা মেলায় বিভিন্ন প্রকার দেশীয় পিঠার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঙালির গ্রামবাংলার খাবারের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। পাশাপাশি, বিভিন্ন শিল্প ও হস্তশিল্প মেলায় দেশীয় কারুশিল্প, কৃষিপণ্য ও তরুণ উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্যোগ প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। এসব আয়োজন তরুণদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সংস্কৃতির প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ধরনের আয়োজন শুধু বিনোদনের জন্য নয়, বরং সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি, ঐতিহ্যবোধ ও স্থানীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করতেও সহায়ক। ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’-এর এই উদ্যোগ তাই নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

**ঢাকা:** রাজধানী ঢাকায় চার দিনব্যাপী পার্বত্যমেলা ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর উদ্বোধন করা হয়। ২৯শে জানুয়ারি বুধবার ঢাকার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে পার্বত্যমেলা ও তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। মেলার উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টারা মেলার স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চার দিনব্যাপী এই মেলায় ৮৩টি স্টল স্থান পায়।

**নাটোর:** ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’– শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে ১০ই জানুয়ারি থেকে নাটোর জেলায় পাঁচ দিনব্যাপী লোকনাট্য প্রদর্শনী, লোক ও কারুশিল্প মেলা, বই ও পিঠা মেলা শুরু হয়। জেলা সদরে রাণীভবানী রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধন করেন নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন। এ সময় জেলা কালচারাল অফিসার মো. আবদুল রাকিবিল বারী জানান, মেলা প্রাঙ্গণে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত কারুশিল্প পণ্য, বই ও

*পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা ২৯শে জানুয়ারি ঢাকায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে পার্বত্য মেলা ও তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি*

পিঠার স্টল দিয়েছেন। একই সাথে প্রতিদিন লোকনাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন থাকছে। উৎসবের নানা আয়োজনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ দূষণ রোধসহ জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রতিভা অন্বেষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজন, অ্যাওয়ার্ড ও বৃত্তি প্রদান এবং বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সভা, সেমিনার ও কর্মশালা।

**জয়পুরহাট:** জয়পুরহাট জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করা হয়। ১৪ই জানুয়ারি মঙ্গলবার

*জয়পুরহাট জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন*

জেলা সদরের সার্কিট হাউস মাঠে এ মেলা উদ্বোধন করেন জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তার চৌধুরী। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তারুণ্যের উৎসবে জুলাই-আগস্ট স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এ মেলার আয়োজন করেছে জয়পুরহাট জেলা প্রশাসন। এ মেলায় ৫০টি স্টলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তরুণ উদ্যোক্তাগণ তাদের কার্যক্রম প্রদর্শন করে।

**লক্ষ্মীপুরঃ** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে তরুণ্যের উৎসব উপলক্ষে লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ১৪ই জানুয়ারি মঙ্গলবার তিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করা হয়। মেলার উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক রাজিব কুমার সরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্ধশতাধিক স্টল নিয়ে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসে। এ উৎসব উপভোগ করতে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। পিঠা মেলায় স্থান পেয়েছে জিরা পিঠা, ভাপা, নকশি, চিতই, পাঠিসাপটা, জামাই বরণ পিঠা, ডাল ও তালের পিঠাসহ অর্ধশতাধিক স্টলে প্রায় তিন শতাধিক পিঠার সমারোহ। এ মেলায় জেলার ৫টি উপজেলার সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

**রাঙ্গামাটিঃ** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী' বদলাই– স্লোগানকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১০ দিনব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাটি ১৬ থেকে ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজারস্থ শহিদ এম শুক্কুর স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে এ লোক ও কারুশিল্প মেলার উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এ মেলায় তরুণ উদ্যোক্তাসহ অন্যান্যদের অংশ নিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদানসহ ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের স্টলের পাশাপাশি, আলোচনা সভা, তরুণদের নিয়ে বিভিন্ন ইভেন্ট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়।

**কিশোরগঞ্জঃ** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– স্লোগানকে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জ জেলায় তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। ১৮ই জানুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টায় শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে উৎসব উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান। বই, দেশীয় পিঠা, প্রসাধনী, কারুপণ্য ও কুটিরশিল্প, ফাস্ট ফুড, ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়সহ মোট ৪০টি স্টল নিয়ে মেলার উদ্বোধন হয়। এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, যারা বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের পণ্যগুলো প্রচার-প্রসারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করাই সরকারের লক্ষ্য।

*কিশোরগঞ্জ জেলায় তারুণ্যের উৎসবের উদ্বোধন*

**কক্সবাজার:** বাংলাদেশ সার্ফিং এসোসিয়েশনের (বিএসএ) উদ্যোগে ২৯শে জানুয়ারি কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টে শুরু হয়েছে তারুণ্যের উৎসব। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– স্লোগানকে ধারণ করে সকালে জেলা প্রশাসনের উন্মুক্ত মঞ্চ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। বিপুল সংখ্যক নারী

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে কক্সবাজারে সার্ফিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম*

ও পুরুষ সার্ফারের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালিটি গোটা সৈকত এলাকা প্রদক্ষিণ করে। বিএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন রোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য ও সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর সাইফুল্লাহ সিফাত, সিনিয়ার সার্ফার শুক্কুর ও জাগো ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. আমজাদ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**টাঙ্গাইল:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই– এই স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইলে ১০ই ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে ১০ দিনব্যাপী তারুণ্যের মেলার উদ্বোধন করা হয়। এদিন জেলা প্রশাসন ও জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে জেলা প্রশাসক কার্যালয় সংলগ্ন জনসেবা চত্বরে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক। মেলায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের ৫৩টি স্টল অংশগ্রহণ করে। স্টলগুলোকে বইমেলা, পিঠা উৎসব এবং লোক ও কারুশিল্প এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া ১০ দিনব্যাপী এই মেলায় ইউথ ফেস্টের উদ্বোধন, জুলাই অভ্যুত্থানের চিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**ফেনী:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– শীর্ষক স্লোগানকে সামনে রেখে ফেনী জেলা সদরে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী তারুণ্যের মেলা শুরু হয়। এদিন শহরের পিটিআই মাঠে আয়োজিত এ মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন ফেনীর জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরও অনেক সরকারি পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইসমাইল হোসেন জানান, তারুণ্যের শক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ফেনী জেলা প্রশাসন আয়োজিত এ মেলায় পিঠা উৎসব, বইমেলা এবং লোক

*ফেনীতে সপ্তাহব্যাপী তারুণ্যের মেলা উদ্বোধন*

*তারুণ্যের উৎসব ও বসন্ত বরণ উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা সদরে দুই দিনব্যাপী পিঠা মেলা*

**বাগেরহাট:** তারুণ্যের উৎসব নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বাগেরহাট জেলা জেলা প্রশাসন ও জেলা বিসিক শিল্প নগরীর উদ্যোগে ১৯শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ দিনব্যাপী বিসিক উদ্যোক্তা মেলা শুরু হয়। জেলার পৌরপার্কে বুধবার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আরিফুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত বক্তারা বলেন, বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরীর ম্যাট্রেস, লিচুর পাল্প, কাঠের ঘর, কাঠের তৈরি সাইকেল যাচ্ছে বেলজিয়ামসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এছাড়া এখানে তরুণ নারী উদ্যোক্তারা মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি করেন। এ সময় প্রধান অতিথি মেলার স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। মেলায় নারীদের হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের পিঠা স্টলসহ ১৯টি স্টল ছিল। মেলাটি ২৮শে ফেব্রুয়ারি শেষ হয়।

**ঝিনাইদহ:** তারুণ্যের উৎসব ও বসন্ত বরণ উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা সদরে শোভাযাত্রা আলোচনাসভা ও দুই দিনব্যাপী পিঠা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে ১২ই ফেব্রুয়ারি সকালে কেসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ ক্যাম্পাসে এসে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে কেসি কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত পিঠা মেলা ও বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

*নওগাঁ সরকারি কলেজে পিঠা মেলা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী মেলা এবং বইমেলার*

মেলায় কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলির পসরা সাজায়। চিতই পিঠা, ভাপাপুলি, পাকান, কাটা পাকান, তারাপিঠা, রসমঞ্জুরি, ইলিশ পাকান, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, দুধ চিতইসহ হরেক পদের পিঠা মেলায় শোভা পায়। পিঠার স্টলগুলোতে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল।

**নওগাঁ:** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নওগাঁ সরকারি কলেজে পিঠা মেলা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী মেলা এবং বইমেলার আয়োজন করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলেজের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী মেলা হয়। মেলায় ৩৭টি স্টলের মধ্যে ২২টি পিঠার স্টল, ১৪টি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী এবং একটি বইয়ের স্টল ছিল। কলেজের ১৪টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ মেলায় অংশ নেয়।

*তথ্যসূত্র: বাসস*

# ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে কর্মশালা/আলোচনাসভা/সমাবেশ

তারুণ্যের শক্তি, উদ্যম ও সৃজনশীলতা একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। এই সত্যকে সামনে রেখে আয়োজন করা হয়েছে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’, যেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণরা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ভাবনার আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়েছে। এ উৎসবের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি ছিল জেলায় জেলায় কর্মশালা, সেমিনার, সমাবেশ ও আলোচনাসভা– যা তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই প্রতিবেদনে কয়েকটি জেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো, যা এই আয়োজনের গুরুত্ব ও প্রভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলবে।

**মেহেরপুরঃ** ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় ‘তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার জেলা সদর উপজেলার অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম। কর্মশালা উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নুর। এ কর্মশালায় ছাত্র, তরুণ, শিক্ষক, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা, এনজিও প্রতিনিধি ও জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণে ১২টি গ্রুপ অংশ নেয়। তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে সে বিষয় প্রতিটি গ্রুপ তাদের আলাদা আলাদা মতামত তুলে ধরেন।

**লক্ষ্মীপুরঃ** লক্ষ্মীপুর জেলায় ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ‘তারুণ্যের ভাবনায়, আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে ২১টি ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী এ কর্মশালা শুরু হয়। এ সময় সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জামশেদ আলম রানা কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। এ সময় ২১ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

**নাটোরঃ** নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে দিনব্যাপী ‘তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে জানুয়ারি সোমবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নাটোর জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কে এম আব্দুল মতিন সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া কর্মশালায় অন্যান্য কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় বক্তারা বলেন, দেশে তারুণ্যের শক্তি অপার সম্ভাবনাময়। এই শক্তিকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা গেলে দেশ এগিয়ে যাবে। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে কার্যকর সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

*তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় ‘তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালা*

**পিরোজপুরঃ** পিরোজপুর জেলায় র‍্যালি ও কর্মশালার মাধ্যমে তরুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী

*পিরোজপুর জেলায় র‍্যালি ও কর্মশালার মাধ্যমে তরুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন*

বদলাই'– স্লোগানে ২১শে জানুয়ারি জেলা স্টেডিয়াম থেকে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে একটি র‍্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালায় মিলিত হয়। র‍্যালি পরবর্তী 'তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে চাই তারুণ্যের শক্তিতে এদেশে আসবে টেকসই মুক্তি, অর্জিত হবে সাম্য এবং মানবিক মর্যাদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তাই আজ সময় এসেছে তারুণ্যের ভাবনায় বাংলাদেশ বির্নিমাণের।

**জয়পুরহাট:** জয়পুরহাট জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে 'তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ'– শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে জানুয়ারি বুধরার জেলা প্রশাসন আয়োজিত শহরের সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তার চৌধুরী। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে শতাধিক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেন।

**নরসিংদী:** স্টার্টআপ নরসিংদী ও নরসিংদী পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে ২৩শে জানুয়ারি তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে টেকসই শহর গড়ে তোলার লক্ষ্যে নরসিংদী পৌরসভা কনফারেন্স রুমে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি ও নেতৃত্বকে কাজে লাগিয়ে শহরের পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে তিনটি বিশেষ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পগুলো হলো– ইকোমুভস: যানজট ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে পরিকল্পিত পরিবহণ ব্যবস্থা, গ্রিন ওয়েস্ট: পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবনী সমাধান এবং ই-কন্ট্রাক্টর: প্রযুক্তিনির্ভর টেকসই শহর নির্মাণ সেবা। এ সময় প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকারের উপসচিব ও পৌর প্রশাসক মৌসুমী সরকার রাখী টেকসই উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পৌরসভার সিইও আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

**শেরপুর:** শেরপুর জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে 'বিজয়ের উল্লাস, তারুণ্যের উচ্ছাস'– শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭শে জানুয়ারি সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ রজনীগন্ধায় এ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হাফিজা জেসমিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান ভূঁইয়া ও প্রেসক্লাব সভাপতি কাকন রেজা। সভায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। একইসঙ্গে জুলাই-আগস্টের ঐক্য ধরে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

**টাঙ্গাইল:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ স্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে জেলায় এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি মঙ্গলবার জেলা যুব উন্নয়নর অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে 'বিজয়ের উল্লাসে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে'– শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আব্দুল্যাহ আল মামুন। এছাড়া জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার তাহলিমা জান্নাতের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল-আমিন কবির, জেলা যুব উন্নয়ন দপ্তরের উপ-পরিচালক ফাতেমা বেগম, জেলা সমন্বয়ক আল আমিন ও মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে কুমিল্লা (দক্ষিণ) জেলায় 'বিজয়ের উল্লাসে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে' শীর্ষক আলোচনাসভা*

**কুমিল্লাঃ** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে কুমিল্লা (দক্ষিণ) জেলায় 'বিজয়ের উল্লাসে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আমিরুল কায়ছার। জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পংকজ বড়ুয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফুল মালিক। জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে এ আলোচনাসভায় আরও অন্যান্য অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

**ফেনীঃ** ফেনী জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে 'তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ'– শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি মঙ্গলবার ফেনী সদরে শিশু নিকেতন কালেক্টরেট স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় জেলার সব উপজেলা থেকে মোট ৬টি দল অংশ নেয়। এর মধ্যে সেরা নির্বাচিত পরশুরাম উপজেলা দলকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালা আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল ফেনী পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এছাড়া কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

**নারায়ণগঞ্জঃ** নারায়ণগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তারুণ্য উৎসব উপলক্ষে 'বিজয়ের উল্লাসে, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি গণমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা যায়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা জেলার তরুণ প্রজন্মের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। তিনি প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত নারায়ণগঞ্জে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন, শীতলক্ষ্যা নদীর দূষণ প্রতিরোধ, যানজট নিরসন, মাদক নির্মূল, কিশোর গ্যাংয়ের উপদ্রব হ্রাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সাকিব-আল-রাব্বির সঞ্চালনায় সভায় বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গসহ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের প্রধানগণ, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই আন্দোলনের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারি 'জুলাই অনির্বাণ' প্রদর্শন করা হয়।

**মাগুরাঃ** মাগুরা জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে 'তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. অহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, তরুণরা দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। কর্মশালায় তরুণদের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন তরুণ সংগঠনের সদস্য, শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

*নওগাঁয় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ*

**নওগাঁ:** নওগাঁ জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে যুব ও উদ্যোক্তা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে জানুয়ারি বুধবার সদর উপজেলা মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইবনুল আবেদীনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে জেলার অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যুব ও উদ্যোক্তা সমাবেশে ২৭টি উদ্যোক্তা স্টল অংশগ্রহণ করে। সমাবেশের আগে প্রধান অতিথি জেলা বন বিভাগের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

**ঝালকাঠি:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– প্রতিপাদ্যে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি সোমবার বেলা ১১টায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝালকাঠির পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অন্তরা হালদার। ঝালকাঠি জেলা পরিষদ নির্বাহী কর্মকর্তা ইমরান শাহারীয়ারের সভাপতিত্বে এ কর্মশালা পরিচালিত হয়। তারুণ্য এক অসামান্য শক্তি, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট-এর পরিপূর্ণ সুফল পেতে তারুণ্য শক্তির যথাযথ ব্যবহারের বিকল্প নেই। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে চার উপজেলার শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা। তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান বলেন, বর্তমানে দেশ এক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যে সংস্কারের নেতৃত্বে আছে তরুণ সমাজ। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, কিছু কিছু সংস্কার না চাইলেও ঘটে যায়।

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠিত কর্মশালা*

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’– স্লোগানকে সামনে রেখে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ সারা দেশব্যাপী শুরু হয়। এ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই উৎসবের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়, যেখানে তরুণরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সচেতনতার পরিচয় দিয়ে তরুণরা রাস্তা, বাজার, বিদ্যালয়, পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে। এই উদ্যোগ শুধু পরিবেশ সুন্দর রাখার প্রচেষ্টা নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের মাঝে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক দায়িত্বশীলতা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তরুণদের এই উদ্যোগ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

**ঢাকা:** সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ডে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, জুলাই-৩৬ সংক্রান্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কর্মশালাসহ বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন চিরুনি অভিযান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন শাখা-১ এর ২২শে ডিসেম্বরের পরিপত্র অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত ১০টি অঞ্চলের ৭৫টি ওয়ার্ডে এ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩০শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন চিরুনি অভিযান পরিচালনার কাজ শেষ হয়। যেখানে গত এক সপ্তাহে ৪ হাজার ৭৮৪ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ২ হাজার ৬২৬ জন মশককর্মী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি লার্ভিসাইডিং ও অ্যাডাল্টিসাইডিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ১১ই জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘তারুণ্যের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজনসহ স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার হাত ধোয়ার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ’ শীর্ষক আন্তঃস্কুল বিতর্ক ও কলেজ পর্যায়ে ‘ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের চেয়ে ব্যক্তিগত সচেতনতাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ’ শীর্ষক বিতর্কের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ২৫শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি পর্যন্ত ডিএসসিসি ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় ডিএসসিসির

*তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন চিরুনি অভিযান কার্যক্রম*

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ঝিনাইদহে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও গ্রিন স্কুল ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পালিত*

অধীন এলাকায় বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। ২৫শে জানুয়ারি থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডিএসসিসির আওতাধীন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় রচনা, কুইজ, জুলাই-৩৬ সংক্রান্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা কর্মসূচি চলমান থাকে।

**ঝিনাইদহ:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানে জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে সদর উপজেলা প্রশাসনে উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও গ্রিন স্কুল ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পালিত হয়। ৯ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। এ সময় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। নিজের চারপাশ নিজেদের দায়িত্বে যদি পরিষ্কার রাখা যায় তাহলে নিজেরদের আঙ্গিনা, শহর, বাজার কখনোই অপরিষ্কার হবে না। তাই সবার আগে নিজের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার রাখতে সকলকে আহ্বান জানান। পরে এদিন সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি ঝিনাইদহ সরকারি বালক বিদ্যালয় গিয়ে শেষ হয়।

**নেত্রকোণা:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নেত্রকোণায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করা হয়। ১৯শে জানুয়ারি জেলা শহরের ঐতিহাসিক মোক্তারপাড়া মাঠে জিরো ওয়েস্ট ব্রিগেড নেত্রকোণার

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নেত্রকোণায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান*

আয়োজনে এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করে। এ অভিযানের উদ্বোধন করেন শিক্ষা ও আইসিটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীমা ইয়াসমিন। এ সময় চলমান আন্তঃজেলা প্রাথমিক ফুটবল টুর্নামেন্টের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতার জন্য এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি মাঠের চারপাশে অবস্থানরত সব খাবার দোকানের আশপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সঙ্গে ডাস্টবিন রাখার জন্য নির্দেশ দেন শিক্ষা ও আইসিটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শামীমা ইয়াসমিন।

**টাঙ্গাইল:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ স্লোগানে টাঙ্গাইল জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

*টাঙ্গাইল জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা অভিযান*

ও গ্রিন স্কুল ক্যাম্পেইন কর্মসূচি শুরু করা হয়। ২০শে জানুয়ারি সোমবার জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার আয়োজনে শহরের সার্কিট হাউসের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাঙ্গাইল কালেক্টরেট বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে বেলুন উড়িয়ে ও বৃক্ষ রোপণ করে গ্রিন স্কুল ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শরীফা হক। এ সময় বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শহরের শহিদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

**লক্ষ্মীপুর:** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বাদলাই'– এ স্লোগানকে সামনে নিয়ে লক্ষ্মীপুরে হাটবাজার ও সড়কের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ১৮ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সদর উপজেলার দালাল বাজারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম শুরু করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেপি দেওয়ান ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জামশেদ আলম রানা। উপজেলা প্রশাসন ও দালাল বাজার ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

দালাল বাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে এ কার্যক্রম শুরু করে বাজারের বিভিন্ন সড়কের আশপাশে পরিষ্কার করা হয়। পরে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ডাস্টবিন বিতরণ করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেপি দেওয়ান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জামশেদ আলম রানা, দালাল বাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

**নীলফামারী:** নীলফামারী জেলায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে জানুয়ারি শুক্রবার শহরের কেন্দ্রীয় শহিদমিনার চত্বরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন নীলফামারীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান। এর আগে একটি শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কর্মসূচির আয়োজন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। এ সময় জিরো ওয়েস্ট ব্রিগেডের সদস্যরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিচালনা করেন।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# তারুণ্যের উৎসবে সারাদেশে ক্রীড়ানুষ্ঠান

'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' কেবল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি তরুণদের শারীরিক সক্ষমতা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ উপলক্ষে সারাদেশে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, আরচ্যারি, কুস্তিসহ বিভিন্ন খেলায় তরুণরা অংশ নেয়। এই বিশাল আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), যা প্রতিযোগিতাগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিপিএলের সহযোগিতায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করা, পেশাদার কোচিং প্রদান এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ তৈরি করা হয়। এই প্রতিযোগিতাগুলো শুধু বিনোদনের জন্য ছিল না; বরং তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, দলগত সংহতি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করার মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন কেমন ছিল, তা নীচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

**ঢাকা:**

**জুনিয়র বালক ও বালিকা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা:** দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– প্রতিপাদ্য সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব পালিত হয়। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় দুই দিনব্যাপী জুনিয়র (অনূর্ধ্ব-১৯) বালক ও বালিকা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ১১ই ফেব্রুয়ারি শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে শেষ হয়।

*জুনিয়র বালক ও বালিকা ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা, ঢাকা*

টুর্নামেন্টের ফাইনালে বালক বিভাগে ফুয়াদ হাসান ফারদিল ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন মো. আব্দুল্লা আল সিয়ামকে। বালিকা বিভাগে এস কে পৃথা ১৫-২১, ২১-১১, ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়েছেন আফিফা খান অরিনকে।

ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে প্রথম এবং পরপর চারবার (১৯৭৫-৭৮) জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন রুমানা আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন (দ্বৈত বিভাগ) নাসরিন আলম বাবলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা। এছাড়াও অন্যান্য অতিথি ও ফেডারেশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

**মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট:** তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দুই দিনব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব-মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' ১৪ই ফেব্রুয়ারি শেষ হয়। ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে ৪টি দলে মোট ৬০ জন ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ওমেন ক্রিকেটার্স এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ন ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা রানার্স-আপ হয়। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও ওমেন উইং এর প্রধান মো. নাজমুল আবেদীন ফাহিম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী (ভারপ্রাপ্ত) আনজুমান আরা আকসির এবং সাধারণ সম্পাদিকা (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌ. ফিরোজা করিম নেলী।

**মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট:** বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের ইনডোরে ১লা ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট'। এই টুর্নামেন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা দল রানার্স-আপ হবার গৌরব

*তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে পুরস্কার প্রাপ্তরা, ঢাকা*

অর্জন করে। সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সভাপতি ডা. শেমিম আকা নাওয়াজ। বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী আঞ্জুমান আরা আকসির। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা প্রকৌশলী ফিরোজা করিম নেলীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। টুর্নামেন্টে ৩২ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে।

**দিনাজপুরঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে দিনাজপুর মিউনিসিপাল হাই স্কুলের আয়োজনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেলে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত স্কুল মাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টায় দিনাজপুর মিউনিসিপাল হাই স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'ক্রীড়াই সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন তৈরি করে'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নেজামুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মিরাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বক্তব্যে মিরাজুল বলেন, দেশে এখন তারুণ্যের উৎসব চলছে, এসবের মাঝে তরুণেরা আগামী দিনে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজকে আমাদের সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। এই বিষয়টি সকলকে মিলে সহযোগিতা করতে পারলে দেশ শক্তিশালী অবস্থানে উঠে আসবে।

**নীলফামারীঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নীলফামারীতে গ্রামীণ খেলা ও অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি জেলা সদরের বারুনীর ডাঙ্গা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিকেলে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলা ক্রীড়া দপ্তর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র। জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বারুনীর ডাঙ্গা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টিকেন্দ্রজিৎ রায় মিরু। আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতায় পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১২০ জন শিক্ষার্থী ১৯টি ইভেন্টে অংশ নেয়। ইভেন্টগুলো হলো– লং জাম্প, হাই জাম্প, ১শো মিটার, ২শো মিটার এবং ৪শো মিটার দৌড়, বালিশ খেলা, রশি খেলা, চাকতি নিক্ষেপ, যেমন খুশি সাজো, হাড়ি ভাঙা, বউচি, গোল্লা ছুট।

**ঝিনাইদহঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ঝিনাইদহে মিনি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ৭ কিলোমিটারের এ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ম্যারাথন শুরু হয়ে শহরের নির্ধারিত সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে শেষ হয়। সকাল ৯টায় পায়রা চত্বরে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়। প্রথম ১৩ জনকে পুরস্কার ও সনদ দেওয়া হয়। আয়োজকরা জানান, ম্যারাথনে শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেন। তরুণ-তরুণী, শিশু-কিশোরসহ নানা বয়সের অ্যাথলেটে এ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন।

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ঝিনাইদহে মিনি ম্যারাথন অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার গ্রহণ*

**বাগেরহাটঃ**

**প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্রীড়া উৎসবঃ** বাগেরহাট জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক আহমেদ কামরুল আহসান তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে অটিস্টিক শিশুদের অংশগ্রহণে এই ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন করেন।

জেলা প্রশাসক আহমেদ কামরুল আহসান বলেন, নানা সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের এগিয়ে নিতে হবে। শিশুদের এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে পৃথিবী বদলে যাবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলার এই শীর্ষ কর্মকর্তা। এ সময় বাগেরহাট জেলা ক্রীড়া অফিসার হুসাইন আহমাদ, জেলা শিশু কর্মকর্তা আছাদুজ্জামান, জেলা প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা শামীম আহসানসহ বিভিন্ন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পরেই শিশুরা মেতে ওঠে নাচ, গান ও বিভিন্ন খেলাধুলায়। সামাজিক আচরণে দুর্বল শিশুরা বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, বেলুন ফাটানো, ঝুড়ির মধ্যে বল ফেলা, চকলেট দৌড়সহ বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেন। নাচ ও গান পরিবেশন করেন অনেক শিশুরা। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে দারুণ খুশি হয়েছে সমাজে নানাভাবে পিছিয়ে পড়া এসব শিশু ও তাদের অভিভাবকরা। তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে অটিস্টিক শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া উৎসবে জেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

**সাঁতার প্রতিযোগিতাঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে তরুণ-প্রবীণদের অংশগ্রহণে বাগেরহাটে সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে শহরের মিঠাপুকুরে ১৯শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় শুরু হওয়া এ সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আরিফুল ইসলাম।

১৪টি ইভেন্টের এ প্রতিযোগিতায় শতাধিক সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। অনূর্ধ্ব-১৪ বালক-বালিকা, অনূর্ধ্ব-১৭ বালক-বালিকা, উন্মুক্ত পুরুষ-মহিলা, পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি সাঁতারুরা। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাহাবুবুর রহমান, বাগেরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শামীম হোসেন এবং সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে।

জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা হুসাইন আহমাদ বলেন, এই সাঁতার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাগেরহাটে তারুণ্যের উৎসব শেষ হলো। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে জানান। তিনি বলেন, ৩০শে ডিসেম্বর শুরু হওয়া তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে জেলায় ২৯টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

**নওগাঁঃ** নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসবের সমাপনী, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৫১ দিনব্যাপী আয়োজিত এই তারুণ্যের উৎসবে ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭টি ইভেন্টের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শত শত প্রতিযোগী অংশ নেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান ১৬ই ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যায়

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নওগাঁয় সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তরা*

উপজেলা স্মৃতিসৌধ চত্বরে আয়োজিত এ সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন । এ সময় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কামরুজ্জামান সরদারের সঞ্চালনায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**খাগড়াছড়িঃ** খাগড়াছড়িতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) ২০২৪ সমাপ্ত হয়। ৯ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে জেলা টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আয়োজনে সমাপনী খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মো. সহিদুজ্জামান। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি কর্মকর্তা রুমানা আক্তার ।

বালক বিভাগের ফাইনালে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গাছবান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দল ৪-০ গোলে রামগড় পাকনা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে। বালিকা

*খাগড়াছড়িতে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) ২০২৪ পুরস্কার প্রাপ্তরা*

বিভাগে খাগড়াছড়ি সদর বড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে পানছড়ি খর্গপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা জিতেছে। গত ৫ই জানুয়ারি থেকে খাগড়াছড়ির ৯ উপজেলার ৯টি দল অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এ টুর্নামেন্ট শুরু হয়।

অন্যদিকে ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের সভাকক্ষে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক-বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২৫ চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে খাগড়াছড়ি বালিকা অনূর্ধ্ব ১৭ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। এ সময় তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের নারী খেলোয়াড়রা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে। রূপনা চাকমা ও মনিকা চাকমাদের গোলে বাংলাদেশ নারী ফুটবলার দল সাফ গেমস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তিনি বলেন, খেলাধুলায় নবীন যারা তোমাদেরও সেরকম রূপনা চাকমা ও মনিকা চাকমার মতো প্রতিভাময়ী হতে হবে। তোমাদের খেলাধুলার মান উন্নত করতে কঠোর অনুশীলন করতে হবে।

**লালমনিরহাট:**

**ভলিবল টুর্নামেন্ট:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে 'বিজয়ের উল্লাসে নতুন বাংলাদেশ গড়া'র লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে লালমনিরহটে ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জানুয়ারি বিকেলে জেলার আদিতমারী উপজেলার জিএস মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে সাপ্টীবাড়ী ইউনিয়ন দল মহিষখোচা ইউনিয়নকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নুর-ই-আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এইচ এম রকিব হায়দার।

**কাবাডি অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা বিভাগ প্রতিযোগিতা:** বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে লালমনিরহাট জেলা পুলিশের সহযোগিতায় জেলা কাবাডি অনূর্ধ্ব-১৮ বালক ও বালিকা বিভাগের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় পাটগ্রাম থানা পুলিশ দল চ্যাম্পিয়ান ও লালমনিরহাট সদর থানা পুলিশ দল রানার্স-আপ হবার গৌরব অর্জন করে। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, লালমনিরহাট জেলা পুলিশ সুপার মো. তরিকুল ইসলাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে এ তথ্য জানা যায়।

**খুলনা:** তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ৫ই ফেব্রুয়ারি খুলনার রূপসা নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা বিভাগীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা রূপসা নদীর এক নম্বর কাস্টমস ঘাট থেকে খান জাহান আলী সেতু পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

যুব ও ক্রীড়া সচিব জানান, নৌকা বাইচ গ্রামবাংলার একটি ঐতিহ্য। এরই ধারাবাহিকতায় উৎসবমুখর পরিবেশে খুলনাবাসীকে নির্মল বিনোদন উপভোগের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এটি হচ্ছে তারুণ্যের উৎসবের অংশ। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে আমরা তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন করছি।

**রংপুর:** তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– প্রতিপাদ্যে রংপুরে বিভাগীয় পর্যায়ে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার রংপুর স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভাগীয় কমিশনার মো. শহিদুল ইসলাম প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন-এর সহযোগিতায় বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিস এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এ সময় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা উচিত। খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে।

অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতায় সবাই জয়ী হতে পারে না। অংশগ্রহণই বড়ো বিষয়। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখে খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় রংপুর বিভাগের আট জেলার অ্যাথলেটরা ১৮টি ইভেন্টে অংশ নেয়।

**চট্টগ্রাম:** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৮ম ভেন্যু হিসেবে চট্টগ্রামে ২রা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় আরচ্যারি প্রতিযোগিতা। এম এ আজিজ আউটার স্টেডিয়ামে সকালে আরচ্যারি র‍্যালি দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। চট্টগ্রামের সার্কিট হাউস থেকে বর্ণাঢ্য আরচ্যারি র‍্যালি শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এম এ আজিজ আউটার স্টেডিয়ামে শেষ হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে পিঠা উৎসব, আরচ্যারি প্রতিযোগিতা ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তারুণ্যের উৎসবের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড আরচ্যারি এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল। এছাড়া অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত আরচ্যারি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ১৭ জন আরচ্যারের মধ্যে রিকার্ভ একক ইভেন্টে লিটন স্বর্ণ, তামিম রৌপ্য ও আদনান ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। উল্লেখ্য তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর আরচ্যারি কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে নীলফামারী, ফরিদপুর, গাজীপুরের টঙ্গিস্থ আরচ্যারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোরের খুবজীপুর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ ৮টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**চুয়াডাঙ্গা:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এ প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৫ম ভেন্যু হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ২৭শে জানুয়ারি আরচ্যারি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জেলা প্রশাসক চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে চাঁদমারী খেলার মাঠে সম্পন্ন হয়। র‍্যালি শেষে আরচ্যারি টুর্নামেন্ট, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মো. জহিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫-এর আরচ্যারি প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন।

দিনব্যাপী আরচ্যারি টুর্নামেন্টে রিকার্ভ ডিভিশনে ৫৪ জন পুরুষ ও মহিলা আরচ্যার অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ একক ইভেন্টে সাকিব স্বর্ণ, শিহাব রৌপ্য ও শাহরুখ ব্রোঞ্জ এবং মহিলা একক ইভেন্টে তিশা স্বর্ণ, মৌ রৌপ্য ও মনিকা ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন।

**রাজশাহী:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ঢাকাসহ দেশের ৯টি ভেন্যুর মধ্যে ৩১শে জানুয়ারি রাজশাহী জেলায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে আদিবাসী মেয়ে ও ব্যান্ড বাদক দলের বর্ণিল সাজে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও পিঠা উৎসব, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, আরচ্যারি প্রতিযোগিতা ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজশাহী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মহিনুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড আরচ্যারি এশিয়া'র ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল। এছাড়া অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী জেলায় সিনিয়র ক্যাটাগরিতে পুরুষ ও মহিলা এবং জুনিয়র ক্যাটাগরিতে মহিলা বিভাগে দিনব্যাপী আরচ্যারি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ২০ জন আরচ্যারের মধ্যে সিনিয়র পুরুষ সেকশনে একক ইভেন্টে তুষার গোল্ড, নাঈম সিলভার ও সিয়াম ব্রোঞ্জ মেডেল লাভ করেন। মহিলা বিভাগে ইবসার আরাফাত গোল্ড, মীম সিলভার ও রাত্রি ব্রোঞ্জ এবং জুনিয়র ক্যাটাগরিতে মহিলা বিভাগে অত্তিন গোল্ড, ইতি সিলভার ও আলো আক্তার ব্রোঞ্জ মেডেল লাভ করেন।

*চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মো. জহিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ -এর আরচ্যারি প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন*

**নোয়াখালী:** 'সুস্বাস্থ্যের জন্য ম্যারাথন দৌড়'– এ স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নোয়াখালীতে প্রথমবারের মতো জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এবং নোয়াখালী সাইবার ওয়ারিয়র্স ও

*তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নোয়াখালীতে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত*

হ্যালো নোয়াখালীর আয়োজনে হাফ ম্যারাথন মাস্টার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি সকাল ৭টায় জেলা শহরের সোনাপুর জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয় এ ম্যারাথন। ৭ কিলোমিটার অতিক্রম করে ম্যারাথনটি শহিদ ভুলু স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের দুই শতাধিক নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ম্যারাথন মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সনদ, মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রথম ১০জন বিজয়ীকে সনদ, মেডেল এনং ক্রেস্ট তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

**ব্রাহ্মণবাড়িয়া:** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা)-২০২৫। জেলা পর্যায়ের ফাইনাল ম্যাচ ২৮শে জানুয়ারি দুপুরে শহরের নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। খেলাধূলা ছেলেমেয়েদের মেধার বিকাশ ঘটায়। আজকের খেলোয়াড়রা বিভাগীয় পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়ে খেলবে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাম উজ্জ্বল করবে বলে তিনি আশাবাদী।

*সিরাজগঞ্জে আয়োজিত জেলা পর্যায়ে অনুর্ধ্ব ১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিজয়ীরা*

**সিরাজগঞ্জ:** সিরাজগঞ্জের শহীদ শামসুদ্দিন স্টেডিয়ামে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত জেলা পর্যায়ে অনুর্ধ্ব-১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ হয়। বালক বিভাগের ফাইনালে বেলকুচি উপজেলা ১-০ গোলে উল্লাপাড়া উপজেলাকে এবং বালিকা বিভাগে টাইব্রেকারে উল্লাপাড়া উপজেলা ৩-১ গোলে শাহজাদপুর উপজেলাকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২৫শে জানুয়ারি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। ফাইনাল শেষে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গনপতি রায়ের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসক মো. কামরুল ইসলাম। এ সময় আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব জেলা পর্যায়ে অনুর্ধ্ব-১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিস পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

**সিলেট:** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে সিলেটে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে জানুয়ারি বুধবার সিলেটের ১৩ উপজেলার ১৩টি কলেজ ও সিটি করপোরেশনের ৩টি কলেজের অংশগ্রহণে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর,

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে বিকেলে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ফাইনালে ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর ডিগ্রি কলেজ ১-০ গোলে দক্ষিণ সুরমার জালালপুর ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত এবং আহত ছাত্র-জনতার রোগমুক্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

**লক্ষ্মীপুরঃ**

**ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাঃ** 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই প্রতিপাদ্যে তারুণ্যের উৎসবকে সামনে রেখে লক্ষ্মীপুরে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে জানুয়ারি বুধবার

*লক্ষ্মীপুরে জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বিজয়ীরা*

দুপুরে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ মাঠে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও পৌরসভার প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন। এর আগে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে সকালে থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষসহ ১৪টি দল অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেপি দেওয়ান, জেলা ক্রীড়া অফিসার মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা ফুটবল ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক সোহেল আদনান।

সমাপনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে মাদক মুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব চলছে। এই উৎসব বাস্তবায়নে জেলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় পাশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা প্রশাসন রয়েছে।

**অনুর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টঃ** তারুণ্যের উৎসবে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'– এই প্রতিপাদ্যে লক্ষ্মীপুরে জেলা পর্যায়ে অনুর্ধ্ব-১৭ বালক ও বালিকা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২৫শে জানুয়ারি শেষ হয়। বালক বিভাগে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা দল চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। ২৫শে জানুয়ারি বিকেল জেলা স্টেডিয়াম মাঠে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক রাজিব কুমার সরকারসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে জেলার ৫টি উপজেলা, থানা ও পৌরসভাসহ ৭টি দল অংশ নেয়।

**নড়াইলঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে নড়াইলে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই জানুয়ারি সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রাথমিক অফিস নড়াইল আয়োজিত বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে বালক ও বালিকা শাখার ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার জাহান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এ সময় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন ও শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

**বগুড়াঃ** তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এবং জায়ান্ট গ্রুপ ও রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস–এর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় 'তারুণ্যের উৎসব অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় যুব ভলিবল' প্রতিযোগিতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ফাইনাল খেলা ২০শে ফেব্রুয়ারি বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে পঞ্চগড় ২-০ সেটে দিনাজপুর এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বগুড়া ২-০ সেটে রাজশাহী জেলা দলকে পরাজিত করে। ফাইনাল ম্যাচে বগুড়া জেলা দলকে ৩-০ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পঞ্চগড় জেলা। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়ার

*বগুড়ায় শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে জাতীয় যুব ভলিবল প্রতিযোগিতা*

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পি. এম ইমরুল কায়েস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন সহ-সভাপতি ও রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের নির্বাহী পরিচালক এম এ লতিফ শাহরিয়ার জাহেদি এবং ফেডারেশনের আরও অনেকে।

**জয়পুরহাট:** দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেধাবী ক্ষুদে ফুটবলারদের বাছাইয়ের লক্ষ্যে জয়পুরহাটে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ১৪ই জানুয়ারি শেষ হয়। ১৫ই জানুয়ারি বুধবার বিকালে সার্কিট হাউজ মাঠে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টের বালিকা

*জয়পুরহাটে জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ীরা*

বিভাগে আক্কেলপুর উপজেলার দেবী শাউল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৩-০ গোলে হারিয়ে কালাই উপজেলার বলিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে বালক বিভাগে কালাই উপজেলার বলিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫-০ গোলে পাঁচবিবি উপজেলার রামভ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় । জয়পুরহাট জেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তার চৌধুরী।

**বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের আয়োজন:** তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের আয়োজনে স্কুল দলগত র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায় ওপেন বিভাগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ৫ খেলায় ১০ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জিতে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি গণমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা যায়। প্রথম রাউন্ডে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ৩.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪-০ গেম পয়েন্টে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ (গার্লসকে), তৃতীয় রাউন্ডে ৩-১ গেম পয়েন্টে উদয়ন বিদ্যালয়কে, চতুর্থ রাউন্ডে ৪-০ গেম পয়েন্টে চট্টগ্রাম কলিজিয়েট স্কুলকে এবং পঞ্চম রাউন্ডে ৩.৫-০.৫ গেম পয়েন্টে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজকে হারায়। সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ওপেন) দলের হয়ে অংশ নেন সাফায়েত কিবরিয়া আজান, রায়ান রশিদ মুগ্ধ, মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, মুহতাদি তাজওয়ার নাশিদ ও আবরার রিয়াজুল আহনাফ মোহাম্মদ।

ওপেন বিভাগে ৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স-আপ হয় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আদমজীর হয়ে কাজী ওবায়দুর রহমান আরিয়ান, আবু বকর সিদ্দীক, আনাহিদ আশরাফ, এ এস এম মাসরুর জামান ও আসওয়াত সিকতো অংশ নেন। ৬ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হন সানিডেল (গ্রিন)। বালিকা বিভাগে ৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এই দলের হয়ে অংশ নেন তাজমিন জাকারিয়া, মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার নীলাভা চৌধুরী, জোয়েনা মেহবিশ, সিদরাতুল মুনতাহা ও রায়িহা আফসিন। বালিকা বিভাগে আগামী চেস গিল্ড ৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স-আপ ও সোহাগ স্বপ্নধারা পাঠশালা-সি ৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়। আগামী চেস গিল্ড সুইচের হয়ে আয়েশা আক্তার হাবিবা, তানজিলা আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, জিনাত আক্তার শাহনাজ অংশ নেয়। ৫ রাউন্ড সুইস-লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ ইভেন্টে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল-এর ১৫টি স্কুল দাবা দল অংশগ্রহণ করে।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে বর্ণিল আয়োজনে ‘তারুণ্যের উৎসব’ উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ‘তারুণ্যের উৎসব’ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মিশনের মিলনায়তনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সুইজারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় চিত্রাঙ্কন ও কুইজ দুটি ক্যাটাগরিতে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ক্যান্টন থেকে আসা তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স

ছিল ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। চিত্রাঙ্কনের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল ‘জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান’, ‘দেশপ্রেম’, এবং ‘বিপ্লব ও প্রতিরোধ’। অন্যদিকে কুইজ প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল ‘জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান’, ‘সংস্কৃতি ও খেলাধুলা’, এবং ‘সমাজ ও সরকার ব্যবস্থা’।

অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল প্রতিযোগিতার পূর্বে আলোচনাসভা। বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কাউন্সিলর ফজলে লোহানী বাবু প্রতিযোগিতার সকল অংশগ্রহণকারীকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়, বিশেষত জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং দেশের প্রতি তরুণ প্রজন্মের দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা বাংলাদেশ ও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন। তারা উল্লেখ করেন যে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। বিশেষত, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তার দাবি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল তরুণ প্রজন্মের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশি তরুণরা দেশ ও সমাজ গঠনে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তোমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসা এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার এবং মিশন তোমাদের যে-কোনো প্রয়োজনে সবসময় পাশে থাকবে। তিনি আরও বলেন, বিশ্বে কেউ কাউকে অধিকার এনে দেয় না, বরং নিজের প্রচেষ্টায় তা অর্জন করতে হয়। এ সময় তরুণদের দেশ গঠনে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিশনের পক্ষ থেকে উপহার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন রাষ্ট্রদূত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

এই আয়োজনটি প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে একটি বড়ো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া এটি তরুণ প্রজন্মকে দেশ গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করবে। বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতেও তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

‘তারুণ্যের উৎসব’ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জেনেভায় প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণদের নিয়ে এমন চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এটি তাদের বাংলাদেশি ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন আরও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে জাতীয় চেতনা আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

*[তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম সংবাদ]*

*উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ১৩ই জানুয়ারি বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গণে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দূতাবাস ও উজবেকিস্তান ক্রিকেট ফেডারেশনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফ্রেন্ডশিপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেষে খেলোয়াড়রা ফটোসেশনে অংশ নেন– পিআইডি*

# উজবেকিস্তানে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন

উজবেকিস্তানের তাসখন্দে বাংলাদেশ দূতাবাস ১৩ই জানুয়ারি 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপন করে। দূতাবাস ও উজবেকিস্তান ক্রিকেট ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত

ফ্রেন্ডশিপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনের উদ্বোধন করা হয়।

উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এ উৎসব উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন দুদেশের জনগণ ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। উজবেকিস্তান ক্রিকেট ফেডারেশনের সভাপতি আজিজ গেবুল্লাভিচ মিহলিভ ও উজবেকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ উজবেকিস্তান ক্রীড়া অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে দূতাবাসে উজবেকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে 'বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তান সম্পর্ক: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও আগামীর পথচলা'– শীর্ষক একটি ইন্টারএক্টিভ ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়। উজবেকিস্তান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস, সেন্ট্রাল এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েবস্টার বিশ্ববিদ্যালয়সহ উজবেকিস্তানের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে দুদেশের বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ককে আরও দৃঢ় ও ফলপ্রসূ করতে তাদের সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী প্রস্তাবনাসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির ওপর আলোকপাত করেন। এছাড়া তিনি দুদেশের মধ্যকার শিক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিষয়ক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইন্টারএক্টিভ ডায়ালগ শেষে উজবেকিস্তান ইয়ুথ এজেন্সির সহযোগিতায় 'তারুণ্য শক্তি জাতি গঠনে প্রধান নিয়ামক' বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তাগণ বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণদের নানা ক্ষেত্রে সফলতার কথা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন। পরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে ফুড ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়। যেখানে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকবৃন্দসহ উজবেকিস্তানের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

# গ্রিসে বাংলাদেশ দূতাবাসে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'–এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গ্রিসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণে এক আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় তারুণ্য উৎসব ২০২৫। গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনার সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ নিয়ে তাদের ভাবনা ও ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চায় এসব বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করেন গ্রিসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোররা। গত ২৬শে জানুয়ারি রবিবার এ অনুষ্ঠান হয়।

উৎসবটির বিশেষ আকর্ষণে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট দুই চিত্রশিল্পী ভেরোনিকা আরগুয়েলো এবং মিজ শ্যারন, তারা তাদের শিল্পকলা ও চিত্রাঙ্কন কলাকৌশল তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে বিনিময় করেন। তাদের অভিজ্ঞতা এবং কর্মশালা তরুণ-তরুণীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে উঠেছিল। মনোমুগ্ধকর এই পরিবেশে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও দায়িত্ব নিয়ে সচেতন হবে, তারুণ্য উৎসব ২০২৫ তাই প্রমাণ করেছে, তরুণ প্রজন্মই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল চালিকাশক্তি।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাতজন তরুণ-তরুণী বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী নুসরাত জাহান স্নেহা ও মালিহা রহমান জুলাই-আগস্ট ২০২৪ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট এবং এর সঙ্গে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের গৌরময় অধ্যায়ের তুলনা করেন। তারা বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও নৈরাজ্যমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান।

ফাইজা মকলেছুর জেন জি-এর ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, তরুণরা শিক্ষা, উদ্ভাবন, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে তরুণ প্রজন্মই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত নাহিদা রহমান সুমনা বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর। তিনি উল্লেখ করেন, জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪-এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম দেশের স্বৈরাচার থেকে মুক্তি এনে সাম্য ও টেকসই অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। তরুণদের এই সংগ্রামী চেতনা ও উদ্যোগকে আরও জাগ্রত করতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

*[তথ্যসূত্র: জাগোনিউজ২৪]*

*১লা ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশ দূতাবাসে 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপিত হয়– পিআইডি*

# ইয়াঙ্গুনে তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন

ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারি দূতাবাসের বরাত দিয়ে তথ্য অধিদপ্তর জানান, গত ১লা ফেব্রুয়ারি ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে তারুণ্যের এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'এনগেজিং ইয়ুথ, কানেক্টিং ফিউচার'। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, তরুণরা তাদের কর্মচাঞ্চল্য, আবেগ এবং উদ্যোগ দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে সক্ষম। তাদের মাধ্যমেই বিশ্বজুড়ে পরিবর্তন আসবে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ড. হোসেন বলেন, তরুণরাই পারে দুদেশের মানুষের মধ্যেকার বন্ধন জোরদার করতে। তাদের মাধ্যমেই আগামী দিনে সুন্দর, স্বপ্নময় কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যের শুরুতে জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে পোশাক, সংস্কৃতি এবং খাবারে সাদৃশ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই মিল দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে পারে।

আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় ছিল তরুণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন খেলাধুলা, বাংলাদেশি পোশাক, পাট ও চামড়াজাত পণ্যের প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মেহেদি লাগানো, মাটির পাত্রে আলপনা, বাংলাদেশি শাড়ি-পাঞ্জাবি পরিধান, দেশাত্মবোধক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন এবং বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন।

মিয়ানমারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, বাংলাদেশ কমিউনিটি এবং দূতাবাস পরিবারের সদস্যসহ প্রায় দুইশো তরুণ-তরুণী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা, পর্যটনকেন্দ্র, মৃৎশিল্প, পাটশিল্প, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য, সিরামিক এবং রপ্তানিযোগ্য পোশাকের বেশ কয়েকটি স্টল প্রদর্শিত হয়।

*[তথ্যসূত্র: বাসস]*

## পিরোজপুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তারুণ্যের বইমেলা

পিরোজপুর জেলায় 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৮০নং পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তারুণ্যের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের বইমেলার প্রতি গুরুত্ব, জ্ঞান অর্জন ও বইয়ের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি এবং স্বাধীন পাঠক তৈরিতে উৎসাহিত করতে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় পিরোজপুরের ৮০নং পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ বইমেলার আয়োজন করেন এডুকেশন ট্রান্সপারেন্সি।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহেলী আশফিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তফা কামাল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা মেলার প্রত্যেকটি স্টল ঘুরে বিভিন্ন বই সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। আয়োজক সংস্থা এডুকেশন ট্রান্সপারেন্সি কর্তৃপক্ষ জানান, পিরোজপুর সদর উপজেলার ১৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের বইমেলার আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

**প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ**

## তরুণের জয়গান

**ফরিদুল ইসলাম**

আমরা অগ্নি আমরা ঝড় আমরা তরুণ দল,
দেহে মোদের শক্তি আছে মনে প্রবল বল।

আমি তরুণ তুমি তরুণ রক্ত মোদের তাজা,
তেড়াবেড়া বক্রতাকে মোরাই করবো সোজা।

ছুটবো আমরা ঝড়ের বেগে অন্যায়েরই পিছে,
আমরা তরুণ রক্ত গরম ভয় আছে আর কীসে?

সাফল্যতে আমরা সেরা ইতিহাসে কয়,
আমরা তরুণ আমরা যুবক মাথা নোয়াবার নয়।

ঝড়ঝাপটা পিছে ফেলে ছুটবো মোরা আগে,
ভয় ভীতি আর অলসতা কাপুরুষদের মাগে।

আমরা অগ্নি আমরা ঝড় আমরা তরুণ দল,
দেহে মোদের শক্তি আছে মনে প্রবল বল।

বাহান্নোতে ছিলাম মোরা বাষট্টিতে তেজী ,
জুলুমবাজ আর অত্যাচারীকে পান্টি নিয়ে খুঁজি।

তেষট্টিতে মাথা গরম উনসত্তরে বাজী,
অকর্মা সব আগাছাকে পায়ে মাড়ায় আজি'ই।

সত্তরে জয় পেয়েছি একাত্তরে স্বাধীন,
আমরা উম্মাদ আমরা মুক্ত কে করিবে অধীন?

আমরা অগ্নি আমরা ঝড় আমরা তরুণ দল,
দেহে মোদের শক্তি আছে মনে প্রবল বল।

## তরুণের জয়গান

**অবিরুদ্ধ মাহমুদ**

আমি দুরন্ত তরুণ,
আমি অশান্ত জাগ্রত বরুণ।
আমি দুর্দম্য- দুর্বার, তীক্ষ্ণ-তিক্ত,
নতুনত্বের উন্মাদনায় আমি সিক্ত।
আমি মানি না ধৈর্যের বাধ,
আমি যে চেতনায় উদ্দাম প্রতিবাদ।
আত্মপ্রত্যয়ে আমি যে সীমাহীন,
আমার হাতেই বাজে প্রতিবাদী বীণ।

আমি উত্তাল-অশান্ত,
আমি মুছে দিব সদাই আছ যা ভ্রান্ত।
আমি যে শানিত ধার উন্মুক্ত তরবারির,
আমি সম্মুখে যা পাই করি যে চৌচির।
আমি যে সতেজ প্রাণের স্পন্দন,
আমি মানি না কোন বন্ধন।

আমি বীর!
আমি প্রতীক চির শক্তির।
আমি দুর্দিনের অগ্রগামী,
নিরাশার আশা আমি।
আমি দুর্দমনীয়ার অরুণ-বরুণ,
আমি যে চির তরুণ।

আমি যে চির তরুণ নিবেদিত প্রাণ,
গেয়ে যাই তাই তারুণ্যের জয়গান।

## রোদের অক্ষরে লেখা হোক

**জাকির আবু জাফর**

উঠোনের রোদগুলো ফের সাজিয়ে নিতে চাই
ফের চাই সূর্যের সাথে একান্ত  সংলাপ
রোগাক্রান্ত ব্যাধীগ্রস্ত স্যাঁতস্যাঁতে হৃদয়গুলো
শুকিয়ে নেয়া ভীষণ জরুরি!

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে
যুদ্ধ বিগ্রহ আর আণবিক উত্তাপ থেকে
ঘৃণা ও প্রতিশোধের অগ্নি থেকে এবং
ফেরাউনি নমরূদ ও সকল স্বৈরাচার থেকে
মুক্তির মিছিল হাঁকিয়ে চাই মানবিক সংলাপ!

আমার বুকের ভেতর হাজার হাজার সূর্যের চোখ
সহস্রাধিক মরুভূমি পেরিয়ে চুম্বন করে সবুজ হৃদয়
এ হৃদয়টি রুয়ে দিতে চাই প্রেমে প্রার্থনায় এবং
ভালোবাসার চির বীজতলায়

জানি দৃষ্টির ফুল ফুটলেই সহসা চোখ হবে অর্থপূর্ণ  অন্তর্ভেদী এবং নিশ্ছিদ্র দ্রষ্টা
নিপীড়ক অবিচারী এবং জালিম অন্তরগুলো দেখতে কার ইচ্ছে হয় বলুন
তবু মানুষের মানচিত্রে এসব হায়নাদের উল্লম্ফন
শাসন যখন শোষণের হাতিয়ার
তাকে প্রতিরোধে ঝাঁজরা করার ইচ্ছে কি অন্যায়!

এইসব ইচ্ছে এখন আন্তর্জাতিক
যেখানে শাসক হয় শোষক, সেখানেই প্রতিরোধ
সেখানেই গণজাগরণ গণঅভ্যুত্থান গণবিপ্লব
সেখানেই মানবিক পতাকা, মানুষের নিশান

রোদের অক্ষরে লেখা হোক মানুষের মর্যাদা!

## দেশের ছড়া

**আবুল হোসেন আজাদ**

আমরা এনেছি নতুন সূর্য
আঁধারের বুক চিরে,
আমরা করেছি রাহুমুক্ত
আমাদের দেশটিরে।

স্বৈরমুক্ত করেছি এই দেশ
ষোলোটি বছর পর,
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নেই কোনো ভয়ডর।

এখন এদেশে হয়েছে যে
স্বৈরাচারের পতন,
গড়বো এবার আমাদের দেশ
করে মনের মতন।

আমরা দেশের আমরা শক্তি
তারুণ্য দীপ্ত দল,
সব শেষ হবে দেশের বিরুদ্ধে
হীন চক্রান্ত ছল।

## তরুণের জয়ে

**গোলাম নবী পান্না**

তরুণের জয়ে হাসে আলোকিত ভোর
খুলে যায় স্বাধীনতা, বিজয়ের দোর।

বিশ্বজয়ের পথে তরুণের হাত
সরিয়েই দেয় জানি অমানিশা রাত।

রাত ভুলে প্রেরণায় জেগে ওঠে জাতি
দেশ নিয়ে স্বপ্নের শুরু মাতামাতি।

মেতে ওঠে নদীঢেউ, পাখিরাও তাই
এভাবেই বিজয়ের মিল খুঁজে পাই।

ঝিরিঝিরি হাওয়াতে পাতারাও নাচে
বিজয়ের আনন্দ তাতে মিশে আছে।

# অনাদৃতের দ্যুতি

**মোহাম্মাদ জালাল উদ্দিন**

সহকারী শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার সংবাদটি পেয়ে আমার পরিবারের সদস্যগণ বেশ আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত হলো। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসে নিমিষেই ভাটা পড়ল যখন জানতে পারল পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে যোগদানের পর আমাকে পরিবার ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে হবে। প্রমোশনে কিছু বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি পেলেও কষ্টাদি বৃদ্ধি পাওয়ার দুশ্চিন্তায় গিন্নির অবস্থান চলে এলো আনন্দ-বেদনার মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায়। পোস্টিং কোথায় হবে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম। এক্ষেত্রে অফিসের কেরানিবাবুরা হলেন তথ্যভাণ্ডার। কেরানিবাবুর কাছে সব খবর থাকে। বড়োকর্তার মনে না থাকলেও কেরানিবাবুর সব থাকে মুখস্থ। অফিসারগণ নিয়মিত বদলি হলেও কেরানিবাবুরা থেকে যান বহাল তবিয়তে। নিজ এলাকার বাইরে বদলি না থাকায় বেশ দাপটের সাথেই তারা চাকরি করেন। কেরানিবাবুর কাছেই জানতে পারলাম, বর্তমানে কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আপাতত আমাকে সেখানেই পোস্টিং দেওয়া হবে।

কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার পোস্টিং হলো। কুতুবপুর শেরপুর সদর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে দুর্গম একটি গ্রাম। প্রভাবশালীদের আত্মীয়স্বজনরা কুতুবপুরের মতো গ্রামগুলোতে কখনও চাকরি করতে যান না। আমার মতো গোবেচারা টাইপের লোকেরা যেতে বাধ্য হন। গ্রামটিতে বিদ্যুতের খুঁটি পোতা হয়েছে সবেমাত্র। কুপি এবং হারিকেনের আলোই এখনও গ্রামটিকে আলোকিত করে চলেছে। রাস্তা কাঁচা। সাইকেল ছাড়া রিকশাতেও শহর থেকে আসা-যাওয়া করার কোনো সুযোগ নেই। আমার বাড়ি নালিতাবাড়ি থেকে শেরপুর শহর হয়ে কুতুবপুর পৌঁছতে কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। শহরে না থেকে কুতুবপুর গ্রামেই বাড়িভাড়া করে থাকার মনস্থ করি।

অজপাড়া গাঁ। টিনের বাড়িঘর। বাড়িভাড়া দেওয়া যাবে সেরকম চিন্তা কারোর মাথায়ই আসার কথা না। সঙ্গত কারণে বাড়িগুলোও ভাড়া দেওয়া বা নেওয়ার মতো নয়। বিদ্যালয়ের সভাপতি মহাশয় একটা লজিং ঠিক করে দেন। আপাতত লজিং বাড়িতেই আমার বসবাস শুরু হলো।

প্রধান শিক্ষকের জন্য আলাদা কোনো রুম নেই। একই রুমে আমরা সকল শিক্ষক বসি। সাদ্দাম নামক চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রকে নিয়ে বেশ রসালো আলাপ চলে বলে মনে হলো। হেডস্যার সমর বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শরিফ সাহেব আপনার সাথে কি প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পরিচয় হয়েছে? অন্য সহকর্মীগণ মুখ টিপে হাসছেন। আমি বললাম, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম তো সে কবেই মারা গেছেন। তার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার তো কোনো সুযোগই নেই। এবার সবার মাঝে হাসির রোল পড়ল। হেডস্যার বললেন, খুব শীঘ্রই আপনার সাথে তার

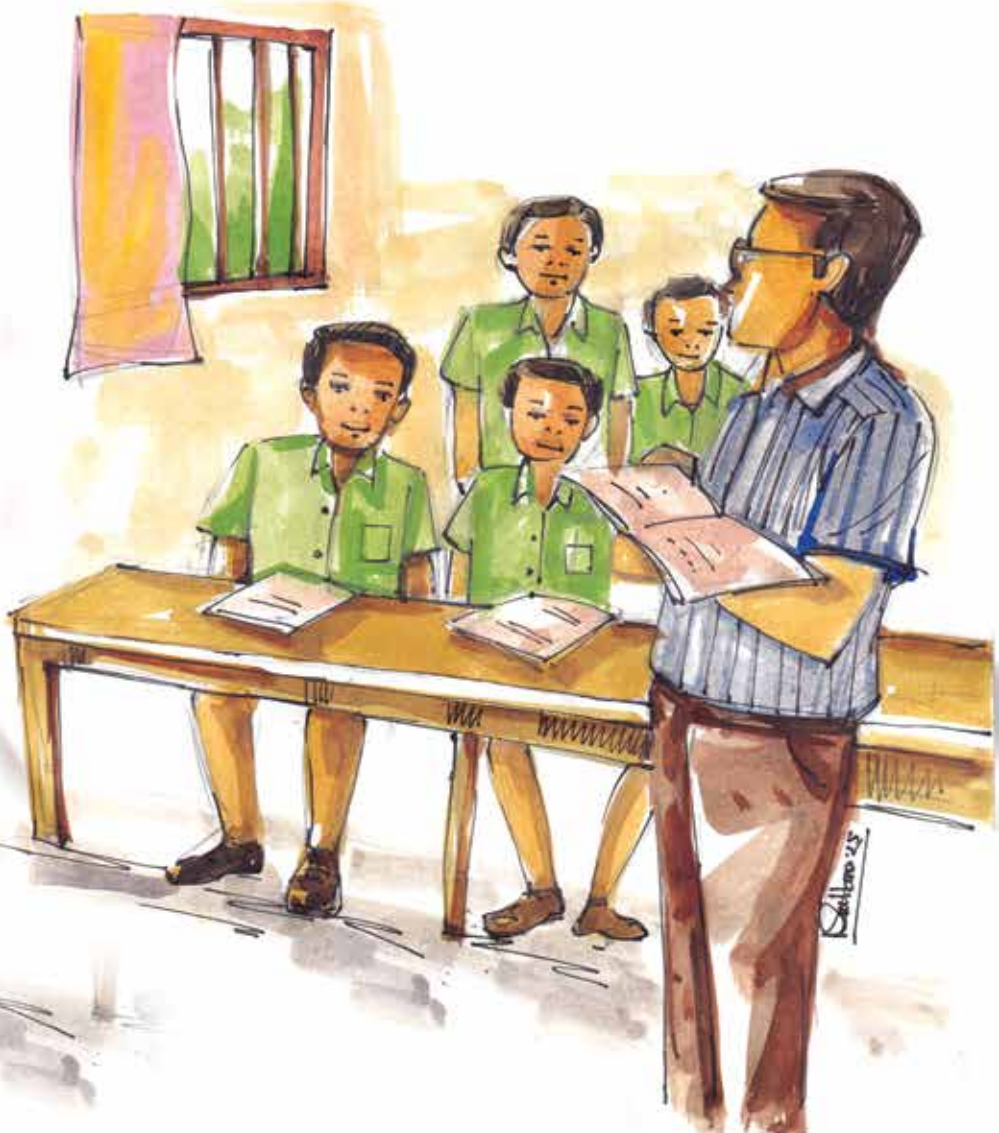

দেখা হবে। কথা শেষ হতে না হতেই পঞ্চম শ্রেণির একছাত্র এসে জানালো, সাদ্দাম পঞ্চম শ্রেণিতে বসে আছে। শিক্ষকগণ একে অপরের দিকে তাকালেন। হেডমাস্টার সমরবাবু ভাবতে লাগলেন কাকে পাঠানো যায় সাদ্দামকে তার ক্লাসে ফেরত আনতে। হেডস্যার আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, শরিফ সাহেব, বিষয়টি আপনি দেখুন।

আমার সাথে গুণধর সাদ্দামের তখনো পরিচয় হয়নি। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে ঢুকার সাথে সাথে একজনকে দেখলাম বেঞ্চ থেকে উঠে বের হয়ে যাচ্ছে।
– এই তুমি বের হয়ে যাচ্ছো কেন?
– আমি এই কেলাসে পড়ি না।
– কোন ক্লাসে পড়?
– কেলাস ফোরে। এই কেলাসে আমার পরিচিত ছাত্র আছে। তাই ওর সাথে বইসাছিলাম।
– এখন কোথায় যাও?
– আমার কেলাসে।
– তোমার নাম কি সাদ্দাম?
– জী স্যার।

সাদ্দাম তার ক্লাসে চলে গেল। গায়ে নোংরা ময়লা একটি শার্ট। মনে হচ্ছে এইমাত্র মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। মুখে বালি লেপ্টে গিয়ে চিকচিক করছে। পায়ে কোনো জুতা নেই। পরনের হাফপ্যান্ট ইলাস্টিক ছিড়ে যাওয়ায় মোটা সুতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু চোখে-মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব আছে। মনে হচ্ছে কিছু করার জন্য তার হাত নিশপিশ করছে। আদেশ করা মাত্র দৌড় দিবে।

চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসে আমাকে পাঠানো হলো। ক্লাসে ঢুকামাত্রই সাদ্দামের বিরুদ্ধে নালিশ আসা শুরু হলো। সাত-আটজন একযোগে দাঁড়িয়ে গেল। সাদ্দাম আমাকে ধাক্কা মারছে স্যার, আমাকে উঠাই দিছে স্যার, আমাকে ভেংচি দিছে স্যার, আমাকে ঘুসি মারছে স্যার, আমার পায়ে পাড়া দিছে স্যার, আমার শার্ট ময়লা করে দিছে স্যার, আমার নাস্তা খেয়ে ফেলছে স্যার ইত্যাদি নানান অভিযোগ সবাই একযোগে করতে লাগল। আমি তাদেরকে বসতে বললাম। সাদ্দামের সাথে আজই আমার প্রথম দেখা। বিচার করার আগে আমার কাছে মনে হলো তার স্বভাব-চরিত্র এবং মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে জানা দরকার। শিশুদের করায়ত্তে আনার প্রথম অস্ত্র হলো আদর-স্নেহমিশ্রিত বাক্য ব্যবহার। ভাবলাম প্রথমে এই অস্ত্রটিই ব্যবহার করব।

সাদ্দাম সামনের বেঞ্চে বসেছে। আমি সাদ্দামকে দাঁড়াতে বললাম। সে দাঁড়ালো। আমি আস্তে আস্তে তার কাছে গেলাম। সে ভয় পাচ্ছে না। মাথা কিছুটা নীচু করে আছে। আমি তাকে মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, সাদ্দাম সকালে খেয়েছ? সে বলল, খেয়েছি স্যার। কী খেয়েছ? সে একটু নীচু স্বরে বলল, পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে পান্তা-ভাত। মনে হলো সে কিছুটা বিব্রত। আমি নিছক আদরের ছলে তাকে বললাম, তুমি তো খুবই ভালো ছেলে, সাদ্দাম। তোমাকে তো আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমার পছন্দের কেউ তো দুষ্টুমি করতে পারে না। বলেই, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। তার চোখ দুটো ছলছল করছে। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। ক্লাসের পুরো সময় সে কোনো কথা বলল না। আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। মনে হলো, আমার প্রাথমিক অস্ত্র সফলভাবেই প্রয়োগ হয়েছে। ক্লাস শেষে আমি সাদ্দামকে বললাম, তুমি আমার সাথে এসো। সে আমার সাথে আসলো।

শিক্ষকরুমে আমি আর সাদ্দাম ছাড়া কেউ নেই। সাদ্দামকে আরও কিছু আদর-সোহাগ করা প্রয়োজন মনে করলাম। সাদ্দাম, আমি শুনেছি তুমি অনেক মেধাবী ছাত্র। মেধাবীদেরকে আমি খুবই পছন্দ করি। মেধাবী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কেউ নালিশ করলে আমি খুবই কষ্ট পাই। আমি তার মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, আমি চাই তোমাকে সবাই ভালো বলুক। কেউ তোমার বিরুদ্ধে নালিশ না করুক। সাদ্দাম এবার কেঁদে ফেলল। কেঁদে কেঁদে বলল, আমার সাথে কেউ ভালো ব্যবহার করে না স্যার। সবাই তুই-তুকারি করে। চড়-থাপ্পড় মারে। আমি আপনাকে কথা দিলাম স্যার, আর দুষ্টুমি করব না।

হেডমাস্টার সমরবাবু ক্লাস শেষ করে শিক্ষকরুমে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখেই মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সাদ্দামকে কেমন দেখলেন? দুষ্টের শিরোমণি। পড়ে সে ফোরে। কিন্তু কখনো বসবে থ্রিতে, কখনো ফাইভে। একে ধাক্কা দিবে। ওকে কিল দিবে। বেঞ্চে পা উঠিয়ে বসে থাকবে, আরও কত কী যে শুনবেন। শারীরিক শাস্তি নিষেধ থাকলেও তার বেলায় আমরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সমরবাবু বলে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমার মনে হয় শারীরিক শাস্তি ছাড়াও তাকে শান্ত রাখা সম্ভব। সম্ভব হলে তো খুবই ভালো, দেখেন পারেন কিনা বলেই সমরবাবু ফাইলপত্র দেখতে লাগলেন।

আমার ক্লাসে সাদ্দাম কোনো দুষ্টুমি করে না। কিন্তু অন্য শিক্ষকদের ক্লাসে সে আগের মতই দুষ্টুমি চালিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণির দুজন ছাত্রের অভিযোগ, তাদেরকে দিয়ে প্রতিদিন সাদ্দাম তার বইখাতা আনা-নেওয়া করায়। তাদের দুজনকে সাদ্দামের বইখাতা বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয় এবং স্কুলে আসার পথে বইখাতা এনে দিতে হয়। আর তারা তা না করলে মারধর করে। চতুর্থ শ্রেণির একজন নালিশ করে, প্রতিদিন সাদ্দামকে তার নাস্তার ভাগ দিতে হয়। ভাগ না দিলে ধুলা ছিটিয়ে নষ্ট করে দেয়। ক্লাসে তার বসার জায়গা নির্দিষ্ট। প্রতি বেঞ্চে তিনজনের বসার নিয়ম হলেও তার বেঞ্চে বসে দুজন। তার বেঞ্চে একটা সিট ফাঁকা রাখার নিয়ম সে চালু করেছে। ক্লাসে দুষ্টুমি করলে

দুর্বলরা কেউ নালিশ করার সাহস পায় না। কারণ ছুটির পর নালিশকারীকে সে শায়েস্তা করে।

হেডমাস্টার সমরবাবু জানালেন, তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র স্কুলে ছেড়ে চলে গেছে। অথচ আমরা মনে মনে চাই সাদ্দাম যেন স্কুলে না আসে। তাকে যতই মারধর করা হোক না কেন সে কখনই স্কুল মিস করে না। কিছুদিন আগে তার বাবাকে খবর দিয়ে আনা হয়। তার বাবাকে বলা হয় ছেলেকে শাসন করতে। তার কয়েকদিন পর দেখা গেল, শিক্ষকরুমের দরজার সামনে পায়খানা করে রাখা হয়েছে। আমাদের ধারণা কাজটা সাদ্দাম করেছে। আমি সমরবাবুকে বললাম, সাদ্দামকে দুষ্টুমি থেকে নিবৃত্ত করার দায়িত্ব আমি নিলাম।

সাদ্দামকে বিভিন্নরকম চাপ প্রয়োগ, দুষ্টুমি থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা আমার সহকর্মীগণ করেছেন কিন্তু বিফল হয়েছেন। সরকার শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করায় তারা কিছুটা নাখোশ। তাদের ধারণা বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শারীরিক শাস্তির কোনো বিকল্প নেই। আমার কাছে তা মনে হয় না। সাদ্দাম নামক সেই দুষ্ট ছেলেটিকে শাস্তি না দিয়ে দুষ্টুমি বন্ধ করার মিশন আমি হাতে নিলাম এবং বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে ভাবতে থাকলাম। তার আচার-আচরণ, পারিবারিক অবস্থা, দুষ্টুমির ধরণ, লেখাপড়ায় মনোযোগিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম। প্রতিটি অপ্রত্যাশিত কাজের বিপরীতে প্রয়োজনীয় কৌশল ঠিক করলাম এবং একইসাথে একাধিক বিকল্প কৌশলও ঠিক করে নিলাম।

আমার লজিং বাড়ির ছাত্র রাসেলকে সাথে নিয়ে বিকালবেলায় হাঁটতে হাঁটতে রওনা হলাম সাদ্দামের বাড়ি। মেঠোপথ। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি আর বটবটির চাকার দাগ রয়েছে। রাস্তায় এখনও ইট-সুরকি পড়েনি। দুপাশের ক্ষেতগুলোতে শীতের সবজির চাষ করা হয়েছে। ক্ষেতে নিড়ানির কাজে কৃষকগণ ব্যস্ত। সূর্যের তাপের প্রখরতা নেই। হালকা বাতাস বইছে। হাঁটতে খুবই ভালো লাগছে। আধা ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। রাস্তার পাশেই বাড়ি। রাসেলকে বাড়ির ভেতরে পাঠালাম আমার আসার সংবাদটি জানানোর জন্য। বাড়ির উঠানে দাঁড়াতেই সাদ্দামের মা ব্যস্ত হয়ে গেল আমাকে বসতে দেওয়ার জন্য। রাসেল কানে কানে বলল, স্যার ওদের বসতে দেওয়ার কিছু নেই।

বাড়িতে একটা টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। রান্নার চুলা বাইরে। ধানের বিচালি দিয়ে চাল বানিয়ে রান্নার জন্য জায়গা করা হয়েছে। আমাকে বসার জন্য রাসেল আকারে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেও আমার ইচ্ছা এই পরিবারটির সবকিছু জানা। আমি ঘরে ঢুকলাম। ঘরে শোয়ার জন্য চৌকির মতো করে একটি বাঁশের মাচা পাতা রয়েছে। বাঁশের মাচায় বসলাম। রাসেল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। সাদ্দামের পড়ার জন্য কোনো চেয়ার টেবিল চোখে পড়ল না। বইগুলো মেঝেতে ছেঁড়া চটের উপর রাখা হয়েছে। কলম-পেন্সিল রাখা হয়েছে শিকায় ঝুঁলানো একটি মাটির পাত্রে। সাদ্দামের মা নিজ থেকেই বললেন, সাদ্দামের পড়ার টেবিল-চেয়ার ছিল। অভাবে তার বাবা বিক্রি করে দিয়েছে। একটা খাটও ছিল সেটাও বিক্রি করে দিয়েছে।

– বিক্রি করেছেন কেন?

– সাদ্দামের বাপের বড়ো অসুখ হয়েছিল। চিকিৎসা করাতে অনেক টাকা ঋণ হয়ে যায়। খাট, টেবিল-চেয়ার বিক্রি করে ঋণ শোধ করেছে।

– সাদ্দামের বাবা কোথায়?

– সে ভ্যান চালায়। ভ্যান চালাতে গেছে। ছেলেকে পড়ানোর তার খুব ইচ্ছা। কিন্তু সমস্যাই যেন শেষ হচ্ছে না। তার আগের বছর অ্যাকসিডেন্টে ভ্যানটা ভেঙে গেল। নতুন একটা ভ্যান কেনার জন্য এনজিও থেকে ঋণ করতে হলো। এবার হলো অসুখ। একটার পর একটা সমস্যা লেগেই আছে।

সাদ্দাম দাঁড়িয়ে আছে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। পুরো ঘটনায় সে যেন হতভম্ব। আমি বের হয়ে আসলাম। পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অস্তমিত সূর্যের আভায় লালিম প্রকৃতি, মৃদুমন্দ বাতাস, গাছে গাছে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ এক নান্দনিক আবহ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এতো নির্মল প্রকৃতিও আমার মনটাকে আনন্দে আন্দোলিত করতে পারছে না। সাদ্দামের বইগুলো ঘরের মেঝে ছেঁড়া চটের উপর দেখে আমার মনটা যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো যে গুমোট হয়েছে, আমি আর সেখান থেকে বের হতে পারছি না। এমন অবস্থা দেখব সেটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

আমি গতকাল সাদ্দামের বাড়িতে গিয়েছিলাম, হেডস্যার সমরবাবুকে বললাম।

– কেমন দেখলেন?

– যা দেখেছি সেটা আমার ভাবনায় ছিল না। এই ছেলের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান কোনোটারই নিশ্চয়তা নেই। লেখাপড়া তো তারপরের বিষয়। পড়ার চেয়ার-টেবিল এমনকি ঘুমানোর একটা চৌকি পর্যন্ত নেই।

– কী বলেন! এত খারাপ অবস্থা!

– তারপরও সাদ্দামকে লেখাপড়া করানোর প্রচণ্ড ইচ্ছা তার বাবা-মার।

ক্লাসে ঢুকেই সাদ্দামকে ডেকে সবার সামনে দাঁড় করালাম। ঘোষণা দিলাম, আজ থেকে সাদ্দাম ক্লাস ফোরের ক্যাপ্টেন।

তাকে সবাই ক্যাপ্টেন হিসেবে মানবে। অনেকেই প্রতিবাদ করল। তাদের বক্তব্য, সে ভালো ব্যবহার করবে না, সবার ওপর অত্যাচার করবে। আমি সবাইকে আশ্বস্ত করলাম। ক্লাস শেষে সাদ্দামকে বললাম তুমি ছুটির পর আমার সাথে দেখা করবে। ছুটির পর সাদ্দামকে নিয়ে গেলাম একটা দর্জির দোকানে। তার জন্য একসেট জামার অর্ডার দিলাম। দুদিন পর নতুন জামা, একটা স্কুল ব্যাগ এবং দুটা কাপড় কাচার সাবান তার হাতে তুলে দিলাম। বলে দিলাম, প্রতিদিন যেন পরিষ্কার জামা পরে স্কুলে আসে এবং টিফিনের সময় প্রতিদিন যেন আমার সাথে দেখা করে।

অতীতে কখনও কোনো ছাত্রকে জামাকাপড় কিনে দেয়ইনি। দেওয়ার কথাও না। সাদ্দাম নামক এই ছেলেটিকে আমার কাছে একদমই ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। পড়ালেখায় সে অসাধারণ। ক্লাসরুমে তার বইয়ের পাতা উল্টাতে হয় না। মনে হয় তার সবই পড়া আছে। প্রশ্নোত্তর লেখার স্টাইল চমৎকার। তাকে গাইড করতে পারলে আমার বিশ্বাস একদিন সে তার দ্যুতি ছড়াবে। দেশকে কিছু দিবে। আমি মনে করি তার পেছনে কিছু খরচ করা মানে তাকে ঋণী করে রাখা। পড়ে সুদে-আসলে সেই ঋণ সে শোধ করবে।

ক্যাপ্টেন হওয়ার পর থেকেই সাদ্দামের মধ্যে আশ্চর্যরকম পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তাকে ক্যাপ্টেন বানানো ছিল আমার পরীক্ষামূলক একটা কৌশলমাত্র। তাকে ব্যস্ত রাখা এবং একইসাথে দায়িত্বশীল করা ছিল আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। প্রতিদিন দুপুরবেলা আমি তাকে কিছু বিস্কুট খেতে দিই। দুই সপ্তাহের মতো সে আমার খাবার গ্রহণ করল। তারপর সে আর দুপুরে খেতে আসল না। কারও সাথে কোনো দুষ্টুমিও করে না। একদিন টিফিনের সময় ক্লাসরুমে গিয়ে দেখলাম, সে নাস্তা খাচ্ছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, মা বানিয়ে দিয়েছে। সে স্কুলে কখনও অনুপস্থিত থাকে না। জামাকাপড় তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অসম্ভব মেধাবী। কোনো লাইন বুঝার জন্য তার দুবার পড়তে হয় না। ক্লাসের দুর্বল ছাত্রদের সে বুঝতে সহযোগিতাও করে। কেউ ময়লা জামাকাপড় পরে আসলে, চুল ঠিকমতো না কাটলে সে শাসন করে। ক্লাসের ছোটোখাটো ঝগড়া সে নিজেই মীমাংসা করে দেয়। ক্লাসে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কী সাদ্দামের ক্যাপ্টেন হওয়াতে খুশি না অখুশি। সকলে সমস্বরে জবাব দিলো, তারা খুশি।

একদিন সন্ধ্যার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে সাদ্দাম আমার লজিং বাড়িতে উপস্থিত হলো। স্যার স্যার একটা ভালো খবর আছে। বাবা আমার জন্য টেবিল-চেয়ার কিনে এনেছে। আমি আসি স্যার, বলেই দৌড় দিয়ে চলে গেল। সাদ্দামের খুশি দেখে আমার চোখ ভিজে গেল। ছেলেটা কত লক্ষী। আমার বিশ্বাস সে একদিন অনেক বড়ো হবে।

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। সাদ্দাম তার ক্লাসে ফার্স্ট হলো। এতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিসহ গ্রামের আরও বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলেন। তাদের ধারণা শিক্ষকদের মূল্যায়ন ঠিক হয়নি। মূল্যায়ন ঠিক হলে একজন ভ্যান চালকের ছেলে ফার্স্ট হতে পারে না। যে ছেলের কোনো প্রাইভেট টিচার নেই, তিনবেলা খেতে পর্যন্ত পারে না, সে কীভাবে ফার্স্ট হয়? আমি সাদ্দামকে শিক্ষকরুমে অন্য শিক্ষকদের সামনেই ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আগে তো তোমার এতো ভালো রেজাল্ট হয়নি। এ বছর এতো ভালো রেজাল্ট হলো কীভাবে? সাদ্দাম বলল, স্যার আমি আগেও ভালো পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু কোনো স্যারই বিশ্বাস করেন না যে আমি এতো ভালো পরীক্ষা দিতে পারি। তাদের ধারণা আমি নকল করে লেখেছি। সেজন্য আমি আগে ফার্স্ট হতে পারিনি। শিক্ষকগণের পক্ষ হতে সাদ্দামের কথার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি আসল না। তাতে মনে হলো প্রকৃতপক্ষেই তারা আগে মূল্যায়ন সঠিকভাবে করেননি। ফলে অনাদৃত সাদ্দামও তার দ্যুতি ছড়াতে পারেনি।

আমার নতুন ভাবনা কীভাবে তার আর্থিক দুরবস্থাটা দূর করা যায়। তাকে উপার্জন করা শিখাতে হবে। অন্যের কাছে হাত পাতার অভ্যাস করানো যাবে না। তাহলে তার মনটা মরে যাবে। নিজেকে অসহায় দুর্বল ভাববে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে।

সাদ্দামকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার অভিযান শুরু করলাম। ওয়ান, টু এবং থ্রির ক্লাসগুলোতে সাদ্দামকে আমার সাথে নিলাম। তাকে বললাম, ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসে থাকতে। আমি কীভাবে পড়াই সেটা খেয়াল করতে। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকল। তারপর একদিন ওয়ানের ক্লাসে তাকে পড়াতে বললাম। আমি বসে রইলাম। তারপর একদিন টু, একদিন থ্রিতে তাকে পড়াতে দিয়ে আমি বসে রইলাম। তাকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হলো। অন্য শিক্ষকদেরও সাদ্দামকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তারা সানন্দে রাজি হলেন। এভাবে সাদ্দাম ক্লাস ফাইভে পড়া অবস্থায় আত্মবিশ্বাসী শিক্ষকে পরিণত হলো।

একদিন এক অভিভাবক আমার কাছে হাজির হলেন তার ছেলেকে পড়ানোর অনুরোধ নিয়ে। তার ছেলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আমি ভাবলাম এটাই সুযোগ। আমি গার্ডিয়ানকে বললাম, আমার পড়ানোর সময় নেই। তবে, আমি একজন টিচার দিতে পারি। সে খুব ভালো পড়াবে। আমি সাদ্দামকে টিউটর হিসেবে ঠিক করে দিলাম। মাসে আটশো টাকা বেতন।

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করলাম তার ছেলের পড়ালেখার বিষয়ে আমি নিজে খোঁজখবর রাখব। সাদ্দামের রোজগার করা শুরু হয়ে গেল। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম সাদ্দাম ভালো পড়াচ্ছে এবং ভদ্রলোক খুশি।

আমার বাড়ির কাছাকাছি বদলি হওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার বদলির আদেশও হলো। আমার বদলির খবর কুতুবপুরের মানুষ সহজভাবে নিতে পারল না। তারা বদলি ঠেকানোর জন্য দরখাস্ত করল। বিভিন্নজনের কাছে ধর্ণা দিলো, কিন্তু বদলি ঠেকল না। আমার বদলিতে সাদ্দাম এবং তার বাবা-মা যেন ভেঙে পড়ল। আমার লজিং বাড়িতে গিয়ে সাদ্দামের বাবা-মা কান্নাকাটি শুরু করল। আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম– সাদ্দাম যেহেতু এখন ছাত্র পড়ানো শুরু করেছে সেহেতু এখন তাকে নিয়ে আর আপনাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যে একবার শিক্ষকতার খাতায় নাম লেখায় সে কখনও অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারে না। আমার  সাথে সাদ্দামের সবসময় যোগাযোগ থাকবে এবং পড়ালেখার বিষয়ে আমি খোঁজখবর রাখব।

নতুন কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি যথারীতি শেষ করলাম। লজিং বাড়িতে আমার মালামাল বলতে কিছু কাপড়চোপড় আর কিছু বইপুস্তক। একটা ভ্যানে উঠিয়ে রওনা হলাম। ভ্যানটার পেছনে ধরে আছে সাদ্দাম। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। ভ্যান চলা শুরু করেছে কিন্তু সাদ্দাম ভ্যান ছাড়ছে না। সে ভ্যান ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে। কয়েক কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেছে। আমি এবং ভ্যান চালক নিষেধ করছি কিন্তু সে মানছে না। আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না। তার সাথে আমি যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছি। ভ্যান চলার সাথে সাথে যেন সেই বন্ধনের সুতোই টান পড়ছে। আস্তে আস্তে যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সেই ছিঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা আমি আর সাদ্দাম ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারছে না। পাকা রাস্তার কাছে যখন পৌঁছলাম তখন আচমকা ভ্যানের পেছনে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। আমি শব্দের উৎস বুঝলাম, তাকাতে পারলাম না। ভ্যান চালক তাকিয়ে দেখে আমাকে বলল, স্যার সাদ্দাম রাস্তায় পড়ে কাঁদছে। ভ্যান থামাব স্যার। আমার চোখ ভিজে গেল। গলা ধরে এলো। ধরা গলায় ভ্যান চালককে অস্ফুট স্বরে বললাম, না। সামনে চলো।

———— ○ ————

## তারুণ্যের জয়গান

**অরিত্র কুণ্ডু**

তারুণ্যের দীপ্তিতে জ্বলে উঠুক মন-প্রাণ,
স্বপ্নেরা ছুটুক ঐ পানে সীমাহীন আসমান।
নবীন সে শক্তি, নবীন সে গান,
আলো ছড়াক সবার প্রাণে অফুরান।

উচ্ছ্বাসে উঠুক কণ্ঠস্বর জোরে,
অন্ধকার হোক ছিন্ন আলোর ঘোরে।
সাহস আর স্বপ্নে রাঙাও এই পথ,
তারুণ্যের উৎসবে মেতে উঠুক রাজপথ।

জ্বলুক আগুন আশার দীপে,
দুরন্ত মন থাকুক চির শান্তিতে।
তারুণ্যের উচ্ছ্বাস থামবে না আজ,
স্বপ্নের মঞ্চ বিশ্ব হোক সু-রাজ!

ভাঙো সব বাঁধন, ভাঙো সব ভয়,
আকাশটা ডাকছে, দিচ্ছে অভয়।
সময়ের শপথে এগিয়ে চলি,
তারুণ্যের জয়গান থাক চিরকালি!

## রুখে দাঁড়াও

**সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম**

হাজার প্রাণের বিনিময়ে
অভ্যুত্থানের সূর্যদোয়,
ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন
এই দেশেতে হবার নয়।

দেশকে বাঁচাও আগলে রাখো
ভালোবাসা দিয়ে,
উঁচু মানের স্বপ্ন দেখো
প্রিয় স্বদেশ নিয়ে।

দেশবিরোধী শক্তি যদি
উঠতে দেখো জেগে,
গর্জে উঠো, রুখে দাঁড়াও
ওরা যাবে ভেগে।

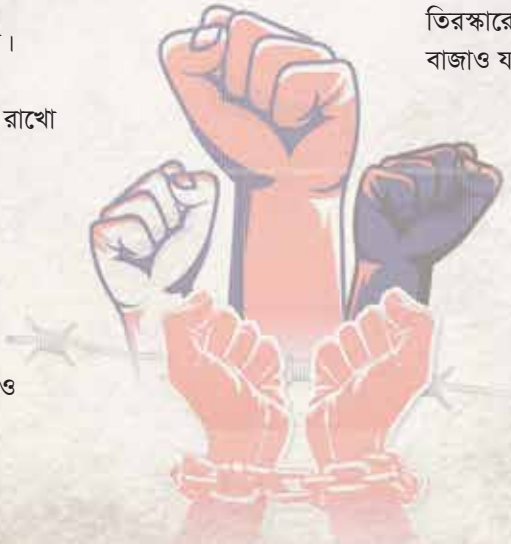

## বিন্দুর মাঝে সিন্ধু

**আসাদুজ্জামান খান মুকুল**

ক্ষুদ্রতরে ধরার বুকে
দম্ভে কেহ দেয়নি মান,
ক্ষুদ্র বৃহৎ এই ধরাতে
সবই হলো প্রভুর দান!

যাকে মানব ভাবছো বিন্দু
সেতো নিছক মনের ভুল,
বিন্দুর মাঝেও সিন্ধু মিলে
মূল্য যাহার হিরার তুল!

জীবন নদীর মধ্যখানে
আসতে পারে প্রবল ঝড় !
সহায় তাতে সিন্ধুর বুকে
হতেও পারে তুচ্ছ খড়!

অবহেলার গ্লানি দিয়ে
আনলে যাহার চোখের জল,
জীবন পথে কোন ক্ষণে
হতেও পারে তোমার বল!

দীপ্ত শপথ চাঙ্গা মনে
তুচ্ছ জ'নায় করলে কাজ,
প্রভুর কৃপায় তাহার মাথায়
পরতেও পারে জয়ের তাজ!

মনের দুয়ার খোলে দেখো
তুচ্ছও হয় যে মহৎ তর,
তিরস্কারের প্রলয় নিনাদ
বাজাও যতই জনম ভর!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

# চলে গেলেন সাবেক বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবদুর রউফ

**আরাফ হোসেন**

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবদুর রউফ আর নেই। ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রাজধানীর মগবাজারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

১৯৩৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করা আবদুর রউফ লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাটের দশকের শুরুতে তিনি আইনজীবী হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। ১৯৮২ সালে বিচারক হিসেবে যোগ দেন হাইকোর্টে।

নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এইচএম এরশাদ সরকারের পতন হলে দেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক আবদুর রউফকে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে আনেন। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের আগে সেই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই প্রথমবারের মতো তিন সদস্যের ইসি পায় বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের ওই সময়ে আবদুর রউফ কমিশন নির্বাচনি আইনে ব্যাপক সংস্কার আনে, জারি করা হয় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ। বাংলাদেশের পঞ্চম সিইসি বিচারপতি মো. আব্দুর রউফ ১৯৯০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ সালের ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালের বহু কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন করে প্রশংসিত হন তিনি। ১৯৯৫ সালের জুনে হাইকোর্ট থেকে আপিল বিভাগের বিচারক হন বিচারপতি আবদুর রউফ। ১৯৯৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি অবসরে যান।

অবসরের পর ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের শরিয়াহ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন সাবেক এই বিচারপতি। জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'ফুলকুঁড়ি আসর'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মোহাম্মদ আবদুর রউফ দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোহাম্মদ আবদুর রউফের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর ওই বছরের ২৫শে ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নিয়ে দেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরাতে বিচারপতি আবদুর রউফের অবদানের কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পথ চলার ক্ষেত্রে বিচারপতি রউফ বার বার উদাহরণ হয়ে আসবেন। তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বিচারপতি রউফ ছিলেন নাগরিক সমাজের একজন বড়ো স্তম্ভ। ভোটাধিকার, সংস্কার এবং গণতন্ত্রের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যা জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

**Meet Bangladesh :** 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000

**Birds of Bangladesh :** 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

**Wildlife of Bangladesh :** 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250

**Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division :** 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

**Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division :** 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200

**Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division :** 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800

**Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division :** 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপ্স-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

## Bangladesh Quarterly

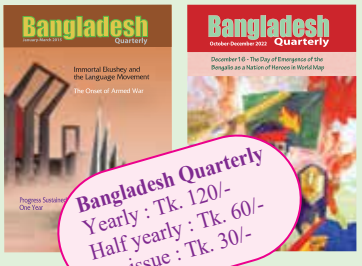

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

**সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

# সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 10, April 2025, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd